ঔশনসসংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনকাদ্যাশ্চ মুনয় ঔশনং ভার্গবং মুনিম্।
নত্বা পপ্রচ্ছুরখিলং ধর্ম্মশাস্ত্রবিনির্ণয়ম্॥ ১
ঋষীণাং শৃণ্বতাং পূর্ব্বমুশনা ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং পাপনাশনম্॥ ২
সুসমাধিহৃদো যূয়ং শৃণুধ্বং গদতো মম।
ভার্গবং পিতরং নত্বা উশনং ধর্ম্মমব্রবীৎ॥ ৩
কৃতোপনয়নো বেদানধীয়ীত দ্বিজোত্তমঃ।
গর্ভাষ্টমে বাষ্টমে বা স্বসূত্রোক্তবিধানতঃ॥ ৪
দণ্ডে চ মেখলাসূত্রে কৃষ্ণাজিনধরো মুনিঃ।
ভিক্ষাহারো গুরুহিতেবীক্ষমাণো গুরোর্ম্মুখম্॥ ৫
কার্পাসমুপবীতং সন্নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা।
ব্রাহ্মণানাং ত্রিবৃৎ সূত্রং শোণমাবিকমেব বা॥ ৬
সদোপবীতী চৈব স্যাৎ সদা বদ্ধশিখো দ্বিজঃ।
অন্যথা যৎকৃতং বাসঃ কার্পাসং বা কষায়কম্।
তদেব পরিধানীয়ং শুক্লমচ্ছিদ্রমুত্তমম্॥ ৭
উত্তরীয়ং সমাখ্যাতং বাসঃকৃষ্ণাজিনং শুভম্।
অভাবে ভব্যমজিনং রৌরবং বা বিধীয়তে॥ ৮
উপবীতং বামবাহু সব্যবাহু সমন্বিতম্।
উপবীতী ভবেন্নিত্যং নিবীতং কণ্ঠলম্বনম্॥ ৯
সব্যবাহুং সমুদ্ধৃত্য দক্ষিণেন ধৃতাং দ্বিজাঃ।
প্রাচীনাবীতমিত্যুক্তং পিত্র্যে কর্ম্মণি ধারয়েৎ॥ ১০
অগ্ন্যগারে গবাংগোষ্ঠে হোমে জপ্যে তথৈব চ।
স্বাধ্যায়ভোজনে নিত্যং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ॥ ১১
উপাসনে গুরূণাঞ্চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
উপবীতী ভবেন্নিত্যং বিধিরেষ সনাতনঃ॥ ১২
মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
মুঞ্জাভাবে কুশানাহুগ্রন্থিনৈকেন বা ত্রিভিঃ॥ ১৩

শৌনকাদি মুনিগণ, ভৃগুবংশীয় ঔশন (উশনার পুত্র) মুনিকে প্রণাম করিয়া—ধর্ম্মশাস্ত্রের নিশ্চিত তত্ত্ব সকল জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মতত্ত্ব-বিৎ উশনা—শ্রোতা ঋষিমণ্ডলীর নিকটে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের হেতু পাপনাশক যে ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন, আমি আজ তাহা বলিতেছি,—তোমরা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর; ইহা বলিয়া স্বীয় পিতা ভার্গব উশনাকে প্রণামপূর্ব্বক ধর্ম্ম বলিতে লাগিলেন। গর্ভাষ্টম বর্ষে অথবা প্রকৃত অষ্টমবর্ষে স্বীয় গৃহ্যসূত্র-বিধি-অনুসারে (যথা সামবেদীর গোভিলসূত্র স্বীয় গৃহ্যসূত্র) উপনীত হইয়া দ্বিজোত্তম বেদসকল অধ্যয়ন করিবে। (বেদাধ্যয়নকালে) ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দণ্ড, মেখলাসূত্র ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করিবে এবং গুরুহিতে নিরত থাকিবে ভিক্ষাহারী হইবে এবং গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে কার্পাসকেই উত্তম উপবীত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উপবীত-সূত্র ত্রিগুণিত হইবে। (এবং ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রময় ও বৈশ্যের মেষলোমনির্ম্মিত উপবীত হইবে।) দ্বিজ সর্ব্বদা উপবীত ধারণ করিয়া থাকিবে এবং সর্ব্বদা শিখা বন্ধন করিয়া রাখিবে; কার্পাসনির্ম্মিতই হউক আর কাষায়ই হউক, পূর্ব্বাবস্থা হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া উপনয়নকালে যেরূপ বস্ত্র পরিহিত হইবে সেইরূপ শুক্লবর্ণ, অচ্ছিদ্রবস্ত্রই (অধ্যয়ন অবস্থায়) পরিধান করিয়া থাকিবে। উৎকৃষ্ট কৃষ্ণাজিন বস্ত্রই উত্তরীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে—তদভাবে উত্তম রৌরবচর্ম্ম উত্তরীয় হইবে, ইহাই বিধি। বাম বাহুর ঊর্দ্ধভাগ হইতে অর্থাৎ বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ বাহুর অধোভাগ পর্য্যন্ত বিলম্বিত যজ্ঞসূত্রের নাম উপবীত, সর্ব্বদা এইরূপ উপবীতী হইয়া থাকিবে, কণ্ঠদেশ হইতে মালাকারে দোদুল্যমান যজ্ঞসূত্রের নাম নিবীত। হে দ্বিজগণ! বামবাহু উদ্ধৃত করিয়া (তাহার অধোদেশ হইতে) দক্ষিণ স্কন্ধে ধৃত যজ্ঞসূত্র প্রাচীনাবীত নামে কথিত হইয়াছে—পিত্র্যকর্ম্মে এইরূপ প্রাচীনাবীতী হইবে। ১—১০। অগ্নিগৃহে (সাগ্নিকদিগের হোমগৃহে), গাভীর গোষ্ঠে, হোমকালে, জপকালে, অবশ্যকর্ত্তব্য স্বাধ্যায়-ভোজন-কালে, ব্রাহ্মণদিগের নিকটে, গুরুর উপাসনাসময়ে ও উভয় সন্ধ্যাতে অবশ্যই উপবীতী হইবে, ইহা চিরপ্রচলিত নিয়ম। ব্রাহ্মণের যেটী মেখলা হইবে, তাহা মুঞ্জাতৃণ দ্বারা নির্ম্মিত—ত্রিবৃৎ (তেহারা) সম অর্থাৎ একহারা ছোট আর একহারা বড় এইরূপ বৈষম্যদোষশূন্য ও মসৃণ করিবে; মুঞ্জাভাবে কুশ দ্বারাই নির্ম্মাণ করিবে; ইহা উক্ত হইয়াছে এবং ঐ মেখলা গ্রন্থিত্রয়যুক্ত বা একগ্রন্থি-

ধারয়েদ্বৈল্বপালাশৌ দণ্ডৌ কেশান্তকৌ দ্বিজঃ।
যজ্ঞাখ্যবৃক্ষজং বাথ সৌম্যং ব্রণমেব চ ॥ ১৪
সায়ং প্রাতর্দ্বিজঃ সন্ধ্যামুপাসীত সমাহিতঃ।
কামাল্লোভাদ্ভয়ান্মোহাৎকদা ন পতিতো ভবেৎ ॥ ১৫
অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সায়ং প্রাতঃ প্রসন্নধীঃ।
স্নাত্বা সন্তর্পয়েদ্দেবানৃষীন্ পিতৃগণাংস্তথা ॥ ১৬
দেবাভ্যর্চ্চাং ততঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পৈঃ পত্রেণ চাম্বুভিঃ
অভিবাদনশীলঃ স্যান্নিত্যং বৃদ্ধেষু ধর্ম্মতঃ ॥ ১৭
অসাবহন্তো নামেতি সম্যক্ প্রণতিপূর্ব্বকম্।
আয়ুরারোগ্যবান্ বিত্তং দ্রব্যাদ্যপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮
আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রাভিবাদনে।
অকারশ্চাস্য নাম্নোঽন্তে বাচ্যঃ পূর্ব্বাক্ষরস্ততঃ ॥ ১৯
যো ন বেত্ত্যভিবাদস্য দ্বিজঃ প্রত্যভিবাদনম্।
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ২০
সব্যেন পাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ স্পষ্টব্যো দক্ষিণেন তু দক্ষিণম্ ॥ ২১

লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা।
আদদীত যতো জ্ঞানং তৎপূর্ব্বমভিবাদয়েৎ ॥ ২২
নোদকং ধারয়েদ্ভৈক্ষং পুষ্পাণি সমিধস্তথা।
এবংবিধানি চান্যানি ন দেবার্থেষু কিঞ্চন ॥ ২৩
ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রিয়ঞ্চাপ্যনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ॥ ২৪
উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ।
মাতুলশ্বশুরভ্রাতৃমাতামহপিতামহৌ।
বর্ণকাশ্চ পিতৃব্যশ্চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৫
মাতা মাতামহী গুর্ব্বী পিতৃমাতৃস্বসাদয়ঃ।
শ্বশ্রূঃ পিতামহী জ্যেষ্ঠা জ্ঞাতব্যা গুরবঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৬
ইত্যুক্তা গুরবঃ সর্ব্বে মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা।
অনুবর্ত্তনমেতেষাং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ২৭
গুরুং দৃষ্ট্বা সমুত্তিষ্ঠেদভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
ন তৈঃ সহোপবিশেৎ সার্দ্ধং বিবদেন্নাত্মকারণাৎ ॥ ২৮
জীবিতার্থমপি দ্বেষং গুরুভির্নৈব ভাষণম্।
উদিতোঽপি গুণৈরন্যৈর্গুরুদ্বেষী পতত্যধঃ ॥ ২৯
গুণানামপি সর্ব্বেষাং পূজ্যাঃ পঞ্চ বিশেষতঃ।

যুক্ত হইবে। দ্বিজ কেশপর্য্যন্ত উচ্চ সৌম্য ও ব্রণ—বিল্বশাখাসম্ভূত দণ্ড বা পালাশদণ্ড কিংবা যজ্ঞোডুম্বরশাখার দণ্ড ধারণ করিবে। দ্বিজ একাগ্রচিত্ত হইয়া সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যোপাসনা করিবে। কাম, লোভ, ভয়, বা মোহপ্রযুক্ত কদাপি তাহা পরিত্যাগ করিবে না। সন্ধ্যোপাসনার পর সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে প্রসন্নচিত্তে অগ্নিকার্য্য করিবে।—স্নান করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। অনন্তর পুষ্প, পত্র ও জল দ্বারা দেবপূজা করিবে,' এবং প্রতিদিন ধর্ম্মানুসারে নম্রতাসহকারে "অসাবহং ভো অভিবাদয়ে" অর্থাৎ অমুক দেবশর্ম্মা আমি আপনাকে অভিবাদন করি—বলিয়া পূজ্য ব্যক্তিবর্গকে অভিবাদন করিবে, তাহাতে দীর্ঘায়ুঃ, অরোগী এবং ধনধান্যাদিসম্পন্ন হইবে। ব্রাহ্মণ অভিবাদন করিলে তাহাকে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য (শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মন্)" অর্থাৎ হে সৌম্য! অমুক তুমি দীর্ঘায়ু হও—এই কথা বলিবে। যে দ্বিজ অভিবাদনের পর কর্ত্তব্য অভিবাদন করিতে না জানে, বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাকে প্রণাম করিবে না; কেননা, শূদ্র যেরূপ অনভিবাদ্য, সেও তদ্রূপ।১১—২০। গুরুজনকে অভিবাদন করিবার সময়ে তাঁহার পাদগ্রহণ, সব্য অর্থাৎ বাম কিম্বা দক্ষিণপাণি দ্বারা অকর্ত্তব্য; কিন্তু এককালেই বামপাণি দ্বারা গুরুর বামপদ স্পর্শ এবং দক্ষিণ পাণি দ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ স্পর্শ করিবে। লৌকিক, বৈদিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাহার নিকট হইতে লাভ করা যায়, (পূজ্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত হইলে) তাঁহাকে অগ্রে অভিবাদন করিবে। (অভিবাদক ও অভিবাদ্য) জল, ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি, পুষ্প, সমিধ এবং বিষ, অপর বস্তু এবং যে কিছু দেবদেয় দ্রব্য, তাহা (অভিবাদন সময়ে) স্পর্শ করিয়া থাকিবে না। উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মহীপতি এবং অন্যান্য মান্য ব্যক্তি সমাগত হইয়া ব্রাহ্মণকে—কুশল, ক্ষত্রিয়কে—অনাময়, বৈশ্যকে—ক্ষেম এবং শূদ্রকে আরোগ্য প্রশ্ন করিবে। মাতুল, শ্বশুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মাতামহ, পিতামহ, বর্ণকজ্যেষ্ঠ এবং পিতৃব্য এই সপ্তবিধ ব্যক্তি পিতা বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। মাতা, মাতামহী গুরুর অর্থাৎ আচার্য্যাদির পত্নী, পিতৃস্বসা মাতৃস্বসা ইত্যাদি অর্থাৎ মাতুলানী প্রভৃতি শ্বশ্রূ, পিতামহী এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী—ইহারা পূজ্য স্ত্রীলোক। এইরূপে মাতৃক্রমে ও পিতৃক্রমে স্ত্রী-পুরুষভেদে যে গুরু, তাহা কথিত হইল; কায়মনোবাক্যে এবং কর্ম্ম দ্বারা ইহাঁদিগের অনুবৃত্তি করা উচিত। গুরুজনকে অবলোকন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিবে, অনন্তর অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিবে; তাঁহাদিগের সহিত একত্র উপবেশন করিবে না এবং কোন প্রয়োজনবশতই তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ

তেষামাদ্যাস্ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠাস্তেষাং মাতা সুপূজিতা ॥ ৩০
যো হি বাসয়তি দিবা যেন বক্তোপদিশ্যতে।
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ পঞ্চ তে গুরবস্তথা ॥ ৩১
আত্মনঃ সর্ব্বযত্নেন প্রাণত্যাগেন বা পুনঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন পঞ্চৈতে ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৩২
যাবৎ পিতা চ মাতা চ দ্বাবেতৌ নির্ব্বিকারণম্।
তাবৎসর্ব্বং পরিত্যজ্য পুত্রঃ স্যাত্তৎপরায়ণঃ ॥ ৩৩
পিতা মাতা চ সুপ্রীতৌ স্যাতাং পুত্রগুণৈর্যদি।
স পুত্রঃ সকলং কর্ম্ম প্রাপ্নুয়াৎ তেন কর্ম্মণা ॥ ৩৪
নাস্তি মাতৃসমং দৈবং নাস্তি পিতৃসমো গুরুঃ।
তয়োঃপ্রত্যুপকারোঽপি ন হি কশ্চন বিদ্যতে ॥ ৩৫
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাৎ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
ন তাভ্যামননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমেকং সমাচরেৎ ॥ ৩৬
বর্জ্জয়িত্বা মুক্তিফলং নিত্যনৈমিত্তিকং তথা।

করিবে না। প্রাণরক্ষার্থও তাঁহাদিগের প্রতি দ্বেষ করিবে না এবং নিন্দা করিবে না, শত শত অন্য গুণ থাকিলেও গুরুদ্বেষী ব্যক্তি অধোগামী হয়। ২১—২৯। সকল গুরুর মধ্যে পাঁচটী গুরুজন বিশেষ পূজ্য; যথা মাতা (১), পিতা (২), গুরু অথবা আচার্য্য (৩), উপাধ্যায় (৪), ঋত্বিক্ (৫), ইহার মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ প্রথমোক্ত তিনজন। মহাগুরু এবং জননী ইহাদিগের মধ্যেও সুপূজিতা (শ্রেষ্ঠা)। যে একদিনের তরেও বাসস্থান দেয় (১) যাহার নিকট একক্ষণও উপদিষ্ট হওয়া যায় অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করা যায় (২), জ্যেষ্ঠভ্রাতা (৩), ভর্ত্তা অর্থাৎ প্রতিপালক এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী (৪) এবং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগুরু (৫)—কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এই পঞ্চবিধ গুরুকে, আপনার অশেষ বিশেষ যত্নে এমন কি জীবনপর্য্যন্ত পাত করিয়াও পূজা করিবে। পিতা ও মাতা এই দুইজন যতদিন বর্ত্তমান থাকিবেন, ততদিন নির্ব্বিকারভাবে অন্য সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। পিতা এবং মাতা, যদি পুত্রগণে অতিশয় প্রীতিলাভ করেন, তাহা হইলে, পুত্র, সেই পিতামাতার প্রীতি উৎপাদন রূপ সৎকর্ম্ম দ্বারা সকল সৎকর্ম্মফল প্রাপ্ত হন। মাতার ন্যায় দৈব নাই, পিতার মতও গুরু নাই এবং তৎকৃত উপকারের প্রত্যুপকারও কিছু নাই। কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা তাহাদিগের প্রিয়কার্য্য করিবে। তাঁহাদিগের বিনা অনুমতিতে মুক্তিজনক কার্য্য এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য ভিন্ন কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম—করিবে

ধর্ম্মসারঃ সমুদ্দিষ্টঃ প্রেত্যানন্দফলপ্রদঃ ॥ ৩৭
সম্যগাচারবক্তারং বিসৃষ্টস্তদনুজ্ঞয়া।
শিষ্যো বিদ্যাফলং ভুঙ্ক্তে প্রেত্য চাপদ্যতে দিবি ॥ ৩৮
যো ভ্রাতরং পিতৃসমং জ্যেষ্ঠং মূঢ়োঽবমন্যতে।
তেন দোষেণ সম্প্রেত্য নিরয়ং সম্প্রযচ্ছতি ॥ ৩৯
পুংসাঞ্চাত্মনি বেষেণ পূজ্যো ভর্ত্তা চ সম্মতঃ।
যানি দাতরি লোকেঽস্মিন্নুপকারোঽপি গৌরবম্ ॥
যে নরা ভর্ত্তৃপিণ্ডার্থং স্বান্ প্রাণান্ সন্ত্যজন্তি হি।
তেষামেব বরাঁল্লোকানুবাচ ভগবান্ ভৃগুঃ ॥ ৪১
মাতুলাংশ্চ পিতৃব্যাংশ্চ শ্বশুরানৃত্বিজান্ গুরূন্।
অসাবহমিতি ব্রূয়াৎ প্রত্যুত্থায় যবীয়সঃ ॥ ৪২
অবাচ্যো দীক্ষিতো নাম্না যবীয়ানপি যো ভবেৎ।
ভোঃশব্দপূর্ব্বকশ্চৈনমভিভাষেত ধর্ম্মবিৎ ॥ ৪৩
অভিবাদ্যাশ্চ পূর্ব্বস্তু শিরসাব্রহ্মশর্ম্ম চ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদ্যৈশ্চ শ্রীকামৈঃ সাদরং সদা ॥ ৪৪
নাভিবাদ্যাস্তু বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ কথঞ্চন।
জ্ঞানকর্ম্মগুণোপেতা যদ্যপ্যেতে বহুশ্রুতাঃ ॥ ৪৫

না। পিতৃ-মাতৃ-পরায়ণতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; অতএব পরকালে নিরতিশয় আনন্দজনক। সম্পূর্ণরূপে শৌচাচারশিক্ষক আচার্য্যকে প্রীত করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শিষ্য, ইহকালে বিদ্যাফল (সম্মানাদি) প্রাপ্ত হন এবং পরকালে স্বর্গধামে সেই বিদ্যাফলে অসীম আনন্দ লাভ করেন। যে মূঢ়, পিতৃতুল্য মাননীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অবজ্ঞা করে, সে মৃত্যুর পর সেই পাপে নরকে গমন করে। ইহলোকে, প্রতিপালক ব্যক্তির যে উপকারকতা ও শ্রেষ্ঠতা আছে, তাহার উপর দৃষ্টি করিবে। প্রতিপালক,—সকল পুরুষেরই মনোনিবেশপূর্ব্বক পূজ্য বলিয়া সম্মত। ভর্ত্তার উপকারার্থ যাহারা প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাদিগেরই উত্তমলোক প্রাপ্তি হয়; ইহা ভগবান্ ভৃগু (উশনা) বলিয়াছেন। মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর এবং ঋত্বিক্ এই সকল গুরুজন, বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে, প্রত্যুত্থান করিয়াই "অসাবহং" (এই আমি) ইহা তাঁহাদিগকে বলিবে। ৩০—৪২। বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও তৎকালে তাহার নাম ধরিয়া আহ্বান করিবে না, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, "ভো" এই কথা উচ্চারণ করিয়া কথোপকথনাদি করিবে। শ্রীকামী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ, জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মস্তকদ্বারা সাদরে সর্ব্বদা অভিবাদন করিবে, তাহাতে তাহাদিগের পাপ নাশ হয়। জ্ঞানী, ক্রিয়াবান্, গুণবান্ এবং বহু শাস্ত্রবেত্তা হইলেও

ব্রাহ্মণঃ সর্ববর্ণানাং স্বস্তি কুর্য্যাদিতি স্থিতিঃ।
সবর্ণেষ্বসবর্ণানাং কার্য্যমেবাভিবাদনম্ ॥ ৪৬
গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বস্যাভ্যাগতো গুরুঃ ॥
বিদ্যা কর্ম্ম বয়ো বন্ধুর্বিত্তং ভবতি যস্য বৈ।
মান্যস্থানানি পঞ্চাহুঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরূণি চ ॥ ৪৮
পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভবেত্তু গুণবান্ হি যঃ।
যত্রস্যাৎ সোঽত্রমানার্হঃ শূদ্রোঽপি সম্ভবেদ্যদি ॥ ৪৯
পিণ্ডাদেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্ত্রিয়ৈ রাজ্ঞেঽস্য চক্ষুষে।
বৃদ্ধায় ভাবহীনায় রোগিণে দুর্ব্বলায় চ ॥ ৫০
ভিক্ষামাহৃত্য শিষ্টানাং গৃহেভ্যঃ প্রযতোঽন্বহম্।
নিবেদ্য গুরবেঽশ্নীয়াদ্বাগ্যতস্তদনুজ্ঞয়া ॥ ৫১
ভবৎপূর্ব্বং চরেদ্ভৈক্ষমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ।
ভবন্মধ্যন্তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরম্ ॥ ৫২

ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ, কথনই ব্রাহ্মণদিগের নমস্য নহে। ব্রাহ্মণ অসবর্ণ সকলবর্ণকে এবং কনিষ্ঠ সবর্ণকে আশীর্ব্বাদ করিবে আর জ্যেষ্ঠ সবর্ণকে অভিবাদন করিবে, ইহা নিয়ম। অগ্নি—দ্বিজাতিগণের গুরু, ব্রাহ্মণ—সকল জাতির গুরু, স্বামী—পত্নীর গুরু এবং অতিথি,—সকলেরই গুরু। যাহার বিদ্যা, সৎকার্য্য, বয়স, সহায় এবং ধন, (যদপেক্ষা অধিক, সে, তাহার নিকটে মান্য সুতরাং) উক্ত পাঁচটী জিনিস—মান্যতার কারণ এবং ইহার মধ্যে পরপর অপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্বের আদর বেশী। ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের মধ্যে যে গুণবান্—যাহাতে উক্ত পাঁচটির মধ্যে অন্ততঃ একটীও থাকে; সে, আপক্ষাকৃত কোন বিষয়ে ক্ষুদ্র হইলেও সম্মান পাইবার উপযুক্ত। পিণ্ডাদ অর্থাৎ শ্রাদ্ধের পাত্রীয়ান্ন ভোজনে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ স্নাতক ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক রাজা, রাজদূত, বৃদ্ধ, ভারাবনত ব্যক্তি, রোগী এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের মান রাখিবে অর্থাৎ ইহাদিগের অন্যতম ব্যক্তি উপস্থিত হইলে পথ ছাড়িয়া দিবে। শিষ্টব্যক্তিদিগের গৃহ হইতে প্রত্যহ পবিত্রভাবে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অন্ন গুরুকে নিবেদন করিবে; অনন্তর গুরুর অনুমতিক্রমে, মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক, তাহা ভোজন করিবে। ৪৩—৫১। উপনীত ব্রাহ্মণ, অগ্রে ভবৎশব্দের প্রয়োগ করিয়া ভিক্ষাচরণ করিবে অর্থাৎ "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিবে। ক্ষত্রিয়, মধ্যে ভবৎশব্দ দিয়া ভিক্ষা করিবে অর্থাৎ "ভিক্ষাং ভবতি দেহি" বলিবে এবং বৈশ্য অন্তে ভবৎশব্দ উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ "ভিক্ষাং দেহি

মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্ব্বা ভগিনীং নিজাম্।
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যাতু নৈনং বিমানয়েৎ ॥ ৫৩
সজাতীয়গৃহেষ্বেব সার্ব্ববর্ণিকমেব বা।
ভৈক্ষস্যাচরণং প্রোক্তং পতিতাদিষু বর্জ্জিতম্ ॥ ৫৪
বেদযজ্ঞাদিহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু।
ব্রহ্মচারী চরেদ্ভৈক্ষং গৃহস্থঃ প্রযতোঽন্বহম্ ॥ ৫৫
গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুষু।
অভাবেঽপ্যথ গেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৬
সর্ব্বং বাপি চরেদ্গ্রামং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে।
নিয়ম্য প্রযতো বাচং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ৫৭
সমাহৃত্য তু তদ্ভৈক্ষং যাবদর্থমিহাজ্ঞয়া।
ভুঞ্জীত প্রযতো নিত্যং বাগ্যতো নান্যমানসঃ ॥ ৫৮
ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং কামনাশীর্ভবেদ্ব্রতী।

ভবতি" বলিবে। মাতার নিকট ভগিনীর নিকট, মাতৃষ্বসার নিকট কিংবা যে নারী ইহাকে (উপনীত বালককে) অবমান (প্রত্যাখ্যানাদি) না করিবে, তাহার নিকট প্রথমে ভিক্ষা করা বিধি। ভিক্ষা, সজাতীয়দিগের নিকট অথবা সকলবর্ণের নিকট করিতে পারিবে, ইহা উক্ত হইয়াছে; কিন্তু পতিতাদির নিকট হইতে ভিক্ষা করিবে না। ব্রহ্মচারী যাঁহারা বেদাধ্যয়ন; বেদবিহিত যজ্ঞাদি, নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য করিয়া থাকে ও নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত-কর্ম্মে তৎপর, তাহাদিগের গৃহ হইতে প্রত্যহ পবিত্রভাবে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। (মূলে "বেদযজ্ঞাদি" এই স্থলে "বেদযজ্ঞাদ্য"ও 'গৃহস্থ' এইস্থলে 'গৃহেভ্য' হইবে)। গুরুবংশ, সপিণ্ড, জ্ঞাতি এবং মাতুলাদি আত্মীয় ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা করিবে না। ভিক্ষা-যোগ্য অপর গৃহ না থাকিলে, পূর্ব্ব পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ মাতুলাদি আত্মীয়ের গৃহে ভিক্ষা করিবে, তদভাবে সপিণ্ডজ্ঞাতিগৃহে, তদভাবে গুরুবংশেও ভিক্ষা করিবে। পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ ৫৪ শ্লোকোক্ত সজ্জনদিগের অসম্ভব হইলে, পবিত্র ও মৌনী হইয়া এবং কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উক্ত গুণরহিত গ্রামবাসী সকলের নিকটে ভিক্ষা করিবে (কিন্তু মহাপাতকাদি দোষে দূষিত ব্যক্তির নিকটে যাইবে না)। এইরূপ ভিক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে যে পর্য্যন্ত আহারে জীবন রক্ষা হইতে পারে, তাহা ভোজন বিষয়ে গুরুর আজ্ঞা পাইলে, শুচি, মৌনী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া ভোজন করিবে, ব্রহ্মচারী প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে এবং কামাদি রিপু জয় করিবে। মুনিগণ স্মরণ করিয়াছেন

ভৈক্ষেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা ॥ ৫৯
পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাদন্নমকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ৬০
অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যং কুৎসভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬১
প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত দক্ষিণামুখ এব বা
নাদ্যাদুদঙ্মুখো নিত্যং বিধিপূর্ব্বং সনাতনে ॥ ৬২
প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ ভুঞ্জানো দ্বিরুপস্পৃশেৎ।
শুচৌ দেশে সমাসীনোভুক্তান্তে দ্বিরুপস্পৃশেৎ ॥ ৬৩
মণ্ডলং পূর্ব্বতঃ কৃত্বা তত্র স্থাপ্যাথ ভোজয়েৎ।
স্বপ্রাণাহুতিপর্য্যন্তং মৌনমেবং বিধীয়তে ॥ ৬৪

ইত্যৌশনসস্মৃতৌ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

যে, ব্রহ্মচারীর ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ উপবাসের তুল্য। প্রত্যহ অন্নের পূজা (জীবনস্থিতির কারণ বলিয়া ধ্যান) করিবে। অন্নের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। নিজ ভোজনার্থ স্থাপিত অন্ন দর্শন মাত্রেই হৃষ্ট ও প্রসন্ন হইবে, অর্থাৎ অন্য কারণেও কোন খেদ উপস্থিত হইলেও তৎকালে তাহা পরিত্যাজ্য। অন্ন সর্ব্বতোভাবে প্রতিনন্দন করিবে অর্থাৎ নিত্যই আমাদিগের ইহা (অন্ন) জুটুক বলিয়া স্তব স্তুতি করিবে। কুৎসিত ভোজন অর্থাৎ অতি ভোজনাদি আরোগ্যকর নহে, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর নহে, স্বর্গজনক নহে, পুণ্যজনকও নহে, অধিকন্তু সমাজবিদ্বিষ্ট—অতএব তাহা পরিত্যাজ্য। প্রত্যহ পূর্ব্বমুখ বা দক্ষিণমুখ হইয়া চিরপ্রচলিত বিধি-অনুসারে অন্ন ভোজন করিবে, কিন্তু উত্তরমুখ হইয়া ভোজন করিবে না। হস্তপাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করিবার পূর্ব্বেই দুইবার আচমন করিবে এবং ভোজন করিয়া পরেও দুইবার আচমন করিবে। পূর্ব্বে মণ্ডল লিখিয়া তদুপরি ভোজনপাত্র রাখিয়া শেষ গণ্ডুষের পূর্ব্বে অমৃতাপিধান না হওয়া পর্য্যন্ত ভোজন করিবে। এই সময়ে মৌনাবলম্বন করা বিধি। ৫২—৬৪।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

ভুক্ত্বা পীত্বা চ স্নাত্বা চ তথা রথ্যোপসর্পণে।
ওষ্ঠাবলোমকৌ স্পৃষ্ট্বা বাসো বিপরিধায় চ ॥ ১
রেতোমূত্রপুরীষাণামুৎসর্গেণান্ত্যভাষণে।
তথা চাধ্যয়নারম্ভে কাসশ্বাসাগমে তথা ॥ ২
চত্বরং বা শ্মশানং বা সমাগম্য দ্বিজোত্তমঃ
সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তদ্বদাচান্তে চাচমেৎ পুনঃ ॥ ৩
চণ্ডালম্লেচ্ছসম্ভাষে স্ত্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টভাষণে।
উচ্ছিষ্টং পুরুষং স্পৃষ্ট্বা ভোজ্যং বাপি তথাবিধম্ ॥ ৪
অশ্রুপাতে তথাচামে অহিতস্য তথৈব চ।
ভোজয়েৎ সন্ধ্যয়োঃ স্নাত্বা পীত্বা মূত্রপুরীষয়োঃ ॥ ৫
আচান্তোঽপ্যাচমেৎ স্পৃষ্ট্বা সকৃৎ সকৃদথান্যতঃ।
অগ্নের্গবামথালম্ভে স্পৃষ্ট্বা প্রযত এব বা ॥ ৬
নৃণামথাত্মনঃ স্পর্শে নীবীং বিপরিধায় চ।
উপস্পৃশেজ্জলং শুদ্ধং তৃণং বা ভূমিমেব বা।
কেশানাঞ্চাত্মনঃ স্পর্শে বাসসাং ক্ষালিতস্য চ ॥ ৭
অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদুষ্টাভিশ্চ সর্ব্বশঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আচমন করিয়া থাকিলেও ভোজন, পান, স্নান, রথ্যোপসর্পণ (পথ বেড়ান), ওষ্ঠদ্বয়ের লোমশূন্য স্থানস্পর্শ, বস্ত্রপরিবর্ত্তন, রেতঃস্খলন, মূত্রত্যাগ, বিষ্ঠাত্যাগ, অন্ত্যজজাতির সহিত কথাবার্ত্তা বলা, কাস-উদ্গম, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ এবং চত্বর বা শ্মশানে গমন, —এই সকল কার্য্যের পরে, অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার সময়ে, আর উভয় সন্ধ্যার উপাসনা কালে, পুনর্ব্বার আচমন করিবে। চণ্ডাল বা ম্লেচ্ছের সহিত আলাপ, উচ্ছিষ্ট স্ত্রী-শূদ্রের সহিত কথা কহা; উচ্ছিষ্ট-সবর্ণ-স্পর্শ, অশ্রুপাত, অনৃতবাক্যপ্রয়োগ ভোজনান্ত ও সন্ধ্যোপাসনা-সময়ে এবং স্নান, মূত্রত্যাগ ও বিষ্ঠাত্যাগের পর একবার আচমন করিলেও পুনর্ব্বার আচমন করিবে। (অর্থাৎ দুইবার আচমন করিবে। এতদ্ভিন্ন রথ্যোপাসনাদি-কার্য্যে এক একবার আচমন করিলেই হইবে।) (অথবা আচমন-জলাভাবে) অগ্নিস্পর্শ, গো-স্পর্শ বা পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণপূর্ব্বক দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। মনুষ্য স্পর্শ, সামান্য প্রস্তর স্পর্শ এবং শিথিলনীবির পুনর্ব্বন্ধন করিবার পর, শুদ্ধ জল, শুদ্ধ তৃণ বা শুদ্ধ ভূমি স্পর্শ করিবে। আত্মকেশ স্পর্শে [illegible]। ব্যক্তি,

শৌচেপ্সুঃ সুখমাসীনঃ প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ॥ ৮
শিরঃ প্রাবৃত্য কর্ণং বা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ॥ ৯
সোপানৎকো জলস্থো বা নোষ্ণীষীবাচমেদ্‌বুধঃ
ন চৈব বর্ষধারাভির্ন তিষ্ঠন্ ন স্বতোদকৈঃ॥ ১০
নৈকহস্তার্পিতজলৈর্বিনা শূদ্রেণ বা পুনঃ।
ন পাদুকাসনস্থো বা বহির্জানুরথাপি বা॥ ১১
ন জল্পন্ ন হসন্ প্রেক্ষমাণশ্চ প্রহ্ব এব বা
নাবীক্ষমাণাভিরোষ্ণাভির্ফেনাদথাপি বা॥ ১২
শূদ্রাশুচিকরৈর্মুক্তৈর্ন ক্ষারাভিস্তথৈব চ।
ন চৈবাঙ্গুলিভিঃ শব্দমকুর্ব্বন্ নান্যমানসঃ॥ ১৩
ন বর্ণরসদুষ্টাভির্ন চৈব প্রদরোদকৈঃ।
ন প্রাণিজনিতাভির্ব্বা ন বহিঃ কলমেব বা॥ ১৪

প্রক্ষালিত বস্ত্রেরও প্রক্ষালন জলস্পর্শে সুখাসনে আসীন থাকিয়া এবং পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া অনুষ্ণ, অফেন এবং অদুষ্ট জলদ্বারা আচমন করিবে মস্তক বা কর্ণ আবরণ করিয়া থাকিলে, মুক্তকচ্ছ বা মুক্ত-শিখ হইলে এবং পাদশৌচ না করা থাকিলে, আচমন করার পরেও অশুচি হইবে। পণ্ডিত ব্যক্তি, পাদুকা পরিয়া উষ্ণীষ মাথায় দিয়া কোন কর্ম্মের জন্যই আচমন করিবে না। বৃষ্টিধারা জল দ্বারা আচমন করিবে না, দণ্ডায়মান থাকিয়া আচমন করিবে না, স্বতমিশ্রিত জল দ্বারা আচমন করিবে না, একহস্তাহৃত জল দ্বারা আচমন করিবে না। শূদ্রানীত জলব্যতীত অন্য জল দ্বারা আচমন করিবে। পাদুকাসনে থাকিয়া অর্থাৎ খড়ম পরিয়া আচমন করিবে না। জানুর বহির্ভাগে হস্ত রাখিয়া আচমন করিবে না। ১—১১। কথা কহিতে কহিতে আচমন করিবে না। হাসিতে হাসিতে আচমন করিবে না। ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে করিতে আচমন করিবে না। অত্যন্ত নম্র-কায় হইয়া আচমন করিবে না। জল না দেখিয়া আচমন করিবে না। উষ্ণ বা ফেনিল জলে আচমন করিবে না। শূদ্রপ্রদত্ত, অপবিত্র ব্যক্তিকর্ত্তৃক আহৃত ও প্রদত্ত জল দ্বারা আচমন করিবে না, ক্ষার জলদ্বারা আচমন করিবে না। অঙ্গুলী-গৃহীত জলদ্বারা আচমন করিবে না। আচমনের জল পান করিবার সময়ে মুখে শব্দ করিবে না। তৎকালে অন্যমনস্ক হইবে না। বিকৃতবর্ণ বা বিকৃতরস জলদ্বারা আচমন করিবে না। প্রদরজল দ্বারা আচমন করিবে না; প্রাণিজনিত জল অর্থাৎ

হৃদগাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ শুচি।
প্রাশিতাভিস্তথা বৈশ্যঃ স্ত্রী শূদ্রঃ স্পর্শনন্ততঃ॥ ১৫
অঙ্গুষ্ঠমূলান্তরতো রেখায়াং ব্রহ্ম উচ্যতে।
অন্তরাঙ্গুষ্ঠদেশিন্যোঃ পিতৃণাং তীর্থমুত্তমম্॥ ১৬
কনিষ্ঠা মূলতঃ পশ্চাৎপ্রাজাপত্যং প্রচক্ষতে।
অঙ্গুল্যগ্রে স্মৃতং দৈবং তথৈবার্ষং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১৭
মূলে স্যাদ্দৈবমার্ষং স্যাদাগ্নেয়ং মধ্যতঃ স্মৃতম্।
তদেবং সৌমিকং তীর্থমেতজ্জ্ঞাত্বা ন মুহ্যতি॥ ১৮
ব্রাহ্মেণৈব তু তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ
কায়েন বা দৈবতেন ন তু পিত্রেণ বা দ্বিজাঃ॥ ১৯
ত্রিঃপ্রাশ্নীয়াদপঃ পূর্ব্বং ব্রাহ্মণঃ প্রযতঃ স্মৃতঃ।

প্রাণীদিগের ঘর্ম্মাদিজল বা গোস্পদাদিজল দ্বারা আচমন করিবে না এবং বহিষ্কালে অর্থাৎ যে যে সময়ে আচমন বিহিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত কালে আচমন করিবে না, ব্রাহ্মণ হৃদয়গামী জলদ্বারা পূত হইবেন। ক্ষত্রিয় কণামাত্র অর্থাৎ কণ্ঠগামী জল-দ্বারা পবিত্র হইবেন। বৈশ্য পীতমাত্র অর্থাৎ মুখ-প্রবিষ্ট জলদ্বারা এবং স্ত্রী ও শূদ্র ওষ্ঠপ্রান্তস্পর্শী জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। (অর্থাৎ যতটুকু জল পান করিলে, ঐ জল হৃদয়পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, আচমনসময়ে ততটুকু জল পান করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। যতটুকু জল পান করিলে ঐ জল কণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করে, তাহা পান করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। যতটুকু জল কেবল মুখমধ্যপর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, তাহা পান করা বৈশ্যের কর্ত্তব্য এবং পান না করিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে জলস্পর্শনই স্ত্রীলোক ও শূদ্রের কর্ত্তব্য।) অঙ্গুষ্ঠমূলস্থিত রেখাতে ব্রহ্ম আছেন, ইহা উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ঐ স্থান ব্রহ্ম-তীর্থ; অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলির মধ্য স্থান উত্তম পিতৃতীর্থ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলদেশকে প্রাজাপত্য (বা কায়) তীর্থ বলা যায়। অঙ্গুলিসমূহের অগ্র-ভাগ দৈবতীর্থ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। অঙ্গুলি-সমূহের মূলদেশ আর্ষতীর্থ বলিয়া কথিত; এইরূপে ঐ স্থানদ্বয় যথাক্রমে দৈবতীর্থ ও আর্ষতীর্থ হইবে। ইহার মধ্যস্থলে আগ্নেয় তীর্থ; ইহা স্মৃত হইয়াছে এবং তাহাই সৌমিক তীর্থ—ইহা (এই তীর্থভেদ) জানা থাকিলে, আর এ বিষয়ে মোহ থাকে না। হে দ্বিজগণ! দ্বিজ প্রত্যহ ব্রাহ্মতীর্থদ্বারাই আচমন-জল পান করিবে। কিংবা কায়তীর্থ বা দৈবতীর্থ দ্বারা করিবে। কিন্তু পিতৃতীর্থ দ্বারা পান করিবে না। ১২—১৯। ব্রাহ্মণ, পবিত্র হইয়া প্রথমে তিন-

সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন মুখং বৈ সমুপস্পৃশেৎ ॥ ২০
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু স্পৃশেন্নেত্রদ্বয়ং ততঃ।
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন স্পৃশেন্নাসাপুটং ততঃ ॥ ২১
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন শ্রবণে সমুপস্পৃশেৎ।
সর্ব্বাসামথ যোগেন হৃদয়ন্তু তলেন বা ॥ ২২
সংস্পৃশেদ্বৈ শিরস্তদ্বদঙ্গুষ্ঠেনাথবা দ্বয়ম্।
ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াদ্যদম্ভস্তু প্রীতাস্তেনাস্য দেবতাঃ ॥ ২৩
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাশ্চ সন্তবন্ত্যনুশুশ্রুমঃ।
গঙ্গা চ যমুনা চৈব প্রীয়েতে পরিমার্জ্জনাৎ ॥ ২৪
প্রসংস্পর্শাল্লোচনয়োঃ প্রীয়তে শশিভাস্করৌ।
নাসত্যৌ চৈব প্রীয়েতে স্পৃষ্টে নাসাপুটদ্বয়ে ॥ ২৫
কর্ণয়োঃ স্পৃষ্টয়োস্তদ্বৎ প্রীয়েতে চানলানিলৌ।
সংস্পৃষ্টে হৃদয়ে চাস্যাঃ প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ২৬
মূর্দ্ধি সংস্পর্শনাদেব প্রীতস্তু পুরুষো ভবেৎ।
নোচ্ছিষ্টং কুর্ব্বতে মুখ্যাবিপ্রুষোহঙ্গং নয়ন্তি যাঃ ॥ ২৭
অন্তবদ্দন্তসংলিপ্তজিহ্বাস্পর্শোঽশুচির্ভবেৎ।
স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরম্ ॥ ২৮
ভূমিগৈস্তে সমা জ্ঞেয়াঃ ন তৈরপ্রয়তো ভবেৎ।
মধুপর্কে চ সোমে চ তাম্বূলস্য চ ভক্ষণে ॥ ২৯
ফলমূলেক্ষুদণ্ডে চ ন দোষ উশনাব্রবীৎ।
প্রচরংশ্চান্নপানেষু যদ্যুচ্ছিষ্টো ভবেদ্দ্বিজঃ ॥ ৩০
ভূমৌ নিক্ষিপ্য তদ্দ্রব্যমাচম্য প্রোক্ষয়েত্তু যৎ।
তৈজসং বৈ সমাদায় ভবেদুচ্ছেষণাত্ততঃ ॥ ৩১
অনিধায় চ তদ্দ্রব্যমাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ।
বস্ত্রাদীনাং বিকল্পস্থাৎ স্পৃষ্ট্বা চেদেবমেব হি ॥ ৩২
আরভ্যান্নুদকে রাত্রৌ চৌরো বাপ্যাকুলে পথি।
কৃত্বা মূত্রপুরীষং বা দ্রব্যহস্তেন দুষ্যতি ॥ ৩৩
নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদঙ্মুখঃ।
অথ কুর্য্যাৎ শকৃন্মূত্রে রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥ ৩৪

বার জল পান করিবে, ইহা স্মৃত হইয়াছে। মুখ অর্থাৎ ওষ্ঠাধর সংবৃত করিয়া অঙ্গুষ্ঠমূলদ্বারা তাহা দুইবার উপস্পর্শ অর্থাৎ মার্জ্জনা করিবে। অনন্তর তর্জ্জনী এবং অঙ্গু যোগে নাসাপুট স্পর্শ করিবে, পরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে; সকল অঙ্গুলি একত্র করিয়া তদ্দ্বারা কিংবা তলদ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে; অনন্তর সেইরূপ অঙ্গুষ্ঠ ও মস্তকস্পর্শ করিবে (অনন্তর সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিবে। ইহা দক্ষ বলিয়াছেনএবং সেইরূপই আচার আছে।) তিনবার জল পান করিলে তদ্দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই সকল দেবতা ইহার (আচমনকারীর) উপর প্রীত হন—এই কথা শুনা যায়। ওষ্ঠাধর-মার্জ্জনা দ্বারা গঙ্গা ও যমুনা প্রীতি লাভ করেন। নাসাপুটস্পর্শে, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় প্রীত হন, নেত্রদ্বয়স্পর্শে চন্দ্রসূর্য্যের প্রীতি হয়! সেইরূপ কর্ণস্পর্শে অগ্নি-বায়ু প্রীতি লাভ করেন ও হৃদয়স্পর্শে সকল দেবতা প্রীত হন এবং মস্তকস্পর্শে আত্মার প্রীতি হইয়া থাকে। যে সকল মুখনির্গত বিন্দু অঙ্গে পতিত হয়,তাহারা উচ্ছিষ্টজনক নহে।২০—২৭। আহারাদি করিবার সময়ে কাহারও দন্তে যদি কোন বস্তু লাগিয়া যায় এবং তাহা যদি জিহ্বাস্পর্শে চ্যুত হয়,তাহা হইলে যতক্ষণ আচমনাদি না করিবে, তাবৎ ঐ ব্যক্তি অশুচি হইবে। (মূলে "অন্তবদ্দন্তসংলিপ্তজিহ্বাস্পর্শোঽশুচির্ভবেৎ" ইহার টীকা—অন্তবৎ চ্যুতিমৎ দন্তসংলিপ্তংযস্মাৎ স জিহ্বা-স্পর্শো যস্য ; যস্য দন্তসংলগ্নমন্নাদিকং জিহ্বাস্পর্শেন দন্তাৎ চ্যুতং ভবতি, স গণ্ডূষাচমনাদিরূপযথোক্ত-শৌচং ন যাবৎ কুরুতে তাবদেবাশুচিঃ স্যাদিত্যর্থঃ)। আচমন করাইবার জন্য অপরকে জল দিতে দিতে ঐ জলের যে সকল বিন্দু নিজ পদ স্পর্শ করে, তাহারা বিশুদ্ধভূমিস্থিত জলের তুল্য, তদ্দ্বারা অপবিত্রতা হইবে না। মধুপর্ক, সোমরস, তাম্বূলভক্ষণ, ফল, মূল ও ইক্ষুদণ্ড—এই সকলে কোন দোষ নাই। উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া মধুপর্কাদি স্পর্শ করিলে বা তদবস্থায় তাম্বূল ভক্ষণ করিলে ঐ মধুপর্কাদি, এবং মুখ-মধ্যস্থ তাম্বূল পরিত্যাগ করিতে হইবে না। ইহা উশনা বলিয়াছেন। দ্বিজ, অন্নাদির ভোজন-পান-স্থলে বিচরণ করিতে করিতে যদি উচ্ছিষ্টস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিজ গৃহীত ঐ সকল দ্রব্য ভূমিতে রাখিয়া আচমন করিবে এবং দ্রব্যসকলকে প্রোক্ষণ করিয়া লইবে। তৈজস দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ঐরূপ উচ্ছিষ্ট স্পৃষ্ট হইলে, উহা ভূমিতে না রাখিয়া কেবল স্বয়ং আচমন করিলেই শুদ্ধিলাভ করিবে, তাহাতেই দ্রব্যশুদ্ধিও হইবে। বস্ত্রাদিও তৈজসসদৃশ বলিয়া উহা লইয়া উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিলেও ঐরূপ কার্য্য আরম্ভ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে অর্থাৎ ভূমিতে না রাখিয়া কেবল আপনি আচমন করিলে আত্মশুদ্ধি ও বস্ত্রাদি-শুদ্ধি হইবে। পথে চৌরভীতি ও ব্যাঘ্রভীতি থাকিলে রাত্রিকালে বিনা জলশৌচে মূত্র-বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াও অশুচি হইবে না। তাহার হস্তস্থিত দ্রব্যও দুষ্ট হইবে না। যজ্ঞোপবীত দক্ষিণকর্ণে সংযোজিত করিয়া উত্তরমুখ হইয়া বিষ্ঠাত্যাগ ও মূত্রত্যাগ

অন্তর্দ্ধায় মহীং কাষ্ঠৈঃ পর্ণৈর্লোষ্ট্রতৃণেন বা।
প্রতিস্চীনশিরাঃ কুর্য্যাৎ শকৃন্মূত্রবিসর্জ্জনে॥ ৩৫
ছায়াকূপনদীগোষ্ঠে চৈত্যাম্ভঃ পথি ভস্মসু।
অগ্নৌ চৈব শ্মশানে চ বিণ্মূত্রে ন সমাচরেৎ॥ ৩৬
ন গোময়ে ন কুড্যে বা ন গোষ্ঠে নৈব শাদ্বলে।
ন তিষ্ঠন্ বা ন নির্ব্বাসা ন চ পর্ব্বতমস্তকে॥ ৩৭
ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন।
ন সসত্ত্বেষু গর্ত্তেষু ন চ গচ্ছন্ সমাচরেৎ॥ ৩৮
তুষাঙ্গারকপালেষু রাজমার্গে তথৈব চ।
ন ক্ষেত্রে ন বিলে চাপি ন তীর্থে ন চতুষ্পথে॥ ৩৯
নোদ্যানোপসমীপে বা নোষরে ন পরাশুচৌ।
ন সোপানৎকপাদশ্চ চ্ছত্রী বর্ণান্তরীক্ষকে॥ ৪০
ন চৈবাভিমুখে স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণয়োর্গবাম্।
ন দেবদেবালয়য়োর্নাপামপি কদাচন॥ ৪১
নদীজ্যোতীংষি বীক্ষিত্বা তদ্বাহ্যাভিমুখোঽপি বা।
প্রত্যাদিত্যং প্রত্যনিলং প্রতিসোমং তথৈব চ॥ ৪২

আহৃত্য মৃত্তিকাং কুর্য্যাল্লেপগন্ধাপকর্ষণম্
কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ শৌচং বিশুদ্ধৈরুদ্ধৃতোদকৈঃ॥ ৪৩
নাহরেন্মৃত্তিকাং বিপ্রঃ পাংশুলাং ন চ কর্দ্দমাৎ।
ন মার্গান্নোষরাদ্দেশাচ্ছৌচশিষ্টাং পরস্য চ॥ ৪৪
ন দেবায়তনাৎ কূড্যাদ্গ্রামান্ন তু কদাচন।
উপস্পৃশেত্ততো নিত্যং পূর্ব্বোক্তেন বিধানতঃ॥ ৪৫
ভারব্যাহৃতিগায়ত্র্যা বর্ণনামেরণৈঃ ক্রমাৎ।
তন্মন্ত্রিতং পিবেদ্‌যস্তু মন্ত্রাচমনমীরিম্॥ ৪৬
গায়ত্র্যাচমনেনাথ শ্রুত্যাচমনমীরিততম্॥ ৪৭

ইত্যৌশনসস্মৃতৌ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এবং দেহাদিভির্যুক্তঃ শৌচাচারসমন্বিতঃ।
আহৃত্যাধ্যয়নং কুর্য্যাদ্বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্॥ ১
নিত্যমুদ্যতপাণিশ্চ সন্ধ্যাচারসমন্বিতঃ।

করিবে। রাত্রিতে দক্ষিণ-মুখ হইয়া করিবে। ২৮—৩৪। কাষ্ঠ, পত্র, লোষ্ট্র বা তৃণ দ্বারা ভূমিকে আচ্ছাদিত করিয়া অবনতমস্তকে ঐ ভূমিতে বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিবে। ছায়া, কূপ, নদী, গাভীযুত গোষ্ঠ, চৈত্য (যজ্ঞস্থান) জল, পথ, অগ্নি এবং শ্মশানে বিষ্ঠা-মূত্র ত্যাগ করিবে না; বিষ্ঠামূত্রত্যাগ কখনই গোময়ে করিবে না, ভিত্তির উপর করিবে না; গাভীশূন্য গোষ্ঠে করিবে না; শাদ্বলস্থানে করিবে না; দাঁড়াইয়া করিবে না; উলঙ্গ হইয়া করিবে না; পর্ব্বতের উপর করিবে না; জীর্ণ অর্থাৎ শূন্য দেবালয়ে করিবে না; বল্মীক স্তূপে করিবে না; প্রাণিযুক্ত গর্ত্তের মধ্যে করিবে না; গমন করিতে করিতে করিবে না, তুষ, অঙ্গার ও নরকপালে করিবে না; রাজপথে করিবে না; কালাকৃষ্ট ক্ষেত্রে করিবে না; প্রয়োজনীয় গর্ত্তে করিবেনা; তীর্থে অর্থাৎ জলসমীপে এবং তীর্থস্থানে ও চতুষ্পথে করিবে না; উদ্যানসন্নিহিত স্থানে করিবে না; উষরস্থানে করিবে না; পরকীয় বিষ্ঠাদি অশুচি দ্রব্যের উপর করিবে না; জুতা পায়ে দিয়া করিবে না; ছাতি মাথায় দিয়া করিবে না, আকাশ-উদ্দেশে করিবে না; স্ত্রীলোক, গুরুজন, ব্রাহ্মণ এবং গাভীর সম্মুখে করিবে না; দেবতা ও দেবালয়-সম্মুখে করিবে না, জলসম্মুখে করিবে না; নদী বা অগ্নি-নক্ষত্রাদি-জ্যোতিঃ অবলোকন করত করিবে না; নদী প্রভৃতির দিকে অভিমুখ বা বহির্দ্দেশাভিমুখ হইয়া করিবে না। সূর্য্য লক্ষ্য করিয়া বায়ু লক্ষ্য করিয়া ও চন্দ্র লক্ষ্য করিয়া করিবে না। অতন্দ্রিত হইয়া মৃত্তিকা আহরণ-পূর্ব্বক ঐ মৃত্তিকা উদ্ধৃত এবং বিশুদ্ধ জলদ্বারা গন্ধ-লেপ দূরীকৃত হওয়া পর্য্যন্ত শৌচ করিবে। ব্রাহ্মণ ধূলিবহুল মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, কর্দ্দম হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, পথ হইতে মৃত্তিকা অপ-হরণ করিবে না; উষরদেশ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, অপরের শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, দেবালয় হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না ও ভিত্তি (দেয়াল) হইতে বা গ্রাম হইতে কখনই মৃত্তিকা আহরণ করিবে না; অনন্তর নিত্য পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে আচমন করিবে। প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রীর বর্ণসমূহ ক্রমশঃ উচ্চারণপূর্ব্বক, মন্ত্রপূত জলপান করার নাম মন্ত্রাচমন, ইহা কথিত হইয়াছে। এই গায়ত্র্যাচমন-কথন দ্বারা শ্রুত্যাচমন বলা হইল। ৩৫—৪৭।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

এইরূপ শৌচাচারপরায়ণ ও দেহাদি বিষয়যুক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহ, বাক্য বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মনকে সং-যত করিয়া গুরুর মুখ অবলোকন করত যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিবে। সর্ব্বদা উত্তরীয় মধ্য হইতে দক্ষিণ

আস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাভিমুখং গুরোঃ ॥ ২
প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
আসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ ন পরাঙ্মুখঃ ॥ ৩
নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্ব্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ ॥ ৪
নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষণচেষ্টিতম্ ॥ ৫
গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং পরিতোঽন্যতঃ ॥ ৬
দূরস্থো নার্চ্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ।
ন চৈবাস্যোত্তরং ব্রূয়ান্ন তেনাসীত সন্নিধৌ ॥ ৭
উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽপ্যাহরেৎ সদা।
মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বৈ সমাচরেৎ ॥ ৮
নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রামেদাসনং তস্য চ্ছায়ামপি কদাচন। ৯
দন্তকাষ্ঠাদিকং লব্ধা ন চাস্য বিনিবেদয়েৎ।
অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ন স্বপ্রিয়হিতে রতঃ ॥ ১০
ন পাদৌ স্থাপয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন।
জৃম্ভিতং হসিতঞ্চৈব ক্ষবকং প্রাবরং তথা ॥ ১১
বর্জ্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যং নখস্ফোটনমেব চ।
যথাকালমধীয়ীত যাবন্ন বিমনা গুরুঃ ॥ ১২
আসনাদৌ গুরোঃ কূর্চ্চে ফলকে বা সমাহিতঃ
আসনে শয়নে পানে ন চ তিষ্ঠেৎ কথঞ্চন।
ধাবন্তমনুধাবেত গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি ॥ ১৩
গজো ষ্ট্রযানপ্রাসাদপ্রস্তরেষু কটেষু চ।
আসীত গুরুণা সার্দ্ধং শিলাফলতলেষু চ ॥ ১৪
জিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ সততং বশ্যাত্মাক্রোধনঃ শুচিঃ।
প্রযুঞ্জীত সদা বাচং মধুরাং হিতভাষিণীম্ ॥ ১৫
গন্ধমাল্যে রসং কন্যাং সূক্ষ্মপ্রাণিবিহিংসনম্।
অভ্যঙ্গঞ্চাঞ্জনোপানচ্ছত্রধারণমেব চ ॥ ১৬
কামং ক্রোধং ভয়ং নিদ্রাং গীতবাদিত্রনর্ত্তনম্।

বাহু বহিষ্কৃত করিয়া রাখিবে, সন্ধ্যোপাসনাতৎপর, সদাচারসম্পন্ন ঐ ব্যক্তি "আস্যতাং" উপবেশন কর, এইরূপ গুরুর আজ্ঞা পাইয়া গুরুসম্মুখে উপবেশন করিবে। গুরুর আজ্ঞা পালনে স্বীকার বা গুরুর সহিত সম্ভাষণ, শয়ান থাকিয়া আসনোপবিষ্ট থাকিয়া, ভোজননিরত থাকিয়া, দণ্ডায়মান থাকিয়া এবং পরাঙ্মুখ হইয়া করিবে না। গুরুসমীপে ইহার (শিষ্যের শয্যা এবং আসন—গুরুর শয্যাসন অপেক্ষা নিম্ন হইবে। গুরুর দৃষ্টিপাতযোগ্য স্থানে সাবধান হইয়া উপবেশন করিবে। ইচ্ছামত উপবেশন করিবে না। গুরুর অসাক্ষাতেও এই গুরুর নাম উপাধ্যায় আচার্য্যাদি উপপদ না দিয়া উচ্চারণ করিবে না এবং ইহাঁর (গুরুর) গমন কথনাদি চেষ্টার অনুকরণ করিবে না। যে স্থানে গুরুর যথার্থ দোষ বা অযথার্থ দোষ কীর্ত্তিত হয়, (শিষ্য) সেস্থানে থাকিলে, কর্ণে অঙ্গুলি দিবে, অথবা সেস্থান হইতে অন্য যেদিকে হয়, গমন করিবে। দূরস্থ হইয়া অপরের দ্বারা ইহাঁকে (গুরুকে) অর্চ্চনা করিবে না; ক্রুদ্ধ হইয়া অর্চ্চনা করিবে না; লোকের সমীপে পূজা করিবে না; ইহাঁর সহিত উত্তরপ্রত্যুত্তর করিবে না; এবং ইনি সন্নিহিত হইলে উপবেশন করিয়া থাকিবে না। প্রত্যহ জলপূর্ণ কুম্ভ, কুশ, পুষ্প এবং সমিধ্ আহরণ করিবে এবং প্রত্যহ আবশ্যক হইলেই (শৌচার্থ) অঙ্গমার্জ্জন ও মৃত্তিকাদি দ্বারা অঙ্গ লেপন করিবে। ইহাঁর (গুরুর) পরিত্যক্ত পুষ্পাদি, শয্যা, পাদুকা (খড়ম) ও উপানহ (জুতা), তাঁহার আসন এবং ছায়া—কদাপি আক্রমণ করিবে না। দন্তকাষ্ঠাদি প্রাপ্ত হইয়া ইহাঁকে আর নিবেদন করিতে হইবে না, অনুমতি না লইয়া কোন স্থানে গমন করিবে না এবং গুরুর অপ্রিয়কার্য্য ও অহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইবে না। ১—১০। ইহাঁর নিকটে কখনই পাদদ্বয় স্থাপিত করিবে না; জৃম্ভণ, হাস্য, ক্ষুত (হাঁচি) ও প্রাবর পরিত্যাগ করিবে না। গুরুসন্নিধানে নখস্ফোটন অকর্ত্তব্য। যতক্ষণ গুরু অধ্যাপনকার্য্য হইতে বিরত না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, যথাকালে অধ্যয়ন করিবে। কোনরূপেই গুরুর আসনে, গুরুশয্যায়, গুরুর যানে অবস্থান করিবে না। গুরু শীঘ্র গমন করিলে শিষ্যও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ শীঘ্র গমন করিবে। গুরু গমন করিলে শিষ্যও তাঁহার অনুগমন করিবে। হস্তী, উষ্ট্রযান, গবাদিযান, প্রাসাদ, প্রস্তর, শকট, শিলা ও ফলকতল অর্থাৎ দারুঘটিতদীর্ঘাসন এই সকল স্থানে গুরুর সহিত একত্র উপবেশন করিতে পারিবে। সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় হইবে; আত্মাকে (মনকে) বশীভূত করিবে। ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে, পবিত্র থাকিবে এবং সর্ব্বদা হিতজনক সুমধুর বাক্য প্রয়োগ করিবে। গন্ধদ্রব্যের অনুলেপনাদি, মাল্যধারণ, রস অর্থাৎ গুড়াদি ভক্ষণ, স্ত্রীসম্ভোগ, সূক্ষ্ম অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর অনস্থি প্রাণীদিগেরও হিংসা, অভ্যঙ্গ, অঞ্জন, উপানহপরিধান, ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রাধিক্য, গীত, বাদ্য, নৃত্য,

দ্যূতং জনপরীবাদং স্ত্রীপ্রেক্ষালাপনং তথা ॥ ১৭
পরোপতাপপৈশুন্যং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।
উদকুম্ভং সুমনসো গোশকৃন্মৃত্তিকান্ কুশান্ ॥ ১৮
আহরেদ্‌যাবদন্থানি ভৈক্ষঞ্চাহরহশ্চরেৎ।
তথৈব লবণং সর্ব্বং ভক্ষ্যং পর্য্যুষিতং নয়েৎ ॥ ১৯
অনন্তদর্শী সততং ভবেদ্গীতাদিনিঃস্পৃহঃ।
নাদর্শঞ্চৈব বীক্ষেত ন চরেদ্দন্তধাবনম্ ॥ ২০
একান্তমশুচিঃ স্ত্রীভিঃ শূদ্রাদ্যৈরভিভাষণম্।
গুরূচ্ছিষ্টং ভেষজার্থং ন প্রযুঞ্জীত কামতঃ ॥ ২১
মলাপকর্ষণং স্নানং নাচরেদ্ বৈ কদাচন।
ন চাতিস্থষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ ॥ ২২
বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যবৃত্তিঃ স্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎসু বা ধর্ম্মং হিতঞ্চোপদিশৎস্বয়ম্ ॥ ২৩
শ্রেয়ঃসু গুরুবদ্‌বৃত্তির্নিত্যমেবং সমাচরেৎ।
গুরুপত্নীষু শূদ্রেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু ॥ ২৪
বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মসু।
অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতো গুরুবন্মানমর্হতি ॥ ২৫
উৎসাদনং বৈ গাত্রাণাং স্নানঞ্চোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্‌গুরুপুত্রস্য পাদয়োঃ শৌচমেব চ ॥ ২৬
গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাশ্চ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ ॥ ২৭
অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্ ॥ ২৮
গুরুপত্নী চ যুবতী নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
কুর্ব্বীত বন্দনং ভূম্যামসাবহমিতি ব্রুবন্ ॥ ২৯
বিপ্রস্য পাদগ্রহণমন্বহঞ্চাভিবাদনম্।
গুরুদারেষু কুর্ব্বীত সদা ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ৩০
মাতৃস্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূশ্চাপি পিতৃস্বসা।
সম্পূজ্যা গুরুপত্নী চ সমাস্তা গুরুভার্য্যয়া ॥ ৩১
ভ্রাতৃভার্য্যোপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধিযোষিতঃ।
পিতুর্ভগিন্যা মাতুশ্চ জায়ায়াঞ্চ স্বসর্য্যপি ॥ ৩২
মাতৃবদ্‌বৃত্তিমাতিষ্ঠেন্মাতা তেভ্যো গরীয়সী।

দ্যূতক্রীড়া, পরনিন্দা, অনুরাগসহকারে স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত ও স্পর্শ, পরানিষ্টসাধন এবং খলতা—যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। জলপূর্ণকুম্ভ, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা এবং কুশ নিজের প্রয়োজনানুসারে আহরণ করিবে এবং প্রত্যহ লবণ ও পর্য্যুষিত দ্রব্য ভিন্ন সকল ভক্ষ্য (ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত খাদ্য) ভিক্ষা করিবে। (মূলে "যাবদন্থানি" স্থলে যাবদর্থানি" ও "নয়েৎ" স্থলে " ন যৎ হইবে।) সর্ব্বদা অন্তদর্শী হইবে। গীতবাদ্যাদিতে স্পৃহাশূন্য হইবে। দর্পণে মুখাদি অবলোকন করিবে না, দন্তধাবন করিবে না, অত্যন্ত অশুচি ব্যক্তি, স্ত্রীলোক এবং শূদ্র প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ করিবে না, জ্ঞানপূর্ব্বক ঔষধার্থ গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না। মলাকর্ষণ স্নান কদাচ করিবে না। গুরুগৃহস্থিত শিষ্য, গুরুর নিয়োগ না পাইলে স্বীয়মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনকে অভিবাদন করিবে না। ১১—২০। উপাধ্যায়াদি বিদ্যাগুরু ও পিতৃব্যাদি স্বযোনিগণের প্রতিও এইরূপ নিয়মিত ব্যবহার-সম্পন্ন হইবে এবং অধর্ম্মনিবারক ব্যক্তি ও হিতোপদেশক ব্যক্তির প্রতিও ঐরূপ হইবে। গুরুতে যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, বিদ্যা-শ্রেষ্ঠ তপঃ-শ্রেষ্ঠ—ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের গুরুপত্নীর গুরু-পুত্রের এবং গুরুর পিতৃব্যাদি বন্ধুর প্রতি সেইরূপ-ব্যবহারসম্পন্ন হইয়া যথাকর্ত্তব্য আচরণ করিবে। গুরুপুত্র যদি অধিকবয়স্ক এবং আপনার শিষ্য না হয়, তবেই এই নিয়ম বয়ঃকনিষ্ঠ বা সম-বয়স্ক শিষ্য গুরুপুত্র, শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করার পর ঋত্বিক্ হইয়াই হউক বা ঋত্বিক্ না হইয়াই হউক যজ্ঞকার্য্যে উপস্থিত হইলেই গুরুবৎ সম্মান লাভ করিবে; কিন্তু গুরুপুত্রের গায়ে হরিদ্রাদি মাখাইয়া দেওয়া, স্নান করান, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ এবং পাদপ্রাক্ষালন করিয়া দেওয়া অকর্ত্তব্য। সবর্ণ-গুরুপত্নীগণ সর্ব্বতোভাবে গুরুবৎ মাননীয়। আর অসবর্ণা গুরুপত্নীগণকে প্রত্যুত্থানাভিবাদন দ্বারা সম্মান করিবে। তবে তৈল মাখাইয়া দেওয়া, স্নান করান, গাত্রে হরিদ্রাদি মাখান এবং কেশপ্রসাধন,—গুরুপত্নীর এই সকল কার্য্য করা নিষিদ্ধ। যুবাশিষ্য যুবতী গুরুপত্নীর পাদগ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিবে না, কিন্তু "অসাবহং" অর্থাৎ অমুকশর্ম্মা আমি আপ-নাকে ভূমিতে অভিবাদন করিতেছি বলিয়া ভূমিতে মস্তক রাখিবে (যুবাদিগের পক্ষে যুবতী গুরুপত্নী-দিগকে এইরূপ অভিবাদন করাই উচিত)। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া যুবা শিষ্য সর্ব্বদা ধর্ম্মস্মরণ করত গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ করিবে ও প্রত্যহ ভূমিতে অভিবাদন করিবে। মাতৃস্বসা, মাতুলানী, শ্বশ্রূ, পিতৃ-ষ্বসা এবং অন্যান্য গুরুজন-পত্নীও পূজ্যা, কেননা তাঁহারাও গুরুপত্নীর তুল্য। ২১—৩১। ভ্রাতৃ-জায়ার পাদগ্রহণপূর্ব্বক নমস্কার প্রত্যহ কর্ত্তব্য। প্রবাস হইতে আসিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্বন্ধজ্যেষ্ঠ জ্ঞাতিপত্নীকে এবং মাননীয় সম্পর্কিত ব্যক্তির পত্নীকেও ঐরূপ অভিবাদন করিবে। পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, পিতৃপত্নী (বিমাতা) এবং জ্যেষ্ঠ

এব[illegible]স্তং সদাহিতম্ ॥ ৩৩
বেদং ধর্ম্মং পুরাণঞ্চ তথা তত্ত্বানি নিত্যশঃ।
সংবৎসরোষিতে শিষ্যে গুরুর্জ্ঞানং বিনির্দ্দিশেৎ ॥৩৪
হরতে দুষ্কৃতং তস্য শিষ্যস্য বৎসরে গুরুঃ।
আচার্য্যপুত্রঃ শুশ্রূষুর্জ্ঞানদো ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ ॥ ৩৫
আপ্তঃ শক্তোঽর্থদঃ সাধুঃ সোঽধ্যাপ্যা দশ ধর্ম্মতঃ।
কৃতজ্ঞশ্চ তথাদ্রোহী মেধাবী শুভকৃন্নরঃ ॥ ৩৬
প্রাপ্য বিপ্রোঽপ্যবিধিবৎ ষড়ধ্যাপ্যা দ্বিজোত্তমৈঃ।
এতেষু ব্রহ্মণো দানমন্যত্র ন যথোদিতম্ ॥ ৩৭
আচম্য সংযতো নিত্যমধীয়ীত উদঙ্মুখঃ।
উপসংগৃহ্য তৎপাদৌ বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্ ॥ ৩৮
অধীষ্ব ভো ইতি ব্রূয়াদ্‌বিরামোঽস্ত্বিতি বাচয়েৎ।

ভগিনীর উপরেও মাতৃবৎ ব্যবহার করা বিধি ফলতঃ মাতা তাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শিষ্য এক বৎসর গুরুর গৃহে বাস করিলে পর গুরু তাহাকে এইরূপ আচারসম্পন্ন মনস্বী এবং সর্ব্বদা হিতকারী জানিতে পারিয়া উহাকে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিবেন। গুরু এক বৎসরে সেই শিষ্যের সমস্ত দুষ্কার্য্য অপনোদন করেন, এই জন্য একবৎসর বিনা অধ্যয়নে গুরুগৃহে বাস করিতে হয়। আচার্য্যপুত্র শুশ্রূষু, জ্ঞানদ অর্থাৎ যিনি অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞান দিয়াছেন, ধার্ম্মিক, শৌচসম্পন্ন, আত্মীয়, শক্ত (শাস্ত্রধারণা করিতে সমর্থ), ধনদাতা, সাধুব্যক্তি এবং জ্ঞাতি এই দশ-বিধ ব্যক্তিকে ধর্ম্মতঃ অধ্যাপনা করিবে; কৃতজ্ঞ, অদ্রোহী, মেধাবী ও শুভকারী ক্ষত্রিয় (১), তাদৃশ বৈশ্য (২), কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ (৩), অদ্রোহী ব্রাহ্মণ (৪), মেধাবী ব্রাহ্মণ (৫) এবং শুভকারী ব্রাহ্মণ (৬) দ্বিজোত্তমগণ এই ষড়্‌বিধ ব্যক্তিকেও অধ্যাপিত করিবেন; অধিক কি বিধিবৎ না হইলেও অর্থাৎ অন্যের নিকট উপনীত হইলেও আচার্য্যপুত্রাদি ষোড়শবিধ ব্যক্তির মধ্যে যে কেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাঁহাকে অধ্যাপনা করিতে হইবে। বেদশিক্ষা প্রদান করা ইহাদিগকেই কর্ত্তব্য, অন্যকে বেদশিক্ষা দেওয়া উচিত বলিয়া কথিত হয় নাই। প্রত্যহ আচমনপূর্ব্বক সংযত ও উত্তরমুখ হইয়া গুরুর মুখাবলোকন করত অধ্যয়ন করিবে এবং অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গুরুর পাদগ্রহণ করিবে। গুরু, শিষ্যকে "অধীষ্ব ভো" অর্থাৎ অহে অধ্যয়ন কর—বলিবে (তৎপর শিষ্য অধ্য-

প্রাক্কূলেষু সমাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিতঃ ॥ ৩৯
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূর্ব্বং তথাচোঙ্কারমর্হতি।
ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদন্তে চ বিধিবদ্‌দ্বিজঃ ॥ ৪০
কুর্য্যাদধ্যয়নং নিত্যং ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতস্থিতিঃ।
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনঃ ॥ ৪১
অধীতে বিধিবন্নিত্যং ব্রহ্মণ্যাচ্চ্যবতেঽন্যথা।
যোঽধীয়ীত ঋচো নিত্যং ক্ষীরাহুত্যা স দেবতাঃ ॥৪২
প্রীণাতি তর্পয়ন্ত্যেনং কামৈস্তৃপ্তাঃ সদৈব হি।
যজুর্যোঽধীতে সততং দধ্না প্রীণাতি দেবতাঃ ॥ ৪৩
সামান্যধীতে প্রীণাতি ঘৃতাহুতিভিরন্বহম্।
অথর্ব্বাঙ্গিরসো নিত্যমধ্যাৎ প্রীণাতি দেবতাঃ ॥ ৪৪
ধর্ম্মাঙ্গানি পুরাণানি মীমাংসেস্তৃপ্যতে সুরান্।
অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যকং বিধিমাশ্রিতঃ ॥ ৪৫
গায়ত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ।
সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাপরাম্ ॥ ॥ ৪৬
গায়ত্রীং বৈ জপেন্নিত্যং জপশ্চ ত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

য়নারম্ভ করিবে)। অনন্তর 'বিরামোঽস্তু' অর্থাৎ বিরাম হউক ইহা বলিবে; শিষ্যও তখন অধ্যয়ন সমাপ্তি করিবে। উপনীত বেদাধ্যায়ী শিষ্য প্রাগগ্র কুশাসনে উপবিষ্ট এবং হস্ত দ্বারা কুশধারণে পূত হইয়া অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া পূত হইবে এবং ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। অধ্যয়নান্তেও যথাবিধি ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইয়া প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন করিবে; কেননা সকল ভূতেরই বেদ অবিনশ্বর চক্ষু। ৩২—৪১। প্রত্যহ যথাবিধি অধ্যয়ন করিবে অন্যথা ব্রহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করে, সে দেবতাদিগকে ক্ষীরাহুতি দ্বারা তৃপ্ত করে। তৃপ্তিযুক্ত দেবতাগণও সেই অধ্যয়নকারীকে সর্ব্বদা অভীষ্টপূরণ দ্বারা তর্পিত করেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করে, সে প্রত্যহ দেবতাদিগকে দধি দ্বারা প্রীত করে। যে ব্যক্তি সামবেদ অধ্যয়ন করে, সে দেবতাদিগকে ঘৃতাহুতি দ্বারা প্রীত করে। প্রত্যহ আথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিলেও দেবগণ তৃপ্ত হন। ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও মীমাংসা অধ্যয়নেও দেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন। বিশেষ অশক্ত হইলে প্রত্যহ সংযত হইয়া, একাগ্রচিত্তে জলসমীপে বা অরণ্যে গমন করিয়া অন্ততঃ গায়ত্রী পাঠও করিবে; সহস্রগায়ত্রী জপ উৎকৃষ্ট; শত গায়ত্রী জপ মধ্যম এবং দশধা গায়ত্রীজপ অধম—শক্তি অনুসারে

গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া তুলয়ন্ প্রভুঃ ॥ ৪৭
একতশ্চতুরো বেদান্ গায়ত্রীঞ্চ তথৈকতঃ।
ওঙ্কারমাদিতঃ কৃত্বা ব্যাহৃতীস্তদনন্তরম্ ॥ ৪৮
ততোঽধীয়ীত একাগ্রং শ্রিয়া পরময়ান্বিতঃ।
অধ্যাপয়েত্তু একাগ্রং গায়ত্রীপরয়া ধিয়া ॥ ৪৯
পুরাকল্পে সমুৎপন্না ভূর্ভুবঃস্বর্গনামতঃ।
মহাব্যাহৃতয়স্তিস্রঃ সর্ব্বাশুভনিবর্হণাঃ ॥ ৫০
প্রধানং পুরুষঃ কালো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সত্ত্বং রজস্তমস্তিস্রঃ কামা ব্যাহৃতয়স্ত্রয়ঃ ॥ ৫১
ওঙ্কারস্তৎ পরং ব্রহ্ম গায়ত্রী স্যাত্তদক্ষরম্।
এবং মন্ত্রো মহাযোগসাক্ষাৎসার উদাহৃতঃ ॥ ৫২
যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্।
বিজ্ঞায়ার্থং ব্রহ্মচারী স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৩
ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্বিজ্ঞানমুচ্যতে।
শ্রাবণস্য তু মাসস্য পৌর্ণমাস্যাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৪
আষাঢ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বা বেদোপক্রমণং স্মৃতম্
উৎসৃজ্য গ্রামনগরং মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধপঞ্চমান্ ॥ ৫৫

প্রত্যহ এক প্রকার গায়ত্রীজপ করিবেই এবং এই গায়ত্রীজপ তিনবার অর্থাৎ ত্রৈকালিক। প্রভু ব্রহ্মা তুলাদণ্ড দ্বারা গায়ত্রী ও চতুর্ব্বেদের মধ্যে একদিকে চার বেদ ও অপরদিকে গায়ত্রীকে ওজন করিয়াছিলেন অর্থাৎ এক গায়ত্রী চারবেদের তুল্য। প্রথমে ওঙ্কার তদনন্তর ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) উচ্চারণ করিয়া একাগ্রমনে গায়ত্রী পাঠ করিবে। তদ্দ্বারা পরম সৌভাগ্যসম্পন্ন হইবে। গুরু গায়ত্রীপর বুদ্ধি দ্বারা অর্থাৎ গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করত অধ্যাপনা করিবে। তিন ব্যাহৃতিই প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর; এবং ভূত, ভাবষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কাল। কল্পারম্ভে ভূঃ ভুব স্বঃ নামে, নিখিল-অশুভবিনাশী তিন মহাব্যাহৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ওঙ্কার,—সেই পরমব্রহ্ম; গায়ত্রীও সেই অক্ষরব্রহ্ম, এই মন্ত্র (গায়ত্রীমন্ত্র) মহাযোগ (অসম্প্রজ্ঞাতযোগ) সাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৪৩—৫২। যে ব্রহ্মচারী প্রতিদিন অর্থজ্ঞানপূর্ব্বক এই বেদমাতা গায়ত্রী অধ্যয়ন করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। গায়ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জপ্য আর নাই—ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী, আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসী অথবা ভাদ্রমাসের পৌর্ণমাসীতে বেদোপক্রমণ অর্থাৎ বেদারম্ভের পূর্ব্বকর্ত্তব্য

অধীয়ীত শুচৌ দেশে ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্য্যাদ্বহিরুৎসর্জ্জনং দ্বিজাঃ ॥ ৫৬
মাঘে বা মাসি সম্প্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্নে প্রথমেঽহনি।
ছন্দাংস্যূর্দ্ধমধীয়ীত শুক্লপক্ষে তু বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৫৭
বেদাঙ্গানি পুরাণং বা কৃষ্ণপক্ষে তু মানবঃ।
ইমান্নিত্যমনধ্যায়ানধীয়ানো বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৮
অধ্যাপনঞ্চ কুর্ব্বাণ অধ্যেষ্যন্নপি যত্নতঃ।
কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবা পাংশুসমূহনে ॥ ৫৯
বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষাসু মহোল্কানাঞ্চ পাতনে।
আকালিকমনধ্যায়মেতেষ্বেব প্রজাপতিঃ ॥ ৬০
এতাংস্ত্বভ্যুদিতান্ বিদ্যাদ্যদা প্রাদুষ্কৃতাগ্নিষু।
তদা বিদ্যাদনধ্যায়মনৃতৌ চাভ্রদর্শনে ॥ ৬১

উপাকর্ম্মনামক কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, ইহা স্মৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ অর্দ্ধ পঞ্চমাস অর্থাৎ সাড়ে চারমাস কাল শুচিদেশে সমাহিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় বেদাধ্যয়ন করিবে। হে দ্বিজগণ! অনন্তর পুষ্যা নক্ষত্রে গ্রাম ও নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক বহির্ভাগে গমন করিয়া বেদ সকলের উৎসর্গাখ্য কর্ম্মবিশেষ করিবে। যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসের পৌর্ণমাসীতে উপাকর্ম্ম করিবে, সে মাঘ মাসের (শুক্লপক্ষীয়) প্রথম দিন পূর্ব্বাহ্নে (উৎসর্গাখ্য কর্ম্মবিশেষ) করিবে। হে দ্বিজগণ! ইহার পর মনুষ্য (দ্বিজ) কেবল শুক্লপক্ষে বেদাধ্যয়ন করিবে এবং কৃষ্ণপক্ষে বেদাঙ্গ (শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টী) কিংবা পুরাণ অধ্যয়ন করিবে। এই সকল অনধ্যায়কালে অধ্যয়নকর্ত্তা, অধ্যাপনকর্ত্তা এবং যে অধ্যয়ন করিবে, ইহারা যত্নপূর্ব্বক ইহা অবশ্য পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ এই কালে কদাচ অধ্যয়ন করিবে না। রাত্রিকালে অতিশয় শব্দজনক বায়ুবহন, দিবসে ধূলিপটলের উৎসারণসমর্থ-বায়ুবহন (ইহা বর্ষাকালে অনধ্যায়জনক); বিদ্যুৎস্ফুরণ, মেঘগর্জ্জন ও বর্ষণের এককালে মহোল্কাপতন এই সকল বিষয়েই আকালিক অনধ্যায় প্রজাপতি বলিয়াছেন। যখন প্রাদুষ্কৃতাগ্নি সময়, অর্থাৎ স্বায়ংপ্রাতঃ সন্ধ্যাকালে সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা হোমার্থ অগ্নি প্রজ্বালিত করেন, এইজন্য সেই সময়ের নাম প্রাদুষ্কৃতাগ্নি। এই বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে যখন যুগপৎ উত্থিত হইতে দেখিবে, (বর্ষাকালে) তখনই অনধ্যায় জানিবে (বর্ষাকালে অন্য সময় বিদ্যুদাদি হইলে অনধ্যায় হইবে না, এবং অনৃতুসময় অর্থাৎ বর্ষাতিরিক্ত সময়ে সায়ংপ্রাতঃসন্ধ্যাকালে, মেঘদর্শন হইলেই অনধ্যায়

নির্ঘাতে বাতচলনে জ্যোতিষাঞ্চোপসর্পণে।
এতানাকালিকান্ বিদ্যাদনধ্যায়ানৃতাবপি ॥ ৬২
প্রাদুষ্কৃতেষ্বগ্নিষু চ বিদ্যুৎস্তনিতনিস্বনে।
সজ্যো হি স্যাদনধ্যায়মনৃতৌ মুনিরব্রবীৎ ॥ ৬৩
নিত্যানধ্যায় এব স্যাদ্‌গ্রামেষু নগরেষু চ।
কর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধে চ নিত্যশঃ ॥ ৬৪
অন্ত্যানাং সঙ্গতে গ্রামে * বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।
অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ ॥ ৬৫
উদয়ে মধ্যরাত্রে চ বিণ্মূত্রে চ বিসর্জ্জয়েৎ।
উচ্ছিষ্টশ্রাদ্ধভুক্ চৈব মনসা ন বিচিন্তয়েৎ ॥ ৬৬
প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বানেকোদ্দিষ্টস্য কেতনম্।
ত্র্যহং ন কীর্ত্তয়েদ্‌ব্রহ্মরাজ্ঞো রাহোশ্চ সূতকে ॥ ৬৭

হইবে।) নির্ঘাত অর্থাৎ উৎপাতসূচক আকাশভব শব্দ, ভূকম্প, চন্দ্র, সূর্য্য ও তারাদির উপসর্জ্জন—এই সকল কারণে ঋতুকালেও অর্থাৎ বর্ষাকালেও আকালিক অনধ্যায় হইবে, ইহা জানিবে। ৫৩—৬২। বর্ষাতিরিক্ত ঋতুতে, অগ্নি প্রাদুষ্কৃত হইলে অর্থাৎ সায়ং প্রাতঃসন্ধ্যাসময়ে বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন হইলে সদ্যঃ অর্থাৎ এক দিন মাত্র—সায়ংকালে হইলে সমস্ত রাত্রি ও প্রাতঃকালে হইলে সমস্ত দিন অনধ্যায় হইবে। ইহা মুনি (উশনা) বলিয়াছেন। যাহারা সৎকর্ম্মে (ধর্ম্মের) আতিশয্য কামনা করে, তাহাদিগের গ্রাম ও নগরে নিত্য অনধ্যায়। যাহারা বিদ্যার আতিশয্য কামনা করে, তাহারা কদাচিৎ অধ্যয়ন করিতে পারে। কুৎসিত গন্ধ আসিলে অবশ্যই অনধ্যায় হইবে। যে গ্রামে অন্ত্যজাতি বাস করে, সেই গ্রামে (যে গ্রামের মধ্যে শব আছে বলিয়া জানা যায়, সেই গ্রামে ইহা পাঠান্তরের অর্থ), এবং শূদ্র ও অধার্ম্মিকের সন্নিধানে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ; রোদনশব্দ হইলে বা বহুজনসমাগমেও অনধ্যায়। জলমধ্যে থাকিয়া অধ্যয়ন করিবে না, মধ্যরাত্রি এবং যখন বিণ্মূত্র বিসর্জ্জন করিবে, তৎকালে মন দ্বারাও বেদচিন্তা করিবে না, উচ্ছিষ্ট হইয়া মন দ্বারাও বেদচিন্তা করিবে না; এবং শ্রাদ্ধে পাত্রীয়ান্ন ভোজন করিয়া ভোজনসময় হইতে পরদিন সেই সময় পর্য্যন্ত মন দ্বারাও বেদচিন্তা করিবে না। একোদ্দিষ্ট অর্থাৎ নবশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে; ক্ষত্রিয়জনপদেশ্বরের পুত্র উৎপন্ন

* অন্তর্গত শবে গ্রামে ইতি বা পাঠঃ।

যাবদেকানুদ্দিষ্টস্য লেপো গন্ধশ্চ তিষ্ঠতি।
বিপ্রস্য বিদুষো দেহে তাবদ্‌ব্রহ্ম ন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৬৮
শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বা বৈ বাবসক্থিকাম্।
নাধীয়ীতামিষং জগ্ধ্বা সূতকান্নাদ্যমেব চ ॥ ৬৯
নীহারৈর্ব্বাণশব্দৈশ্চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি ॥
অমাবস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যষ্টমীষু চ ॥ ৭০
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষপণং স্মৃতম্।
অষ্টকাসু চ কুর্ব্বীত ঋত্বন্তাসু চ রাত্রিষু ॥ ৭১
মার্গশীর্ষে তথা পৌষে মাঘে মাসি তথৈব চ।
তিস্রোঽষ্টকাঃ সামাখ্যাতাঃ কৃষ্ণে পক্ষে চ সূরিভিঃ ॥ ৭২
শ্লেষ্মাতকস্য চ্ছায়ায়াং শাল্মলের্মধুকস্য চ।
কদাচিদপি নাধ্যেয়ং কোবিদারকপিত্থয়োঃ ॥ ৭৩
সমানবিদ্যোঽনুমৃতে তথা সব্রহ্মচারিণি।
আচার্য্যে সংস্থিতে বাপি ত্রিরাত্রং ক্ষপণং স্মৃতম্ ॥ ৭৪
ছিদ্রেষ্বেতেষু বিপ্রাণামনধ্যায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
হিংসন্তি রাক্ষসাস্তে চ তস্মাদেতান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭৫

হইলে এবং রাহুসূতকে অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ হইলে, বিদ্বান্ দ্বিজ, তিন দিন বেদাধ্যয়ন করিবে না। একানুদ্দিষ্ট অর্থাৎ নবশ্রাদ্ধে উৎসৃষ্ট কুঙ্কুমাদির গন্ধ বা লেপ, যতদিন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের দেহে থাকিবে, ততদিন বেদাধ্যয়ন করিবে না। শয়ান হইয়া প্রৌঢ়পাদ (আসনে পদতল স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তিকে প্রৌঢ়পাদ বলে।) হইয়া, অবসক্থিকা করিয়া (অর্থাৎ বেটম বাঁধিয়া) বসিয়া, আমিষ ভোজন করিয়া এবং জননমরণাশৌচীয় অন্ন ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করা অকর্ত্তব্য। নীহার (কুজ্‌ঝটিকা) হইলে বা বাণশব্দ—(শরসম্পাত শব্দ বা বীণাবিশেষের শব্দ) হইলে অধ্যয়ন নিষেধ। সায়ংপ্রাতঃ এই উভয় সন্ধ্যা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অষ্টমীতে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গ হওয়ার পর তিন দিন অধ্যয়ন লঙ্ঘন দিবে। ইহা স্মৃত হইয়াছে। অষ্টকাতে অহোরাত্র অনধ্যায় এবং ঋতুশেষে অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে না। অগ্রহায়ণ, পৌষ, ও মাঘ মাসের তিনটী কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীকে পণ্ডিতগণ অষ্টকা বলিয়াছেন। শ্লেষ্মাতক, শাল্মলি, মধুক, কোবিদার ও কপিত্থ—এই সকল বৃক্ষের ছায়ায় কখনই অধ্যয়ন করিবে না। ৬৩—৭৩। সমানবিদ্যা বা সব্রহ্মচারীর মৃত্যু হইলে কিংবা আচার্য্য পরলোকগত হইলে ত্রিরাত্র অধ্যয়ন বাদ দিবে; ইহা স্মৃত হইয়াছে। এই সকল ছিদ্রে বিপ্রদিগের

নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ঃ সন্ধ্যোপাসন এব চ।
উপাকর্ম্মণি কর্ম্মান্তে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি ॥ ৭৬
একামৃচমথৈকং বা যজুঃ সামাথবা পুনঃ।
অষ্টকায়াং স্বধীয়ীত মারুতে চাপি বাপদি ॥ ৭৭
অনধ্যায়ো বিনাশে চ নেতিহাসপুরাণয়োঃ।
ন ধর্ম্মশাস্ত্রেষ্বন্যেষু পর্ব্বণ্যেতানি বর্জ্জয়েৎ ৭৮
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন কীর্ত্তিতো ব্রহ্মচারিণঃ।
ব্রাহ্মণাভিহিতঃ পূর্ব্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৭৯
যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নমনধীত্য শ্রুতিং দ্বিজঃ।
স বৈ মূঢ়ো ন সম্ভাষ্যো বেদবাহ্যো দ্বিজাতিভিঃ ॥৮০
ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্টো বৈ দ্বিজোত্তমঃ।
পাঠমাত্রাবসানস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥ ৮১
যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদান্তং ন বিচারয়েৎ।
স সান্বয়ঃ শূদ্রকল্পঃ স পাদ্যং ন প্রপদ্যতে ॥ ৮২
যদি বাত্যন্তিকং বাসং কর্ত্তুমিচ্ছতি বৈ গুরোঃ।
যুক্তঃ পরিচরেদেনমা শরীরবিমোক্ষণাৎ ॥ ৮৩
গত্বা বনং বা বিধিবজ্জুহুয়াজ্জাতবেদসম্।
অধীয়ীত সদা নিত্যং ব্রহ্মবিদ্যাং সমাহিতঃ ॥ ৮৪
সাবিত্রীং শতরুদ্রীয়ং বেদানাঞ্চ বিশেষতঃ।
অভ্যসেৎ সততং বেদং ভস্মস্নানপরায়ণঃ ॥ ৮৫
বেদং বেদৌ তথা বেদান্ বেদান বৈ চতুরো দ্বিজঃ।
অধীত্য বিধিগম্যার্থং ততঃ স্নায়াদ্দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৮৬
বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
অকুর্ব্বাণঃ পতত্যাশু নিরয়ানতিভীষণান্ ॥ ৮৭
অভ্যসেৎ প্রয়তো বেদং মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ।
কুর্য্যাদ্গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি সন্ধ্যোপাসনমেব চ ॥ ৮৮
নিত্যং স্বাধ্যায়শীলঃ স্যান্নিত্যং যজ্ঞোপবীতকঃ।
সত্যবাদী জিতক্রোধো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৮৯
সন্ধ্যাস্নানরতো নিত্যং ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণঃ।
অনসূয়ো মৃদুর্দ্দান্তো গৃহস্থঃ প্রতিবর্ত্ততে ॥ ৯০

অনধ্যায় কথিত হইয়াছে। ইহাতে অধ্যয়নশীল ব্যক্তিগণকে সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাক্ষসগণ, বিনষ্ট করে; সেইজন্য উক্ত অনধ্যায় বশতঃ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ত্তব্যকার্য্যে—উপাকর্ম্মে—উৎসর্গে, এবং হোমমন্ত্রে অনধ্যায় নাই। অষ্টকা, অতিশয় বায়ুবহন, বা অন্য কোন বিপৎসময়েও একটী ঋগ্বেদীয় মন্ত্র বা একটী যজুর্ম্মন্ত্র অথবা একটী সামমন্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিবে। বেদাঙ্গ অনধ্যায় নাই, ইতিহাস পুরাণে অনধ্যায় নাই, এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রেও অনধ্যায় নাই, তবে পর্ব্বে এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে না। (মূলে "বিনাশে চ" স্থলে "ন চাঙ্গেষু" হইবে।) ব্রহ্মচারীর এই ধর্ম্ম সংক্ষেপে বলিলাম। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিদিগের নিকট ইহা বলিয়াছেন। যে দ্বিজ শ্রুতি অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নে যত্ন করে, সেই বেদবাহ্য মূঢ়ব্যক্তি, দ্বিজগণের সম্ভাষণীয় নহে। দ্বিজগণ কেবল বেদপাঠ করিয়াই আত্মাকে চরিতার্থ ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন না। কারণ, পাঠমাত্রাবসান অর্থাৎ অনুশীলনব্যতীত বেদ, পঙ্কপতিত বৃষভের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ৭৪—৮১। যে ব্যক্তি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিয়া পশ্চাৎ বেদান্ত (উপনিষদ্) আলোচনা না করে, সে সবংশে শূদ্রবৎ হইবে এবং পাদপ্রক্ষালন জল বা প্রাপ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। যদি কেহ গুরুগৃহে আত্যন্তিক বাস অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে (সেই ব্যক্তি) যতদিন শরীর পতন না হয়, ততদিন সাবধানে ইহার (গুরুর) পরিচর্য্যা করিবে। অথবা (গুরু প্রভৃতির অভাবে) বন-গমন-পূর্ব্বক (যথাবিধি) যথাকালে অগ্নিতে আহুতি দিবে। প্রত্যহ ভস্মস্নানপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা বেদাভ্যাস করিবে; বিশেষতঃ একাগ্রচিত্তে বেদের অন্তর্গত ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিপাদক বিদ্যা—গায়ত্রী এবং শতরুদ্রীয় (রুদ্রাধ্যায়) পাঠ করিবে। হে দ্বিজমণ্ডলী! দ্বিজোত্তম (স্ব স্ব শক্তি অনুসারে) এক বেদ, দুই বেদ, তিন বেদ, কিংবা চার বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিধিপূর্ব্বক তাহার অর্থ অবগত হইয়া গুরুদক্ষিণা দানাদির পর (ব্রহ্মচর্য্য-সমাপনসূচক) স্নান করিবে। আলস্যরহিত হইয়া বেদোক্ত নিজ নিজ বর্ণোচিত নিত্যকর্ম্ম করিবে। না করিলে, শীঘ্রই অতি ভীষণ নরকে নিপতিত হইবে। (শীঘ্র শব্দ ব্যবহার করায় জানা যাইতেছে, নিত্যকর্ম্ম না করিলে আয়ুঃক্ষয়ও হইয়া থাকে।) পবিত্র হইয়া বেদাভ্যাস করিবে। পঞ্চ মহাযজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে না; সন্ধ্যোপাসনা এবং গৃহ্যোক্ত সমস্ত কর্ম্ম করিবে। প্রত্যহ স্বাধ্যায়শীল হইবে, সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকিবে। সত্যবাদী হইবে এবং ক্রোধাদি রিপু জয় করিবে। তাহা হইলে সেই ব্রহ্মচারী মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। গৃহস্থ, প্রত্যহ সন্ধ্যারত, স্নানরত, ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ, অসূয়াশূন্য কোমল-

যঃ স্বয়ং নিয়তো ভূত্বা ধর্ম্মপাঠং পঠেদ্দ্বিজঃ।
অধ্যাপয়েচ্ছ্রাবয়েদ্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৯১
প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্যাথ বৈশ্বদেবপুরঃসরম্।
মধ্যাহ্নে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ সম্যগ্‌ ভূতাত্মভাবনঃ॥ ৯২
প্রাঙ্মুখস্তানি ভুঞ্জীত সূর্য্যাভিমুখ এব বা।
আসীনস্ত্বাসনে শুদ্ধে ভূমৌ পাদৌ নিধাপয়েৎ॥ ৯৩
আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্ক্তে ঋতং ভুঙ্ক্তে উদঙ্মুখঃ॥৯৪
পশ্চাৎ স ভোজনং কুর্য্যাদ্ভূমৌ বা তন্নিধাপয়েৎ।
উপবাসেন তত্তুল্যমিত্যেবমুশনাব্রবীৎ॥ ৯৫
উপলিপ্য শুচৌ দেশে পাদৌ প্রক্ষাল্য বৈ করৌ।
আচান্তোঽক্রোধনো নক্তং পশ্চাত্তু ভোজনঞ্চরেৎ॥৯৬
ইহ ব্যাহৃতিভিস্ত্বন্নং পরিধায়োদকেন তু।

প্রকৃতি এবং দান্ত হইলে, সংসার অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। (মূলে "গৃহস্থঃ প্রতি" না হইয়া "গৃহস্থোঽপ্যতি" হইবে।) যে দ্বিজ, সংযত হইয়া স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করে, পাঠ করায় বা শ্রবণ করায় সে ব্রহ্মলোকে আদৃত হইয়া থাকে। উত্তমরূপ আত্মভাবনা করিবার পর বৈশ্বদেব পর্য্যন্ত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নকালে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। ৮২—৯২। পূর্ব্বমুখ বা সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শুদ্ধ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অন্ন ভোজন করিবে, তৎকালে পাদতল ভূমিতে রাখিবে অর্থাৎ আসনে রাখিবে না। (মূলে "প্রাঙ্মুখস্তানি" স্থলে "প্রাঙ্মুখোঽন্নানি" হইবে।) পূর্ব্বমুখ হইয়া ভোজন করিলে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়, দক্ষিণমুখ হইয়া ভোজন করিলে যশোবৃদ্ধি হয়, পশ্চিমমুখ হইয়া ভোজন করিলে শ্রীবৃদ্ধি হয়, উত্তরমুখ হইয়া ভোজন করিলে সত্যবাদিতার ফল লাভ করে। (মনু এই বচনটী ব্রহ্মচর্য্য প্রকরণে বলিয়াছেন বলিয়া এই নিয়ম ব্রহ্মচারীর পক্ষে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রথম অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকোক্ত নিয়ম গৃহস্থের পক্ষে জানিবে।) গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদিভোজনের পর স্বয়ং ভোজন করিবে এবং ভোজনাবশিষ্ট বস্তু ভূমিতে স্থাপিত করিবে অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট বস্তু কাহাকেও দিবে না। এতাদৃশ ভোজন উপবাসের সদৃশ অর্থাৎ তত্তুল্যফলজনক, এই কথা উশনা বলেন। পরে রাত্রিকালে আবার হস্তপদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক, আচমন করিয়া এবং ক্রোধাদিশূন্য হইয়া উপলেপ দ্বারা পবিত্রীকৃত স্থানে ভোজন করিবে।০ এই অন্ন-ভোজনসময়ে ব্যাহৃতি উচ্চারণপূর্ব্বক জল দ্বারা

পরিষেচনমন্ত্রেণ পরিষিচ্য ততঃ পরম্॥ ৯৭
চিত্রগুপ্তবলিং দত্ত্বা তদন্নং পরিষিচ্য চ।
অমৃতোপস্তরণমসীত্যাপোশনক্রিয়াং চরেৎ॥ ৯৮
স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং প্রাণায়েত্যাহুতিং ততঃ।
অপানায়াহুতিং হুত্বা ব্যানায় তদনন্তরম্॥ ৯৯
উদানায় ততঃ কুর্য্যাৎ সমানায়েতি পঞ্চমম্।
বিজ্ঞায় তত্ত্বমেতেষাং জুহুয়াদাত্মনি দ্বিজঃ॥ ১০০
শেষমন্নং যথাকামং ভুঞ্জীত ব্যঞ্জনৈর্যুতম্।
ধ্যাত্বা তন্মানসে দেবমাত্মানং বৈ প্রজাপতিম্॥ ১০১
অমৃতাপিধানমসীত্যুপরিষ্টাদপঃ পিবেৎ।
আচান্তঃ পুনরাচামেদয়ং গৌরিতি মন্ত্রতঃ॥ ১০২
ত্রিপদাং বা ত্রিরাবৃত্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনীম্।
প্রাণানাং গ্রন্থিরসীত্যালভেদ্ধৃদয়ং ততঃ॥ ১০৩
আচম্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রীয় পাদাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণম্।
নিঃস্রাবয়েদ্ধস্তজলমূর্দ্ধহস্তঃ সমাহিতঃ॥ ১০৪
হুত্বানুমন্ত্রণং কুর্য্যাৎ স্বধায়ামিতি মন্ত্রতঃ।
অথোক্ষণে স্বমাত্মানং যো জপেদ্‌ব্রহ্মণেতি চ॥ ১০৫

ভোজ্য অন্ন বেষ্টন করিয়া তদনন্তর পরিষেচন-মন্ত্র-পাঠান্তে পরিষেচন করিয়া চিত্রগুপ্তকে কিছু অন্ন বলি (উপহার) দিবে। পরে সেই অন্ন পরিষেক করিয়া "অমৃতোপস্তরণমসি" এই মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক আপোশন কার্য্য করিবে। অনন্তর স্বাহা ও প্রণবযোগে, প্রাণবায়ুতে "ওঁ প্রাণায় স্বাহা" আহুতি দিয়া ঐরূপে অপানবায়ুতে আহুতি প্রদান করিবে, অনন্তর ব্যানবায়ুতে, তৎপরে উদানবায়ুতে, সর্ব্বশেষে সমানবায়ুতে, পঞ্চমাহুতি প্রদান করিয়া এবং ইহাদিগের তত্ত্বভাবনা করিয়া দ্বিজ আত্মাতে আহুতি দিবে। প্রজাপতি আত্মদেবকে মনে মনে ধ্যান করিয়া অবশিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জনের সহিত ইচ্ছামত ভোজন করিবে। ভোজনান্তে 'অমৃতাপিধানমসি" বলিয়া জলপান করিবে এবং আচান্ত হইয়া পুনরাচমন করিবে। অনন্তর "অয়ং গৌঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত অথবা তিনবার সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী ত্রিপদা অর্থাৎ গায়ত্রী পাঠ করিয়া "প্রাণানাং গ্রন্থিরসি" বলিয়া হৃদয়স্পর্শ করিবে। ৯৩—১০৩। আত্মযাগই সকল যাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আচমনের পর পদাঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ সম্মিলিত করিয়া ঊর্দ্ধহস্ত ও সমাহিত-ভাবে হস্তজল নিঃসারিত করিবে। হবনান্তে "স্বধায়াং" ইত্যাদি মন্ত্রে অনুমন্ত্রিত করিয়া 'যো জপেদ্-ব্রহ্মণঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে আপনাকে প্রোক্ষিত

সর্ব্বেষামেব যাগানামাত্মযাগঃ পরঃ স্মৃতঃ।
অথ শ্রাদ্ধমমাবাস্যাপ্রাপ্তং কার্য্যং দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ১০৬
পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং ক্ষীণে রাজনি শস্যতে।
অপরাহ্ণে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তেনামিষেণ তু ॥ ১০৭
প্রতিপৎ প্রভৃতিহ্যন্যাস্তিথয়ঃ কৃষ্ণপক্ষকে।
চতুর্দ্দশীং বর্জ্জয়িত্বা পঞ্চমীং হ্যুত্তরোত্তরাম্ ॥ ১০৮
অমাবস্যাষ্টকাস্তিস্রঃ পৌর্ণমাস্যাদিষু ত্রিষু।
তিস্রশ্চাপ্যষ্টকাঃ পুণ্যা মাসি পঞ্চদশী তথা ॥ ১০৯
ত্রয়োদশী মঘা কৃষ্ণা বর্ষাসু চ বিশেষতঃ।
নৈমিত্তিকন্তু কর্ত্তব্যং দিবসে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ১১০
বালকানাঞ্চ মরণে নারকী স্যাত্ততোঽন্যথা।
কাম্যানি চৈব শ্রাদ্ধানি শস্যন্তে গ্রহণাদিষু ॥ ১১১
অয়নে বিষুবে চৈব ব্যতীপাতে ত্বনন্তকম্।
সংক্রান্ত্যামক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তথ জন্মদিনেষ্বপি ॥ ১১২
নক্ষত্রতিথিবারেষু কার্য্যং কামং বিশেষতঃ।
স্বর্গন্তু লভতে কৃত্বা কৃত্তিকাসু দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১১৩
দ্রব্যব্রাহ্মণসম্পত্তৌ ন কালং নিয়মং ততঃ।
কর্ম্মারম্ভেষু সর্ব্বেষু কুর্য্যাদভ্যুদয়ং ততঃ ॥ ১১৪
পুত্রজন্মাদিষু শ্রাদ্ধং পার্ব্বণং পার্ব্বণং স্মৃতম্।

করিবে; সমস্ত যাগের মধ্যে আত্মযাগই প্রধান বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। আর দ্বিজোত্তমগণ, অমাবস্যাকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ করিবে। দ্বিজাতিগণের কর্ত্তব্য পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ।—(অমাবস্যা কর্ত্তব্য) চন্দ্রক্ষয়ে অপরাহ্ণে প্রশস্ত আমিষ দ্বারা প্রশস্ত; অর্থাৎ সাগ্নি ও নিরগ্নি দ্বিজাতি প্রতি অমাবস্যাতেই অপরাহ্ণে শ্রাদ্ধ করিবে। ঐ অমাবস্যাকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধের নাম পিণ্ডান্বাহার্য্যক। সাগ্নিকেরা পিণ্ডপিতৃযজ্ঞনামক কর্ম্মবিশেষ করিয়া ঐ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তাই উহার নাম পিণ্ডান্বাহার্য্যক। অথবা পিণ্ডশব্দে পিতৃলোক, তাঁহাদিগের অন্বাহার্য্যক অর্থাৎ একমাস তৃপ্তজনক। দুইদিন অপরাহ্ণে মুহূর্ত্তন্যূন অমাবস্যা থাকিলে, যেদিন চন্দ্রক্ষয়—সেইদিনে অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ঐ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। বিহিত মৎস্য মাংসদ্বারা করিলে বিশেষ ফল হয়। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপৎ প্রভৃতি অন্য যে (পঞ্চদশটী) তিথি আছে, তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশী পরিত্যাগ করিয়া উত্তরোত্তর পঞ্চমীতে (শ্রাদ্ধ করা প্রশস্ত) (অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে যে পঞ্চদশটী তিথি আছে, তাহাকে পঞ্চমী পর্য্যন্ত একভাগ, দশমী পর্য্যন্ত একভাগ এবং অমাবস্যাপর্য্যন্ত একভাগ এই তিনভাগে বিভক্ত করিলে প্রথম ভাগের শেষ তিথি পঞ্চমী, দ্বিতীয় ভাগের শেষ তিথি দশমী এবং তৃতীয়ভাগের শেষ তিথি অমাবস্যা হইয়া থাকে, পাঁচের পূরণ বলিয়া ঐ তিন তিথিকেই পঞ্চমী বলা যায়। বেশ কথা! এক্ষণে দেখ, কৃষ্ণপক্ষে একমাত্র চতুর্দ্দশী ত্যাগ করিয়া সকল তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিবে। তবে প্রথম পঞ্চমী অর্থাৎ পঞ্চমীঘটিত-তিথি-সমষ্টি অপেক্ষা, তদুত্তরবর্ত্তী দ্বিতীয় পঞ্চমীঘটিত তিথি-সমষ্টি শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত; তদপেক্ষা তদুত্তরবর্ত্তী তৃতীয় পঞ্চমী-ঘটিত তিথি-সমষ্টি—একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী এবং অমাবস্যা শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত)। এই পৌর্ণমাস্যাদি অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রতিপৎ প্রভৃতি ত্রিভাগবিভক্ত তিথিগণের মধ্যে অমাবস্যা এবং তিনটী অষ্টকা (অর্থাৎ অগ্রহায়ণের পৌষের ও মাঘের তিনটী কৃষ্ণাষ্টমী) সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। পুণ্যজনক তিনটী অষ্টকা, প্রতিমাসের অমাবস্যা ও বর্ষাকালের (ভাদ্রমাসের মঘাযুক্ত কৃষ্ণাত্রয়োদশী শ্রাদ্ধে বিশেষ ফলজনক। আর এই সকল তিথিতে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে এবং শিশুদিগের মৃত্যু হইলে, নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে; তাহার অন্যথা হইলে নরকগামী হইবে। (পিতৃলোকের অপ্রসন্নতা ব্যতীত শিশুপুত্রাদির মৃত্যু ঘটে না, সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রসন্ন রাখা উচিত-বিবেচনায় শিশুমরণের পর শুচি অবস্থায় পিতৃলোককে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য শ্রাদ্ধ করা বিহিত হইল। কোন পুস্তকে মূলে "মরণে" এইস্থলে "জননে" এই পাঠ আছে। অর্থাৎ (পুত্র জন্মে, গ্রহণাদিকালে কাম্যশ্রাদ্ধ প্রশস্ত।) উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তি জলবিষুব মহাবিষুব সংক্রান্তি অর্থাৎ শ্রাবণ, মাঘ, কার্ত্তিক বা বৈশাখমাস পড়িতেই যে যে সংক্রান্তি এবং ব্যতীপাত যোগে কৃত শ্রাদ্ধ অনন্তফলজনক; অপরাপর সংক্রান্তি এবং জন্মদিনেও শ্রাদ্ধ করিলে তাহার ফল অক্ষয়। ১০৪—১১২। নিষেধব্যতীত যে কোন তিথি, নক্ষত্র ও বারে বিশেষফলের জন্য কাম্যকার্য্য (শ্রাদ্ধ) করিতে পারে। হে দ্বিজোত্তমগণ! কৃত্তিকাতে শ্রাদ্ধ করিলে, স্বর্গলাভ হয় (ইহা দিক্-প্রদর্শনমাত্র প্রায় সম্পূর্ণ বিবরণ যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমাধ্যায়ে ২৬১ হইতে ২৬৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে)। কৃষ্ণসার-মাংসাদি দ্রব্য জুটিলে বা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ জুটিলেই শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে, তাহাতে কালনিয়ম নাই, পুত্রজন্ম প্রভৃতি (জাতেষ্টি প্রভৃতি) সকল-

অহন্যহনি নিত্যং স্যাৎ কাম্যে নৈমিত্তিকং পুনঃ ॥ ১১৫
সন্নিকৃষ্টমতিক্রম্য শ্রোত্রিয়ং যঃ প্রযচ্ছতি।
স তেন কর্ম্মণা পাপী দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ ১১৬
যদি স্যাদধিকো বিপ্রঃ শীলবিদ্যাদিভিঃ স্বয়ম্।
তস্মৈ যত্নেন দাতব্যমতিক্রম্যাগ্নিসন্নিধিম্ ॥ ১১৭
অপূপঞ্চ হিরণ্যঞ্চ গামশ্বং পৃথিবীং তিলান্।
অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্ণানো ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥ ১১৮
যা সমারোহণং কুর্য্যাৎ ভর্ত্তৃচিত্যাং পতিব্রতা।
তন্মৃতাহনি সম্প্রাপ্তে পৃথক্ পিণ্ডে নিযোজয়েৎ ॥ ১১৯
ধর্ম্মপিণ্ডোদকং শ্রাদ্ধং পার্ব্বণং নগ্নসংজ্ঞকম্।
অস্থিসঞ্চয়নং কর্ম্ম দশাহভবনং তথা ॥ ১২০

ঊর্দ্ধং দশাহমুৎকর্ষে শেষস্তু যদি বা ভবেৎ।
পিণ্ডোদকং নবশ্রাদ্ধং পুনঃ কার্য্যং যথাবিধি ॥ ১২১
যদ্যস্থিসঞ্চয়ং কর্ম্ম দশাহমূর্দ্ধভাম্ভবেৎ।
নষ্টে বাপহৃতেঽস্থীনি দাহয়েদ্যদি বা পুনঃ ॥ ১২২
কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধং প্রমীতপিতৃকো দ্বিজঃ।
সাগ্নিকোঽনগ্নিকো বাপি তীর্থে বেষবিশেষতঃ ॥ ১২৩
উত্তানং বা বিবর্ত্তং বা পিতৃপাত্রং যদা ভবেৎ।
অভোজ্যং তম্ভবেদন্নং ক্রুদ্ধৈঃ পিতৃগণৈশ্চ তৈঃ ॥ ১২৪
অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনন্তু যদ্ভবেৎ।
সর্ব্বমচ্ছিদ্রমিত্যুক্তা ততো যত্নেন ভোজয়েৎ ॥ ১২৫
একোদ্দিষ্টন্তু বিজ্ঞেয়ং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধন্তু পার্ব্বণম্।
এতৎ পঞ্চবিধং শ্রাদ্ধং ভৃগুপুত্রেণ সূচিতম্ ॥ ১২৬
যাত্রায়াং ষষ্ঠমাখ্যাতং তৎ প্রযত্নেন পাবনম্।
শুদ্ধয়ে সপ্তমং শ্রাদ্ধং ব্রহ্মণা পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১২৭

কর্ম্মের (সংস্কারাদি কর্ম্মের) আরম্ভ হইলে তাহাতে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। পর্ব্বকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। প্রতিদিন কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ নিত্য ; স্বর্গাদি কামনা করিয়া যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা কাম্য এবং অষ্টকাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা নৈমিত্তিক। যে ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে (পাত্রীয়ান্ন) প্রদান করে অর্থাৎ পাত্রীয় ব্রাহ্মণ করে, সে সেই কর্ম্ম দ্বারা পাপভাগী হইয়া সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করে। যদি দূরবর্ত্তী ব্রাহ্মণের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শীল বিদ্যা প্রভৃতি গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্বয়ং নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়াও যত্নপূর্ব্বক তাহাকেই পাত্রীয়ান্ন দিবে। (মূলে "অতিক্রম্যাগ্নি" না হইয়া "অতিক্রম্যাপি" হইবে।) অবিদ্বান ব্রাহ্মণ,—শ্রাদ্ধীয় পিষ্টক্, সুবর্ণ, গো, অশ্ব, ভূমি বা তিল (যাহা কিছু) প্রতিগ্রহ করিবে, তৎসমস্তই কাষ্ঠবৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে (ফলজনক হইবে না)। যে পতিব্রতা ভর্ত্তার চিতারোহণ করে, তাহার মৃততিথি উপস্থিত হইলে দুইটী পিণ্ড পৃথক্ পৃথক্ করিবে। অর্থাৎ একদিনে দুইটী শ্রাদ্ধ করিবে। মৃত ব্যক্তির ধর্ম্মানুসারে পিণ্ডোদক দান (যাজ্ঞবল্ক্য ৩য় অধ্যায় ১৬।১৭ শ্লোক) শ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণ কর্ত্তব্য ; সপিণ্ডগণ মস্তকাদি মুণ্ডন করিবে। মৃতব্যক্তির (প্রথম তৃতীয়াদির অন্যতম দিনে) অস্থিসঞ্চয়নামক কর্ম্ম করিবে এবং দশমদিনে পূরক পিণ্ড দিবে। অশৌচের শেষ-দিন-জাত সজাতীয় অশৌচান্তরের সম্বন্ধে পূর্ব্বাশৌচের বৃদ্ধি হইলে, দশমদিনকর্ত্তব্য কর্ম্ম—ঊর্দ্ধে অর্থাৎ অশৌচান্ত দিনে হইবে। অস্থি সকল নষ্ট বা অপহৃত হওয়ায় যদি অস্থিসঞ্চয়-কার্য্য পরবর্ত্তী হইয়া দশাহাদিতে হয় কিংবা পুনর্দ্দাহ হয়, তাহা হইলে পিণ্ডোদক নবশ্রাদ্ধ যদি পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তথাপি পুনর্ব্বার তাহা করিবে অর্থাৎ অস্থি খুঁজিয়া না মিলিলে, বা মৃতপগণ, অর্থ পাইবার প্রত্যাশায় অস্থি অপহরণ করিয়া রাখিলে, (বৈধদিনে অস্থি-সঞ্চয় হয় নাই, কিন্তু নবশ্রাদ্ধ ও পিণ্ডোদকপূর্ব্বক পিণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে।) দশমদিনে, তৎপরে অস্থি-প্রাপ্তি হইলে পুনর্ব্বার পিণ্ডোদক দান ও শ্রাদ্ধ করিতে হইবে এবং পূর্ব্বে দাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পশ্চাৎ যদি জানা যায় যে, দাহ অবৈধ হইয়াছে, তাহা হইলে, পুনর্দ্দাহ করিবে এবং পিণ্ডোদকদান ও নবশ্রাদ্ধ পূর্ব্বে কৃত হইলেও পুনর্ব্বার করিবে। ১১৩—১২২। সাগ্নিক বা নিরগ্নি দ্বিজ, পিতৃমৃত্যুর পর প্রত্যহ শ্রাদ্ধ করিবে। বিশেষতঃ তীর্থ শ্রাদ্ধ ইহার (মৃতপিতৃক ব্যক্তির) কর্ত্তব্য। যদি পিতৃপাত্র উত্তান অর্থাৎ উচু হইয়া থাকে কিংবা বিবর্ত্ত অর্থাৎ বক্রভাবে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে পিতৃগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অন্ন ভোজন করেন না। "যাহা অন্নহীন, ক্রিয়াহীন বা মন্ত্রহীন হইবে, তৎসমস্ত নির্দ্দোষ হউক" এই কথা বলিয়া তৎপরে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইবে। একোদ্দিষ্ট, একোদ্দিষ্টবিধিক, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ এবং পার্ব্বণ-বিধিক এই পঞ্চবিধ শ্রাদ্ধ ভৃগুপুত্রকর্ত্তৃক সূচিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাতব্য। এক্ষণে গোবলীবর্দ্দন্যায়ে অবান্তরভেদ উক্ত হইতেছে। যাত্রাকালে প্রযত্নপূর্ব্বক কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ—ষষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ত্তব্য—ব্রহ্ম-

দৈবিকঞ্চাষ্টমং শ্রাদ্ধং যৎ কৃত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ।
সন্ধ্যারাত্রৌ ন কর্ত্তব্যমহোরাত্রমদর্শনাৎ ॥ ১২৮
দেশানান্তু বিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ১২৯
গয়ায়ামক্ষয়ং শ্রাদ্ধং প্রয়াগে মরণাদিষু।
গায়ন্তি গাথাং তে সর্ব্বে কীর্ত্তয়ন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৩০
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রাঃ শীলবন্তো গুণান্বিতাঃ।
তেষান্তু সমবেতানাং যদ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ ॥ ১৩১
গয়াং প্রাপ্যানুষঙ্গেণ যদি শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
তারিতাঃ পিতরস্তেন স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩২
বারাহপর্ব্বতে চৈব গয়াঞ্চৈব বিশেষতঃ।
এবমাদিষু তীর্থেষু তুষ্যন্তি পিতরস্তদা ॥ ১৩৩
ব্রীহিভিশ্চ যবৈর্ম্মাষৈরদ্ভির্মূলফলেন বা।
শ্যামাকৈশ্চ তু বৈ শাকৈর্নীবারৈশ্চ প্রিয়ঙ্গুভিঃ ॥ ১৩৪
গোধূমৈশ্চ তিলৈর্মুদ্গৈর্মাষৈঃ প্রীণয়তে পিতৄন্
মৃষ্টান্ ফলরসানিক্ষূন্ মৃদ্বীকান্ শস্যদাড়িমান ॥ ১৩৫
বিদার্য্যাংশ্চ করণ্ডাংশ্চ শ্রাদ্ধকালে প্রদাপয়েৎ।
লাজান্ মধুযুতান্ দদ্যাদ্দধ্না শর্করয়া সহ ॥ ১৩৬
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধে প্রযত্নেন শৃঙ্গান্ গজশৃঙ্কেরুকান্।
দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রিমাসান্ হারিণেন চ ॥ ১৩৭
ঔরভ্রেণাথ চতুরঃ শাকুনেনেহ পঞ্চ তু
ষণ্মাসাংশ্ছাগমাংসেন রৌরবেণ নবৈব তু ॥ ১৩৮
দশমাসাংস্তু তৃপ্যন্তি বরাহমহিষামিষৈঃ।
শশোর্ণবৃকয়োর্মাংসৈর্ম্মাসানেকাদশৈব তু ॥ ১৩৯
সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।
বাদ্ধ্রীণসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ১৪০
কালশাকং মহাশাকং খগলোহামিষং মধু ॥
অনন্তান্যেব কল্পন্তে মূলান্যন্যানি সর্ব্বশঃ ॥ ১৪১
কৃত্বা লব্ধা স্বয়ং বাথ মৃতানাহৃত্য বৈ দ্বিজঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধে প্রযত্নেন দত্তস্যাক্ষয়মুচ্যতে ॥ ১৪২
পিপ্পলীক্রমুকঞ্চৈব তথা চৈব মসূরকম্।
কুষ্মাণ্ডালাবুবার্ত্তাকান্ মস্তূণং সারসং তথা ॥ ১৪৩
কুটিঞ্চ ভদ্রমুলঞ্চ তণ্ডুলীয়কমেব চ।
রাজমাষাংস্তথা ক্ষীরং মাহিষঞ্চ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ১৪৪

কীর্ত্তিত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ—সপ্তম। দেবোদ্দেশে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ,—অষ্টম। যাহা করিলে ভয় হইতে মুক্তি হওয়া যায়। বেদে প্রমাণ নাই ও আচার নাই বলিয়া দিবারাত্রের মধ্যে সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। (মূলে "অহোরাত্রমদর্শনাৎ" স্থলে "অন্যত্র রাহুদর্শনাৎ" এই পাঠ কোন পুস্তকে আছে, ইহাই সঙ্গত. তাহার অর্থ—গ্রহণ ব্যতীত সন্ধ্যা বা রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিবে না।) আর দেশ-বিশেষে অর্থাৎ স্থানমাহাত্ম্যে অনন্ত পুণ্য হইয়া থাকে। যথা গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয় হয়, প্রয়াগে মরণাদি হইলে, অনন্ত ফল ও সেই সকল মহাত্মা মনীষিগণ এই গাথা পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করেন। সচ্চরিত্র ও সদ্গুণসম্পন্ন বহুপুত্র কামনা করা উচিত; কেননা, সেই সমবেত পুত্রগণের মধ্যে যদ্যপি একজনও গয়াতে গমন করে। (যত্নপূর্ব্বক না হউক) অনুষঙ্গক্রমেও গয়ায় গমন করিয়া যদি শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে, তৎকর্ত্তৃক পিতৃগণ তারিত হন এবং সেও পরম গতি প্রাপ্ত হয়। বরাহপর্ব্বতে বিশেষতঃ গয়াতে এবং এইরূপ অপরাপর স্থানে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইলে, তৎক্ষণাৎ পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ১২৩—১৩৩। ব্রীহি, যব, মাষ, জল, ফল, মূল, শ্যামাক, (নানাবিধ অনিষিদ্ধ) শাক, নীবার, প্রিয়ঙ্গু, গোধুম, তিল ও মুদ্গ ও মাষবিশেষ দ্বারা পিতৃলোককে পরিতৃপ্ত করিবে। মিষ্ট, ফল, রস ইক্ষু, কোমল দাড়িমশস্য, বিদার্য্য ও করণ্ড (এই সকল বস্তু) শ্রাদ্ধকালে প্রদান করিবে। মধু-মিশ্রিত লাজ, দধি, ও শর্করার সহিত প্রদান করিবে। শ্রাদ্ধে যত্নপূর্ব্বক হরিণ, অজ প্রভৃতি পশু এবং কূর্ম্ম প্রদান করিবে। মৎস্যমাংস দ্বারা (শ্রাদ্ধ করিলে) পিতৃগণের দুইমাস প্রীতি থাকে, হরিণ-মাংস দ্বারা করিলে তিনমাস, মেষমাংস দ্বারা করিলে চারিমাস, প্রশস্ত পক্ষিমাংস দ্বারা করিলে পাঁচমাস, ছাগমাংস দ্বারা করিলে ছয় মাস, কৃষ্ণমৃগমাংস দ্বারা করিলে নয় মাস, বরাহমহিষমাংস দ্বারা করিলে দশমাস, শশক ও কূর্ম্মমাংসে একাদশ মাস, গব্য দুগ্ধ ও তদীয় পরমান্নে এক বৎসর এবং বাদ্ধ্রীণসের মাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ হইলে, পিতৃগণের দ্বাদশবার্ষিক তৃপ্তি হয়। কালশাক, মহাশাক (শাক বিশেষ)। "মহাশাক" স্থলে "মহাশল্কাঃ" হওয়াই সঙ্গত, মহাশল্ক—(মৎস্যবিশেষ) গণ্ডার ও রক্তবর্ণ ছাগ—ইহাদিগের মাংস, মধু, মূল এবং নীবারাদি সকল প্রশস্ত অন্ন পিতৃগণের অনন্ততৃপ্তি-জনক হইয়া থাকে। দ্বিজ, (উঞ্ছশিল বা অযা-চিত বৃত্তি দ্বারা সমাবেশ করিতে না পারিলে, অথবা উক্তকার্য্যে অনধিকারী বলিয়া) স্বয়ং ক্রয় করিয়া বা (যাহার অধিকার আছে সে) সে যাচ্ঞা করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য আহরণপূর্ব্বক তাহা যত্নসহকারে প্রদান করিবে; দান করিলে অনন্তফল হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। পিপ্পলী, গুবাক, মসূর, কুষ্মাণ্ড, অলাবু,

কোদ্রবান্ কোবিদারাংশ্চ স্থলপাক্যামরীস্তথা।
বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বযত্নেন শ্রাদ্ধকালে দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৪৫

ইত্যৌশনস্মৃতৌ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

স্নাত্বা যথোক্তং সন্তর্প্য পিতৃদেবানৃষীংস্তথা।
পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ সৌম্যমনাঃ শুচিঃ ॥ ১
পূর্ব্বমেব নিরীক্ষেত ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
তীর্থং তদ্ধব্যকব্যানাং প্রদানে চাতিথিঃ স্মৃতঃ ॥ ২
যে সোমপাননিরতা ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ।
ব্রতিনো নিয়মস্থাশ্চ ঋতুকালাভিগামিনঃ ॥ ৩
পঞ্চাগ্নিরপ্যধীয়ানো যজুর্ব্বেদবিদোঽপি চ।
বহ্বৃচশ্চ সুপর্ণাশ্চ ত্রিমধুর্ব্বাথ বা ভবেৎ ॥ ৪
ত্রিণাচিকেতচ্ছন্দো বৈ জ্যেষ্ঠসামগণোঽপি বা।
অথর্ব্বশিরসোঽধ্যেত রুদ্রাধ্যায়ী বিশেষতঃ ॥ ৫
অগ্নিহোত্রপরো বিদ্বান্ পাপবিচ্ছ ষড়ঙ্গবিৎ।
গুরুদেবাগ্নিপূজাসু প্রসক্তো জ্ঞানতৎপরঃ ॥ ৬
অহিংসোপরতা নিত্যমপ্রতিগ্রাহিণস্তথা।
সত্রিণো দাননিরতা ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥ ৭
অসমানপ্রবরগা অসগোত্রাস্তথৈব চ।
অসম্বন্ধশ্চ বিজ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণঃ পঙ্‌ক্তিপাবনঃ ॥ ৮
ভোজয়েদ্‌যোগিনং পূর্ব্বং তত্ত্বজ্ঞানরতং পরম্।
অলাভে নৈষ্ঠিকং দান্তমুপকুর্ব্বাণকন্তু বা ॥ ৯
তদলাভে গৃহস্থন্তু মুমুক্ষুঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বালাভসাধকং বা গৃহস্থং বা বিভোজয়েৎ ॥ ১০
প্রকৃতের্গুণতত্ত্বজ্ঞং যোঽশ্নাতীহ যতিং ভবেৎ।
ফলং বেদবিদাং তস্য সহস্রাদতিরিচ্যতে ॥ ১১
তস্মাদ্‌যত্নেন যোগীন্দ্রমীশ্বরজ্ঞানতৎপরম্।
ভোজয়েদ্ধব্যকব্যেষু অলাভাদিহ চ দ্বিজান্ ॥ ১২
এষ বৈ প্রথমঃ কল্পঃ প্রদানে হব্যকব্যয়োঃ।
অনুকল্পস্ত্বয়ং জ্ঞেয়স্তদা সদ্ভিরনুষ্ঠিতঃ ॥ ১৩

বার্ত্তাকু, কূট, ভদ্রমূল, তণ্ডুলীয়ক, রাজমাষ এবং মহিষদুগ্ধ শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করিবে। দ্বিজোত্তম, কোদ্রব, কোবিদার, স্থলপাক, আমরী—এই সকল দ্রব্য বিশেষ যত্নসহকারে শ্রাদ্ধকালে পরিত্যাগ করিবে। ১৩৪—১৪৫।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

যথাবিধি স্নানানন্তর দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে ও বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্র হইয়া পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। প্রথমেই বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দৃষ্টি করিবেন, কেননা সেই ব্রাহ্মণেরাই হব্যকব্য প্রদানে উপযুক্ত পাত্র এবং অতিথিবৎ পূজ্য বলিয়া স্মৃত। যাঁহারা সোমপাননিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী, নিয়মস্থ, ঋতুকালাভিগামী, অগ্নিহোত্রী স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, যজুর্ব্বেদজ্ঞ, ঋগ্বেদজ্ঞ, ত্রিসুপর্ণ বা ত্রিমধু হইবেন; অথবা যে ত্রিণাচিকেত, সামবেদবিৎ জ্যেষ্ঠসামগ বা অথর্ব্ব-বেদাধ্যায়ী; রুদ্রাধ্যায়ী অগ্নিহোত্রপ্রচারক, বেদভাগাধ্যায়ী, পণ্ডিত, পাপা-ভিজ্ঞ, ষড়ঙ্গবেত্তা, গুরুপূজা দেবপূজা ও অগ্নিপূজাতে প্রশস্ত, জ্ঞাননিষ্ঠ, সর্ব্বদা অহিংসানিরত, অপ্রতিগ্রাহী যাযজুক এবং দানশীল ব্রাহ্মণগণ পংক্তিপাবন (যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমাধ্যায়)। ২১৮—২২০। মধ্যে এ বিষয়ের সরল অর্থ লিখিত হইয়াছে।) সমানপ্রবর, সগোত্র কিংবা অন্য কোন সম্বন্ধযুক্ত না হইলেও উক্ত ব্রাহ্মণ সকলকে পংক্তিপাবন বলিয়া জানিবে। যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিকে ভোজন করানই প্রধান কর্ত্তব্য; তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ ব্যক্তিকে ভোজন করান অনন্তর কর্ত্তব্য, অলাভে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে, তদভাবে দান্ত উপ-কুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারীকে ভোজন করাইবে। অর্থাৎ পংক্তিপাবন যোগীই পাত্রাসনে আসীন হইবার সর্ব্ব-প্রধান উপযুক্ত পাত্র; অভাবে তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ, তদভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও তদভাবে উপকুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারী। তাহারও অলাভ হইলে, মুমুক্ষু এবং সঙ্গবর্জ্জিত (কর্তৃত্বাভিমানবর্জ্জিত) গৃহস্থকে ভোজন করাইবে। কিন্তু সর্ব্বালাভসাধক অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া, বন্ধজনক নানাবিধ কর্ম্মসাধনায় তৎপর গৃহস্থকে কদাপি ভোজন করাইবে না। ১—১০। যে ব্যক্তি ইহসংসারে প্রকৃতির গুণজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ যতিকে ভোজন করায়, সহস্র বেদজ্ঞকে ভোজন করান অপেক্ষা তাহার ফল অধিক; অতএব ঈশ্বর-জ্ঞানতৎপর যোগিশ্রেষ্ঠকে যত্নসহকারে হব্য ও কব্য ভোজন করাইবে। তাহা না পাইলে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে এই কর্ম্মে ভোজন করাইবে। হব্যকব্য প্রদানে ইহাই প্রথম কল্প। এই (নিম্নলিখিত) অনুকল্প সর্ব্বদা পণ্ডিতগণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন

মাতামহং মাতুলঞ্চ স্বস্রেয়ং শ্বশুরং গুরুম্।
দৌহিত্রং বিদুষং সর্ব্বমগ্নিকল্পাংশ্চ ভোজয়েৎ॥ ১৪
ন শ্রাদ্ধে ভোজয়েন্মিত্রং ধনৈঃ কার্য্যোহস্য সংগ্রহঃ।
পৈশাচদক্ষিণাহীনৈর্ন্নামুত্র ফলসম্পদঃ॥ ১৫
কামং শ্রাদ্ধেহর্চ্চয়েন্মিত্রং নাভিরূপমতিত্বরম্।
দ্বিষতাং হি হবির্ভুক্তং ভবতি প্রেত্য নিষ্ফলম্॥ ১৬
তথানু চেদ্ধবির্দত্বা ন দাতা লভতে ফলম্।
যাবতো গ্রসতে পিণ্ডান্ হব্যকব্যেষু মন্ত্রবিৎ॥ ১৭
ততো হি গ্রসতে প্রেত্য দীপ্তান্ স্থূলানধোমুখান্।
অথ বিদ্যানুকূলে হি যুক্তাশ্চ স বৃতাথবা॥ ১৮
যত্রৈতে ভুঞ্জতে হব্যং তদ্ভবেদাসুরং দ্বিজাঃ।
যশ্চ বেদশ্চ বেদী চ বিচ্ছিদ্যেত ত্রিপুরুষম্॥ ১৯
স বৈ দুর্ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ শ্রাদ্ধাদৌ ন কদাচন।
শূদ্রপ্রেষ্যোদ্ধতো রাজ্ঞো বৃষলো গ্রামযাজকঃ॥ ২০
বধবন্ধোপজীবী চ ষড়েতে ব্রহ্মবন্ধবঃ।
দত্ত্বা তু বেদানত্যর্থং পতিতান্মনুরব্রবীৎ॥ ২১
বেদবিক্রয়িণশ্চৈতে শ্রাদ্ধাদিষু বিগর্হিতাঃ।
শ্রুতিবিক্রয়িণো যত্র পরপূর্ব্বাঃ সমুদ্রগাঃ॥ ২২
অসমানান্ যাজয়ন্তি পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অসংস্কৃতাধ্যাপকা যে ভৃতকান্ পাঠয়ন্তি যে॥ ২৩
অধীয়ীত তথা বেদান্ ভৃতকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বৃদ্ধশ্রাবকনির্গ্রন্থাঃ পঞ্চরাত্রবিদো জনাঃ॥ ২৪
কাপালিকাঃ পাশুপতাঃ পাষণ্ডাশ্চৈব তদ্বিধাঃ।
যস্যাশ্নন্তি হবীংষ্যেতে দুরাত্মানস্তু তামসাঃ॥ ২৫
ন তস্য তদ্ভবেচ্ছ্রাদ্ধং প্রেত্যাপি হি ফলপ্রদাঃ।
অনাশ্রমী যো দ্বিজঃ স্যাদাশ্রমী স্যান্নিরর্থকঃ॥ ২৬
মিথ্যাশ্রমা চ বিপ্রেন্দ্রা বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্ক্তিদূষকাঃ।
দুশ্চর্ম্মা কুনখী কুষ্ঠী শ্বিত্রী চ শ্যাবদন্তকঃ॥ ২৭
ক্রুরো বীজনকশ্চৈব স্তেনঃ ক্লীবোহথ নাস্তিকঃ।
মদ্যপো বৃষলীসক্তো বীরহা দিধিষূপতিঃ॥ ২৮

মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু এবং দৌহিত্র—ইঁহারা সকলে পণ্ডিত এবং ব্রহ্মণ্যতেজে অগ্নিকল্প হইলে, ইঁহাদিগকে (পান) ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে মিত্রকে ভোজন করাইবে না, মিত্রসংগ্রহ ধন দ্বারা কর্ত্তব্য। অন্য গুণাকর অভাবে বরং শ্রাদ্ধকালে গুণবান্ মিত্রকে অর্চ্চনা করিবে, কিন্তু গুণবান্ অরিকে ভোজন করাইবে না, (মূলে "মতিত্বরম্" না হইয়া "মপি ত্বরিম্" হইবে) শত্রু-ভুক্ত হবিঃ পরলোকে ফলপ্রদ হয় না। বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে হবি দান করিলে দাতা তৎফলভাগী হয় না। অমন্ত্রবিৎ ব্যক্তি হব্য ও কব্যে যতটী গ্রাস ভোজন করিবে (প্রকৃত শ্রাদ্ধকর্ত্তা), পরকালে ততটী প্রজ্বলিত অধোমুখ শূল গ্রাস করে। (মূলে "স্থূলান্" না হইয়া "শূলান্" হইবে)। যদি বিদ্যানুকূল অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রহ্মচারী অথবা যোগিগণ ভোজন করে, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তা বৃত অর্থাৎ ইহপরকালে আদৃত হয়। এই সকল (নিম্নলিখিত) দ্বিজ যে হব্য-কব্য ভোজন করে, তাহা আসুর হইয়া থাকে। যাহার তিনপুরুষ হইতে বেদ (বেদাধ্যয়ন)-বেদী (নিত্য যজ্ঞবেদীতে উপবেশন) বিলুপ্ত হইয়াছে, সে নিন্দিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য; সুতরাং শ্রাদ্ধাদিতে কখনই (নিমন্ত্রয়িতব্য) নহে। শূদ্রপ্রেষ্ঠ, রাজপ্রেষ্ঠ, উদ্ধত অর্থাৎ পিত্রাদির অবমাননাকারী, অধার্ম্মিক, গ্রামযাজী এবং বধবন্ধোপজীবী, ষড়্‌বিধ ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ নিন্দিত ব্রাহ্মণ, বেদ দান করিলেও ইঁহাদিগকে মনু পতিত বলিয়াছেন।

১১—২১। বেদ-(বেদমূলক শাস্ত্র) বিক্রয়ী এবং ইহারা (নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে নিন্দিত হইয়াছে—যাহারা শ্রুতিবিক্রয়ী, পুনর্ভূপতি সমুদ্রগ অর্থাৎ গৃহস্বামীর অনুমতি ব্যতীত যে চাবি-বদ্ধ গৃহে কোনরূপে গমন করে এবং যাহারা হীন (শূদ্রাদি) যাজক, পতিত বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা অপরিচিত ব্যক্তিকে অধ্যাপিত করে, বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করে, যাহারা বেতন-গ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদাধ্যয়ন করে, ভৃতক বলিয়া কীর্ত্তিত সেই সকল ব্যক্তি, বৃদ্ধমতাবলম্বী শ্রাবক (বৌদ্ধবিশেষ) নির্গ্রন্থ অর্থাৎ দিগম্বর জৈন, পঞ্চরাত্রবেত্তা (ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ) কাপালিক, পাশুপত ইত্যাদি যত পাষণ্ড আছে; এই সকল দুরাত্মা তামস ব্যক্তিরা যাহার শ্রাদ্ধে হবির্ভোজন করে, তাহার শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে না; তাহারা ভোজন করিলে পরলোকে ভোজনদানের ফল হয় না। যে দ্বিজ অনাশ্রমী হইয়া থাকে, অথবা নিরর্থক আশ্রমী বা মিথ্যাশ্রমী হয়, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তাহাদিগকে পংক্তিদূষক বলিয়া জানিবে। দুশ্চর্ম্মা, কুনখী, কুষ্ঠী, শ্বিত্রযুক্ত, শ্যাবদন্ত, ক্রুর, বাণিজিক অর্থাৎ বাণিজ্যকারী, চৌর, ক্লীব, নাস্তিক, মদ্যপান-নিরত; বৃষলীনিরত, বীরঘাতী, দিধিষূপতি (জ্যেষ্ঠা সহোদরার বিবাহ হইবার পূর্ব্ববিবাহিতা কনিষ্ঠাকে অগ্রেদিধিষূ এবং জ্যেষ্ঠাকে দিধিষূ বলে, তাহার স্বামী এবং মৃতভ্রাতার ভার্য্যা, ধর্ম্মতঃ পুত্রোৎ-পাদনার্থে নিয়োজিত হইলেও তাহাতে যদি অনু-রাগক্রমে রত হয়, তাহা হইলে, ঐ পুরুষকে দিধিষূ-

অগারদাহী কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়িণো দ্বিজাঃ।
পরিবেত্তা তথা হিংস্রঃ পরিবিত্তিনিরাকৃতিঃ॥ ২৯
পৌনর্ভবঃ কুসীদী চ তথা নক্ষত্রদর্শকঃ।
গীতাবাদিত্রশীলশ্চ ব্যাধিতঃ কাণ এব চ॥ ৩০
হীনাঙ্গশ্চাতিরিক্তাঙ্গো হ্যবকীর্ণী তথৈব চ।
কন্যাদ্রোহী কুণ্ডগোলী অভিশস্তোঽথ দেবলঃ॥ ৩১
মিত্রধ্রুক্ পিশুনশ্চৈব নিত্যং ভার্য্যা নিকৃন্তনঃ।
মাতাপিতৃগুরুত্যাগী দারত্যাগী তথৈব চ॥ ৩২
অনপত্যঃ কূটসাক্ষী পাচকো রোগজীবকঃ।
সমুদ্রযায়ী কৃতহা রথ্যাসময়ভেদকঃ॥ ৩৩
বেদনিন্দারতশ্চৈব দেবনিন্দারতস্তথা।
দ্বিজনিন্দারতশ্চৈব তে বর্জ্জ্যাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মসু॥ ৩৪
কৃতঘ্নঃ পিশুনঃ ক্রূরো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।
মিত্রঘ্নঃ পারদার্য্যশ্চ মিথ্যাপণ্ডিতদূষকঃ॥ ৩৫
বহুনাত্র কিমুক্তেন বিহিতান্যেব কুর্ব্বতে।
নিন্দিতান্যাচরন্তে তে বর্জ্জ্যাঃ শ্রাদ্ধে প্রযত্নতঃ॥ ৩৬

ইত্যৌশনসস্মৃতৌ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পতি বলে) অগ্রেদিধিষুপতি, গৃহদাহী, কুণ্ডাশী (কুণ্ড পূর্ব্বোক্ত জারজপুত্রবিশেষ, তাহার অন্নভোজী) সোমরসবিক্রয়ী ব্রাহ্মণ, পরিবেত্তা, পরিবিত্তি, নিরাকৃতি (অর্থাৎ যে, পঞ্চমহাযজ্ঞ না করে) পুনর্ভূপুত্র, কুসীদজীবী, নক্ষত্রদর্শক (জ্যোতিষশাস্ত্রোপজীবী) গীতবাদ্যশীল, ব্যাধিযুক্ত, কাণ, হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, অবকীর্ণী, কন্যাদূষক, কুণ্ড, গোলক, অভিশপ্ত, দেবল, দূষিত ব্রহ্মচারী ও যতি, মিত্রদ্রোহী, খল, যে সর্ব্বদা স্ত্রীলোককে প্রহার করে, (উপযুক্ত কারণ ব্যতীত) মাতাপিতা ও গুরুত্যাগী, ভার্য্যাত্যাগী, অনপত্য, কূটসাক্ষী, সূপকার, সর্পজীবী, সমুদ্রযাত্রাকারী, কৃতঘ্ন, বর্ত্মভেদক, বিশ্বাসঘাতক, বেদনিন্দারত, দেবনিন্দারত এবং দ্বিজনিন্দারত, এই সকল ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্ম্মে বর্জ্জনীয়। (কেননা যে বেদনিন্দক, সে কৃতঘ্ন, সে খল, সে ক্রূর এবং সে নাস্তিক। মিত্রঘাতী—পরদারগামী এবং পাঁশুতের অযথাদোষকীর্ত্তনকারী, (ইহারাও শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়)। এ বিষয় বলা নিষ্প্রয়োজন, যাহারা বিহিত কার্য্য করিয়াও নিন্দিত কর্ম্ম করে, শ্রাদ্ধকর্ম্মে তাহাদিগকেও যত্নসহকারে পরিত্যাগ করিবে। ২২—৩৬।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

গোময়েনোদকৈঃ পূর্ব্বং শোধয়িত্বা সমাহিতঃ।
সন্নিপাত্য দ্বিজান্ সর্ব্বান্ সাধুভিঃ সন্নিমন্ত্রয়েৎ॥ ১
শ্বো ভবিষ্যতি মে শ্রাদ্ধং পূর্ব্বেদ্যুরভিবক্ষ্যতি।
অসম্ভবে পরেদ্যুর্ব্বা যথোক্তৈর্লক্ষণৈর্যুতম্॥ ২
তস্য তে পিতরঃ শ্রুত্বা শ্রাদ্ধকাল উপস্থিতে।
অন্যোন্যমনসা ধ্যাত্বা সম্পতন্তি মনোজবাঃ॥ ৩
ব্রাহ্মণাস্তে সমায়ান্তি পিতরো হ্যন্তরিক্ষগাঃ।
বায়ুভূতাশ্চ তিষ্ঠন্তি ভুক্ত্বা যান্তি পরাং গতিম্॥ ৪
আমন্ত্রিতাশ্চ যে বিপ্রাঃ শ্রাদ্ধকাল উপস্থিতে।
বসেরন নিয়তাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণাঃ॥ ৫
অক্রোধনোঽত্বরো যত্র সত্যবাদী সমাহিতঃ।
ভয়মৈথুনমধ্বানং শ্রাদ্ধভুগ্বর্জ্জয়েজ্জপম্॥ ৬
আমন্ত্রিতো ব্রাহ্মণো বৈ যোঽন্যস্মৈ কুরুতে ক্ষণম্।
আমন্ত্রয়িত্বা যো মোহাদন্যং বামন্ত্রয়েদ্দ্বিজঃ।

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন উৎকৃষ্ট গোময়জল দ্বারা (শ্রাদ্ধভূমি) সম্মার্জ্জিত করিয়া সংযতভাবে অবস্থিত শ্রাদ্ধকর্ত্তা, (পাত্রান্নদানে অভিমত) সকল ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া "আগামী কল্য আমি শ্রাদ্ধ করিব ("আপনি পাত্রাসন অলঙ্কৃত করিবেন") এই কথা বলিয়া পূর্ব্বদিনে তাঁহাদিগকে একে একে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে। পূর্ব্বদিনে সম্ভাবনা না হইলে পরদিনেই যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণকে (নিমন্ত্রিত করিবে)। শ্রাদ্ধকর্ত্তার সেই সকল (সম্প্রদানীয়) পিতৃপিতামহগণ জানিতে পারিয়া শ্রাদ্ধ-সময় উপস্থিত হইলে অনন্যমনে চিন্তা করত মনোবেগে (পিতৃলোক হইতে আগত হন) সেই সকল (নিমন্ত্রিত) ব্রাহ্মণ আগমন করেন এবং অন্তরীক্ষচারী হইয়া পিতৃগণও তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। (শ্রাদ্ধকালে) পিতৃগণ প্রাণবায়ুবৎ অবস্থিতি করেন, অনন্তর ভোজন সমাপ্ত হইলে পরম গতি প্রাপ্ত হন। যে সকল ব্রাহ্মণ যে শ্রাদ্ধে উপস্থিত হওয়ায় নিমন্ত্রিত হন, তাঁহারা সেই শ্রাদ্ধে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ এবং সংযত হইয়া থাকিবেন।—প্রত্যেকেই ক্রোধশূন্য, ত্বরাশূন্য, সত্যবাদী ও সমাহিত হইয়া থাকিবেন। শ্রাদ্ধান্নভোজী ব্যক্তি সেই দিনে ভয়, মৈথুন, অধ্বগমন এবং সন্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগ করিবে। যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যের নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, সে পাপী এবং

স তস্মাদধিকঃ পাপী বিষ্ঠাকোটৌ হি জায়তে॥ ৭
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতো বিপ্রো মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি।
ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি তির্য্যগ যোনিষু জায়তে॥ ৮
নিমন্ত্রিতশ্চ যো বিপ্রো হ্যধ্বানং যাতি দুর্ম্মতিঃ।
ভবন্তি পিতরস্তস্য তন্মাসং পাংশুভোজনাঃ॥ ৯
নিমন্ত্রিতশ্চ যঃ শ্রাদ্ধে প্রকুর্য্যাৎ কলহং দ্বিজঃ।
ভবন্তি তস্য তন্মাসং পিতরো মলভোজনাঃ॥ ১০
তস্মান্নিমন্ত্রিতঃ শ্রাদ্ধে নিয়তাত্মা ভবেদ্ দ্বিজঃ
অক্রোধনঃ শৌচপরঃ কর্ত্তা চৈব জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১১
শোভতে দক্ষিণাং গত্বা দিশং দর্ভাৎ সমাহিতঃ।
সমূলান্নাহরেদ্বারি দক্ষিণাগ্রাৎ সুনির্ম্মলাৎ॥ ১২
দক্ষিণাপ্রবণং স্নিগ্ধং বিভক্তশুভলক্ষণম্।
শুচিদেশং বিবিক্তঞ্চ গোময়েনোপলেপয়েৎ॥ ১৩
নদীতীরেষ্ তীর্থেষু স্বভূমৌ গিরিসানুষু।
বিবিক্তেষূ ন তুষ্যন্তি দত্তেন পিতরস্তথা॥ ১৪
পরস্য ভূমিভাগে তু পিতৃণাং বৈ ন নির্ব্বপেৎ।
স্বামিত্বাৎ স বিহন্যেত মোহাদ্যৎ ক্রিয়তে নরৈঃ॥ ১৫
অটব্যঃ পর্ব্বতাঃ পুণ্যাস্তীর্থান্যায়তনানি চ।
সর্ব্বাণ্যস্বামিকান্যাহুর্নহি তেষু পরিগ্রহঃ॥ ১৬
তিলাংশ্চাবকিরেত্তত্র সর্ব্বতো বন্ধয়েদ্দ্বিজঃ।
অসুরোপহতং সর্ব্বং তিলৈঃ শুষ্যত্যজেন বা॥ ১৭
ততোঽন্নং বহুসংস্কারং নৈকব্যঞ্জনমব্যয়ম্।
চোষ্যং পেয়ং সমৃদ্ধঞ্চ যথাশক্ত্যুপকল্পয়েৎ॥ ১৮
ততো নিবৃত্তে মধ্যাহ্নে লুপ্তলোমনখান্ দ্বিজান্।
অভিগম্য যথামার্গং প্রযচ্ছেদ্দন্তধাবনম্॥ ১৯
তৈলমভ্যঞ্জনং স্নানং স্নানীয়ঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
পাত্রৈরৌদুম্বরৈর্দদ্যাদ্বৈশ্বদেবন্তু পূর্ব্বকম্॥ ২০
তত্র স্নাত্বা নিবৃত্তেভ্যঃ প্রত্যুত্থানকৃতাঞ্জলিঃ।
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ সম্প্রযচ্ছেদ্যথাক্রমম্॥ ২১
যে চাত্র বিবদেরন্ বৈ বিপ্রাঃ পূর্ব্বং নিমন্ত্রিতাঃ।
প্রাঙ্মুখান্যাসনান্যেষাং সদর্ভোপহিতানি চ॥ ২২
দক্ষিণাগ্রৈকদর্ভাণি প্রোক্ষিতানি তিলোদকৈঃ॥ ২২
তেষূপবেশয়েদেতান্ ব্রাহ্মণান্ দেবকল্পকান্।
আস্যতামিতি সঙ্কল্প্য আসীরংস্তে পৃথক্ পৃথক্॥ ২৩

যে দ্বিজ আবশ্যকমত একাদি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ মোহবশতঃ অপরকে নিমন্ত্রণ করে, সে পূর্ব্বোক্ত পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী, বিষ্ঠাকীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে বিপ্র শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া মৈথুন করে, সে ব্রহ্মহত্যাপাপে পাপী হয়, সুতরাং নরকভোগান্তে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া (শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া) অধ্বগমন করে, তাহার পিতৃগণ সেই মাস কেবল ধূলি ভোজন করিয়া থাকেন। যে দ্বিজ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া কলহ করে, তাহার পিতৃগণ সেইখানে কেবল মল ভোজন করিয়া থাকেন; অতএব দ্বিজ, শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া সংযতাত্মা হইয়া থাকিবে, শ্রাদ্ধকর্ত্তাও ক্রোধশূন্য শৌচপর ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তার সম্মুখে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া শোভমান নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে সুনির্ম্মল সমূল দক্ষিণাগ্র কুশ ও জল, শ্রাদ্ধকর্ত্তা একাগ্রচিত্তে প্রদান করিবে। ১—১১। দক্ষিণদিকে ঈষৎ নিম্ন স্নিগ্ধ শুভলক্ষণান্বিত, নির্জ্জন, পবিত্র স্থান গোময় দ্বারা লিপ্ত করিবে। নদীতীর, তীর্থ, স্বীয় ভূমি ও গিরিসানু—পবিত্র ও নির্জ্জন এই সকল স্থানে দান করিলে, পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন। পরকীয় ভূমিভাগে পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি করিবে না। মোহবশতঃ মনুষ্যগণ ঐ স্থানে যাহা কিছু করিবে, অপরের স্বামিত্বহেতুক, সেই কার্য্য বিহত হইবে। পবিত্র বন, পর্ব্বত, তীর্থস্থান যজ্ঞায়তন এই সকল স্থান অস্বামিক বলিয়া কথিত, তাহাতে কাহারও অধিকার নাই। দ্বিজ, সেই স্থান চিহ্নিত করিয়া লইবে এবং সেই স্থানের মধ্যে তিল বিকিরণ করিবে, অসুরদূষিত সকলস্থানই তিল ও যববিশেষ দ্বারা শুদ্ধ হয়। অনন্তর বহুধাসংস্কৃত বহুব্যঞ্জনান্বিত, অব্যয় অর্থাৎ নূতন এবং যাহা হইতে পূর্ব্বে কিছুমাত্র ব্যয় হয় নাই, চোষ্য এবং পেয়যুক্ত, অন্ন, যথাশক্তি প্রস্তুত করিবে। অনন্তর মধ্যাহ্নকাল নিবৃত্ত হইলে, ছিন্ননখশ্মশ্রু দ্বিজগণের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাপদ্ধতি দন্তধাবন করিতে দিবে। তৈল, অভ্যঞ্জন, স্নানজল, স্নানীয়, গন্ধাদি বিবিধ দ্রব্য, ঔডুম্বরপাত্রে প্রদান করিবে; বৈশ্বদেব অর্থাৎ দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পূর্ব্বে প্রদান করিবে। ১২—২০। স্নান করিয়া সেই স্থানে সমাগত ব্রাহ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্থান করত পাদ্য, আচমনীয় প্রভৃতি দ্রব্য যথাক্রমে প্রদান করিবে। যে সকল বিপ্র নিমন্ত্রিত হইয়া পূর্ব্বপক্ষে (দৈবপক্ষে) অতিশয় শোভাযুক্ত হন, তাঁহাদিগের দর্ভোপাধানযুক্ত আসন পূর্ব্বমুখ হইবে। সেই সকল আসনের একগাছি দর্ভ, দক্ষিণাগ্র হইবে এবং আসন সমস্ত তিলোদক-প্রোক্ষিত হইবে। তাহাতে "আস্যতাং" উপবেশন কর, বলিয়া দেবকল্প এই সকল ব্রাহ্মণকে উপবেশন

দ্বৌ দৈবে প্রাঙ্মুখৌ পিত্র্যে ত্রয়শ্চোদঙ্মুখাস্তথা।
একৈকং বা ভবেত্তত্র এবং মাতামহেম্বপি ॥ ২৪
সৎক্রিয়াং দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদম্।
পঞ্চৈতান্ বিস্তরোহন্তি তস্মান্নেহেত বিস্তরম্ ॥ ২৫
অথবা ভোজয়েদেকং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
শ্রুতিশীলাদিসম্পন্নমলক্ষণবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৬
প্রশস্তপাত্রে চান্নন্তু সর্ব্বস্মাৎ প্রযতাত্মনঃ।
দেবতায়তনে চাস্মৈ ত্রিলোকাৎ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ২৭
প্রাস্তেদগ্নৌ তদন্নন্তু দদ্যাচ্চ ব্রহ্মচারিণে।
ভিক্ষুকো ব্রহ্মচারী বা ভোজনার্থমুপস্থিতঃ ॥ ২৮
উপবিষ্টেষু যচ্ছ্রাদ্ধে কামন্তমপি ভোজয়েৎ।
অতিথির্যত্র নাশ্নাতি ন তচ্ছ্রাদ্ধং প্রকাশ্যতে ॥ ২৯
তস্মাৎ প্রযত্নাত্তীর্থেষু পূজ্যা অতিথয়ো দ্বিজৈঃ।
অতীর্থ্য রমতে শ্রাদ্ধে ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩০
কাকযোনিং ব্রজন্ত্যেতে দত্বা চৈব ন সংশয়ঃ।

করাইবে। তাঁহারাও (ব্রাহ্মণেরা) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দৈবপক্ষে দুই জন পূর্ব্বমুখ হইয়া এবং পিতৃপক্ষে তিন জন উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিবে। অথবা উভয়পক্ষে এক একজন ব্রাহ্মণ থাকিবে। মাতামহপক্ষে এইরূপ নিয়ম। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের আধিক্য,—ব্রাহ্মণপূজা, দক্ষিণাপ্রবণাদিদেশ, অপরাহ্লাদি কাল, পবিত্রতা এবং গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-লাভ, এই পঞ্চবিধ শ্রাদ্ধগুণকে বিনষ্ট করে, তজ্জন্য অধিক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে অভিলাষী হইবে না। অথবা বেদপরায়ণ শ্রুতিশীলাদিসম্পন্ন কু-লক্ষণবর্জ্জিত একজন ব্রাহ্মণকেই ভোজন করাইবে। সকল বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিই প্রশস্ত পাত্রে অন্ন দান করিতে অভিলাষী, দেবতায়তনে এই পাত্রে অন্নদান করিবে (দেবমানবপরিবৃত) ত্রৈলোক্য,—অভিলাষী। পাত্রীয়ান্ন অগ্নিতে আহুতি দিবে। অনন্তর ব্রহ্মচারীকে (নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ) ভোজন করিতে দিবে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ (ভোজনে) উপবিষ্ট হইলে, যে ভিক্ষুক বা ব্রহ্মচারী ভোজন করিবার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকেও উত্তম ভোজন করাইবে। কেননা, যে শ্রাদ্ধে অতিথিতে ভোজন না করে, সে শ্রাদ্ধ বিশেষ প্রশস্ত নহে; অতএব তীর্থস্থানেও অতিথি-গণ দ্বিজাতির পূজ্য। যে সকল দ্বিজাতি শ্রাদ্ধে ভোজন করে, তাহারা সেই অহোরাত্র অতিবাহিত না করিয়া মৈথুনাসক্ত হইলে বা দান করিলে, ইহারা কাকযোনি প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

হীনাঙ্গঃ পতিতঃ কুষ্ঠী বণিক্ পুক্কসনাসিকঃ ॥ ৩১
কুক্কুটঃ শূকরশ্বানো বর্জ্জ্যাঃ শ্রাদ্ধেষু দূরতঃ।
বীভৎসমশুচিং ম্লেচ্ছং ন স্পৃশেচ্চ রজস্বলাম্ ॥ ৩২
নীলকাষায়বসনং পাষণ্ডাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
যৎ তত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম পৈতৃকং ব্রাহ্মণান্ প্রতি ॥ ৩৩
তৎ সর্ব্বমেব কর্ত্তব্যং বৈশ্বদেবস্য পূজনম্।
যথোপবিষ্টান্ সর্ব্বাংস্তানলঙ্কুর্য্যাদ্বিভূষণৈঃ ॥ ৩৪
যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ হস্তে ত্বর্ঘ্যং বিনিক্ষেপৎ।
প্রদদ্যাদ্‌গন্ধমাল্যানি ধূপাদীনি চ শক্তিতঃ ॥ ৩৫
অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৃণাং দক্ষিণামুখঃ।
আবাহনং ততঃ কুর্য্যাদুশন্তস্ত্বেত্যৃচা বুধঃ ॥ ৩৬
আবাহ্য তদনুজ্ঞাতো জপেদায়ান্তু নস্ততঃ।
শন্নো দেব্যুদকং পাত্রে তিলোহসীতি তিলাংস্তথা ॥ ৩৭
ক্ষিপ্ত্বা চার্ঘ্যং তথা পূর্ব্বং দত্বা হস্তেষু বৈ পুনঃ।
সংস্রবাংশ্চ ততঃ সর্ব্বান্ পাত্রীকুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৩৮
পিতৃভিঃ সমমেতেন হ্যর্ঘ্যপাত্রং নিধায় চ।
অগ্নৌ করিষ্যে ত্বাদায় পৃচ্ছেদন্নং ঘৃতপ্লুতম্ ॥ ৩৯

হীনাঙ্গ, পতিত, কুষ্ঠী, বণিক্, পুক্কস, পূতি-নাসিক এবং কুক্কুর—ইহাদিগকে শ্রাদ্ধকালে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। (শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা) বীভৎস, অশুচি, ম্লেচ্ছ এবং রজস্বলাকে স্পর্শ করিবে না। ২১—৩২। নীল বসন, বৃথা কাষায়বসন এবং পাষণ্ডগণকে পরিত্যাগ করিবে। তাহাকে (শ্রাদ্ধে) পিতৃপক্ষে, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে কার্য্য কৃত হয়, বৈশ্বদেব-পূজন অর্থাৎ দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণ-পূজন উপলক্ষেও তৎসমস্ত কর্ত্তব্য। যথোপবিষ্ট সেই সকল ব্রাহ্মণকে ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। "যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্তে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। শক্ত্যনুসারে গন্ধ-মাল্য ও ধূপাদি প্রদান করিবে। অনন্তর বিকৃতোত্তরীয় এবং দক্ষিণমুখ হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-দিগের নিকট অনুমতি লইয়া—"উশন্তস্ত্বা" ইত্যাদি আদিমন্ত্র দ্বারা পিতৃগণের আবাহন করিবে। আবাহন করিবার পর "আয়ান্তু নঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। "শন্নো দেবী" মন্ত্র দ্বারা পাত্রে জল এবং "তিলোহসি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিল-ক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-দিগের হস্তে অর্ঘ্য প্রদানানন্তর অর্ঘ্যবিশিষ্ট জল সকল সমাহিত হইয়া (যথাক্রমে) একটী পাত্রে রাখিবে; এই পাত্রসহ প্রথম অর্ঘ্যপাত্রকে পিতৃ-গণের সহিত অর্থাৎ তাঁহাদিগের আবাসস্থানরূপে

কুরুষ্বেতি হ্যনুজ্ঞাতো জুহুয়াদুপবীতবৎ।
যজ্ঞোপবীতিনা হোমঃ কর্ত্তব্যঃ কুশপাণিনা ॥ ৪০
প্রাচীনাবীতকঃ পিত্র্যং বৈশ্বদেবন্তু হোময়েৎ।
দক্ষিণং পাতয়েজ্জানুং দেবান্ পরিচরংস্তদা ॥ ৪১
সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বধা নম ইতি ব্রুবন্।
অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধেতি জুহুয়াত্ততঃ ॥ ৪২
অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণাবেবোপপাদয়েৎ।
মহাদেবান্তিকে বাথ গোষ্ঠে বা সুসমাহিতঃ ॥ ৪৩
ততস্তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কৃত্বা দেবপ্রদক্ষিণম্।
গোময়েনোপলিপ্যোর্ব্ব্যাং কুর্য্যাৎ স্বস্য চ দৈবতম্ ॥৪
মণ্ডলং চতুরস্রং বা দক্ষিণস্যোন্নতং শুভম্।
ত্রিরুল্লিখেৎ তস্য মধ্যং দর্ভেণৈকেন চৈব হি ॥ ৪৫
ততঃ সংস্তীর্য্য তৎস্থানে দর্ভান্ বৈ দক্ষিণাগ্রকান্।
ত্রীন্ পিণ্ডান্নির্ব্বপেত্তত্র হবিঃশেষান্ সমাহিতঃ ॥ ৪৬

রাখিয়া—ঘৃতাক্ত অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক "অগ্নৌকরণমহং করিষ্যে" অর্থাৎ তবে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে। পরে "কুরুষ্ব" অর্থাৎ কর, এইরূপ অনুমতি পাইবার পর উপবীতী হইয়া হোম করিবে, যজ্ঞোপবীতী এবং কুশহস্ত হইয়া হোম করা উচিত। অথবা প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃপক্ষে ও দেবপক্ষে হোম করিবে—পরে, দেবপক্ষ-পরিবেশন করিবার সময়ে দক্ষিণ জানু পাতন করিবে "সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" অনন্তর "অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা" এই বলিয়া হোম করিবে। সুসমাহিত হইয়া মহাদেব-সমীপবর্ত্তি-স্থানে বা গোষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া (শ্রাদ্ধ করিবার সময়ে) অগ্ন্যভাবে ব্রাহ্মণের হস্তেই ঐ মন্ত্র দ্বারা প্রদান করিবে। * ৩৩—৪৩। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগের অনুজ্ঞাত হইয়া দেব প্রদক্ষিণ ও স্বীয় ইষ্টদেব প্রদক্ষিণ করিয়া, গোময়োপলিপ্ত সম্মুখস্থ শাস্ত্রানুকূল এবং মঙ্গলজনক চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে। একটী স্তম্ভ করিয়া সেই মণ্ডলমধ্য তিনবার আলোড়িত করিবে। অনন্তর সেই স্থানে দক্ষিণাগ্র দর্ভমুষ্টি বিছাইয়া, একাগ্রচিত্তে তাহাতে হুতাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা তিনটী পিণ্ড প্রদান করিবে। অনন্তর তাহাতে পিণ্ডদান

---

* "মহাদেব-সমীপবর্ত্তি-স্থানে বা গোষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া" কথাটী, ঐ দুই স্থান যে শ্রাদ্ধের পক্ষে প্রশস্ত তাহা জানাইবার জন্য। কেহ কহেন, অগ্ন্যভাবে, ব্রাহ্মণের হস্তে, মহাদেবসমীপে বা গোষ্ঠে দিবে।

দাপ্য পিণ্ডাংস্ততস্তত্র নিমৃজ্যাল্লেপভাগিনাম্।
তেষু দর্ভেষ্বথাচম্য ত্রিরাচম্য শনৈরসূন্ ॥ ৪৭
উদকং নিনয়েচ্ছেষং শনৈঃ পিণ্ডান্তিকে পুনঃ।
অবজিঘ্রেচ্চ তান্ পিণ্ডান্ যথা সমাহিতঃ ॥ ৪৮
অথ পিণ্ডাবশিষ্টান্নং বিধিনা ভোজয়েদ্দ্বিজম্।
ষড়ৃতূংশ্চ নমস্কুর্য্যাৎ পিতৄন্ দেবাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥ ৪৯
শ্রাদ্ধভোজনকালে তু দীপো যদি বিনশ্যতি।
পুনরন্নং ন ভোক্তব্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৫০
মাষানপূপান্ বিবিধান্ দদ্যাৎ সরসপায়সম্।
সূপশাকফলানিষ্টান্ পয়ো দধি ঘৃতং মধু ॥ ৫১
অন্নঞ্চৈব যথাকামং বিবিধং ভক্ষ্যপেয়কম্।
যদ্যদিষ্টং দ্বিজেন্দ্রাণাং তত্তৎ সর্ব্বং নিবেদয়েৎ ॥ ৫২
ধান্যাংস্তিলাংশ্চ বিবিধাঃ শর্করা বিবিধাস্তথা।
উষ্ণমন্নং দ্বিজাতিভ্যো দাতব্যং শ্রেয় ইচ্ছতা ॥ ৫৩
অন্যত্র ফলমূলেভ্যঃ পানকেভ্যস্তথৈব চ।
নাশ্রূণি পাতয়েজ্জাতু ন কুপ্যান্নানৃতং বদেৎ ॥ ৫৪
ন পাদেন স্পৃশেদন্নং ন চৈনমবধূনয়েৎ।

করিয়া লেপভোজিগণের তৃপ্তির জন্য সেই সকল আস্তীর্ণ দর্ভে হস্তঘর্ষণ করিবে; অনন্তর ক্রমে, আচমন ও প্রাণায়াম করিয়া, পিণ্ডসমীপে, ধীরে ধীরে শেষ জলধারা দিবে। অনন্তর সমাহিত হইয়া, ঈষৎ আঘ্রাতে পিণ্ড সকলকে অবহত করিবে। অনন্তর পিণ্ডাবশিষ্ট অন্ন যথাবিধি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহাতে (শ্রাদ্ধে) ছয় ঋতু, পিতৃলোক, দেবতাকে প্রণাম করিবে। শ্রাদ্ধান্ন ভোজনকালে যদি দীপ নির্ব্বাণ হয়, তাহা হইলে, আর অন্ন ভোজন করিবে না, ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ৪৪—৫০। মাষ, বিবিধ অপূপ, সরস পায়স, অভিলষিত সূপ, শাক, ফল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধু প্রদান করিবে। যথাভিলষিত অন্ন ও বিবিধ ভক্ষ্য, পেয় এবং অন্যান্য যাহা যাহা নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগের অভিলষিত, তত্তৎসমস্ত বস্তুই প্রদান করিবে। ধান্য, বিবিধ তিল, বিবিধ শর্করাও দিবে। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি—ফল, মূল এবং পানীয় দ্রব্য ভিন্ন সকল প্রকার খাদ্যই উষ্ণ থাকিতে দ্বিজগণকে প্রদান করিবে। (তৎকালে) কদাচ অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে না, ক্রোধ করিবে না এবং মিথ্যাকথা বলিবে না। পাদ দ্বারা অন্ন স্পর্শ করিবে না এবং ইহা (অন্ন) অবধূনিত (ইতস্ততঃ

ক্রোধেনৈব চ যদ্দত্তং যদ্দত্তং ত্বরয়া পুনঃ ॥ ৫৫
যাতুধানা বিলুম্পন্তি যচ্চ পাপোপপাদিতম্।
স্বিন্নগাত্রো ন তিষ্ঠেত সন্নিধৌ তু দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৫৬
নাবপশ্যেত কাকাদীন পক্ষিণস্তু ন বারয়েৎ।
তদ্রূপাঃ পিতরস্তত্র সমায়ান্তি বুভুৎসবঃ ॥ ৫৭
ন দদ্যাত্তত্র হস্তেন প্রত্যক্ষলবণং তথা।
ন চায়সেন পাত্রেণ ন চৈবাশ্রদ্ধয়া পুনঃ ॥ ৫৮
কাঞ্চনেন তু পাত্রেণ তথা স্বৌডুম্বরেণ চ।
উত্তমাধিপত্যং যাতি খড়্গেন তু বিশেষতঃ ॥ ৫৯
পাত্রে তু মৃন্ময়ে যো বৈ শ্রাদ্ধে ভোজয়তে পিতৃন্।
স যাতি নরকং ঘোরং ভোক্তা চৈব পুরোধসঃ ॥ ৬০
ন পঙ্‌ক্ত্যা বিষমং দদ্যান্ন যাচেত ন বাদয়েৎ।
যাচিতাদপি চাত্মানং নরকং যাতি ভীষণম্ ॥ ৬১
ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ পৃষ্টো ন ব্রূয়াৎ প্রকৃতান্ গুণান্।
তাবদ্ধি পিতরোঽশ্নন্তি যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥ ৬২
নাগ্রাসনোপবিষ্টস্তু ভুঞ্জীত প্রথমং দ্বিজঃ।
বহূনাং পশ্যতাং সোঽজ্ঞঃ পঙ্‌ক্ত্যা হরতি কিল্বিষম্ ॥ ৬৩
ন কিঞ্চিদ্বর্জ্জয়েচ্ছ্রাদ্ধে নিযুক্তস্তু দ্বিজোত্তমঃ।
ন মাষং প্রতিষেধেত ন চান্যস্যান্নমীক্ষয়েৎ ॥ ৬৪
যো নাশ্নাতি দ্বিজো মাষং নিযুক্তঃ পিতৃকর্ম্মণি।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্ ॥ ৬৫
স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েদেষাং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
ইতিহাসপুরাণানি শ্রাদ্ধকল্পান্ সুশোভনান্ ॥ ৬৬
ততোঽন্নমুৎসৃজেদ্‌ভুক্তেষ্বগ্রতো বিকিরেদ্‌ভুবি।
পৃষ্ট্বা স্বদিতমিত্যেবং তৃপ্তানাচাময়েত্ততঃ ॥ ৬৭
আচান্তাননুজানীয়াদভি ভো রম্যতামিতি।
স্বধাস্ত্বিতি চ তং ব্রূয়ুর্ব্রাহ্মণাস্তদনন্তরম্ ॥ ৬৮
ততো ভুক্তবতাং তেষামন্নশেষন্তু বেদয়েৎ।
যথা ব্রূয়াত্তথা কুর্য্যাদনুজ্ঞাতস্তু তৈর্দ্বিজৈঃ ॥ ৬৯
পিত্র্যে স্বদিতমিত্যেব বাচ্যং গোষ্ঠেষু সূনৃতম্।
সম্পন্নমিত্যভ্যুদয়ে দেবে রুচিতমিত্যপি ॥ ৭০

বিক্ষিপ্ত) করিবে না। যাহা ক্রোধসহকারে প্রদত্ত, যাহা ত্বরাপূর্ব্বক প্রদত্ত এবং যাহা পাপিষ্ঠসম্বদ্ধ, সেই সকল অন্ন, রাক্ষসেরা বিলুপ্ত করে। স্বিন্নগাত্র হইয়া ভোক্তৃব্রাহ্মণদিগের সমীপে অবস্থান করিবে না। কাকাদি অবলোকন করিবে না। পক্ষিগণকে তাড়াইয়া দিবে না, কারণ পিতৃগণ সেই সমস্ত রূপ ধারণ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য শ্রাদ্ধস্থানে উপস্থিত থাকেন, তাহাতে শ্রাদ্ধ-ভোক্তৃব্রাহ্মণকে, হস্তে করিয়া অর্থাৎ পাত্রাদি না লইয়া কেবল হস্তসাহায্যে কোন বস্তু প্রদান করিবে না। প্রত্যক্ষ (কোন বস্তুর সহিত অমিশ্রিত) লবণ প্রদান করিবে না। লৌহময় পাত্রে করিয়া দিবে না এবং অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিবে না। কাঞ্চনপাত্রে বা ঔডুম্বরপাত্রে করিয়া প্রদান করিলে বিশেষতঃ খড়্গ (গণ্ডার-খড়্গ) পাত্রে করিয়া দান করিলে উৎকৃষ্ট আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধে মৃন্ময়পাত্রে করিয়া পিতৃগণকে ভোজন করায়, অর্থাৎ তাঁহাদিগের তৃপ্তিউদ্দেশে তৎপাত্রাসনাসীন ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, সে এবং ভোক্তা, পুরোধা-নরকে গমন করে। ৫১—৬০। পংক্তির মধ্যে ন্যূনাধিক প্রদান করিবে না। ভোক্তার পক্ষে দাতার নিকট যাচ্ঞা করা নিষেধ এবং পরস্পর কলহ করা অকর্ত্তব্য। কেননা, অন্যলোকে অন্ন যাচ্ঞা করিলেও, আপনাকেই ভীষণ নরকে প্রেরণ করে। মৌনাবলম্বী হইয়া ভোজন করিবে, জিজ্ঞাসিত হইলেও প্রস্তুত ভোজ্যের গুণ কীর্ত্তন করিবে না। যেহেতু—যে পর্য্যন্ত ভোজ্য-গুণ কথিত না হয়, ততক্ষণই পিতৃগণ ভোজন (ভোজনজনিত প্রীতি লাভ) করিয়া থাকেন। প্রথমাসনোপবিষ্ট ব্রাহ্মণ দর্শনতৎপর অন্যান্য সকল ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিয়া, অগ্রে ভোজন করিবে না, যে করে, সেই অজ্ঞ, পংক্তির পাপরাশি স্বয়ং গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত দ্বিজোত্তম শ্রাদ্ধীয় বস্তুর কিছুমাত্র পরিত্যাগ করিবে না, মাষকলায় দিতে আসিলেও নিষেধ করিবে না। অপরের অন্ন অবলোকন করিবে না। যে দ্বিজ পিতৃকার্য্যে নিমন্ত্রিত হইয়া মাষ ভোজন না করে, সে জন্মান্তরে এক-বিংশতি জন্ম পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাঁদিগকে স্বাধ্যায় (বেদমন্ত্র), ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ এবং উৎকৃষ্ট-শ্রাদ্ধকল্প (শ্রাদ্ধ প্রতিপাদক শাস্ত্রাংশ) শ্রবণ করাইবে। ব্রাহ্মণদিগের ভোজন হইলে পর, পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণ-দিগকে "স্বদিত" অর্থাৎ উত্তম আহার হইল ত? ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে আচমন করাইবে। কৃতাচমন ব্রাহ্মণদিগকে, ভোঃ অর্থাৎ সম্বোধনপূর্ব্বক "অভিরম্যতাম্" বলিয়া অনুজ্ঞা করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ "স্বধাস্তু" এই বলিবে। অনন্তর কৃতা-হার সে সকল ব্রাহ্মণকে অবশেষের অস্তিত্ব অবগত করাইবে, পরে সেই সকল দ্বিজগণ, যাহা বলিবেন, তাঁহাদিগের অনুজ্ঞাত হইয়া তাহাই করিবে। পিত্র্যে একোদ্দিষ্ট ও পার্ব্বণ (পিতৃপক্ষে) ব্রাহ্মণের প্রতি "স্বদিত" এই কথা—গোষ্ঠে (গোষ্ঠিক শ্রাদ্ধ বিধানিক-

বস্তুজ্য ব্রাহ্মণাংস্তান্ বৈ দেবপূর্ব্বন্তু বাগ্যতঃ ।
দক্ষিণাং দিশমাকাঙ্ক্ষন্ যাচতেঽদো বরান্ পিতৄন্ ॥ ৭১
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি ॥ ৭২
পিণ্ডাংস্তু ভোজ্যং বিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেঽপি বা
প্রক্ষিপেৎ সৎসু বিপ্রেষু দ্বিজোচ্ছিষ্টং ন মার্জ্জয়েৎ ॥
মধ্যমং তং ততঃ পিণ্ডং দদ্যাৎ পত্ন্যৈ সুতার্থকঃ ।
প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য জ্ঞাতিশেষেণ ভোজয়েৎ ॥ ৭৪
জ্ঞাতিষ্বপি চ তুষ্টেষু স্বান্ ভৃত্যান্ ভোজয়েত্ততঃ ।
পশ্চাৎ স্বয়ঞ্চ পত্নীভিঃ শেষমন্নং সমাচরেৎ ॥ ৭৫
নোদ্বীক্ষেত তদুচ্ছিষ্টং যাবন্নাস্তং গতো রবিঃ ।
ব্রহ্মচর্য্যং চরেত্তাস্তু দম্পতী রজনীন্তু তাম্ ॥ ৭৬
দত্ত্বা শ্রাদ্ধং ততো ভুক্ত্বা সেবতে যস্তু মৈথুনম্ ।
মহারৌরবমাসাদ্য কীটযোনিং ব্রজেৎ পুনঃ ॥ ৭৭
শুচিরক্রোধনঃ শান্তঃ সত্যবাদী সমাহিতঃ ।
স্বাধ্যায়ঞ্চ তথা ধ্যানং কর্ত্তা ভোক্তা বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭৮
শ্রাদ্ধং দত্ত্বা পরং শ্রাদ্ধং ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ ।
মহাপাতকিনা তুল্যা যান্তি তে নরকান্ বহূন্ ॥ ৭৯
এষ বোঽভিহিতঃ সম্যক্ শ্রাদ্ধকল্পঃ সনাতনঃ ।
আমং নিবর্ত্তয়ন্নিত্যমুদাসীনো ন তত্ত্বতঃ ॥ ৮
অনগ্নিরধ্বগো বাপি তথৈব ব্যসনান্বিতঃ ।
আমশ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্বৃষলস্তু সদৈব হি ॥ ৮১
আমশ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্বিধিজ্ঞঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
তেনাগ্নৌকরণং কুর্য্যাৎ পিণ্ডাংস্তেনৈব নির্ব্বপেৎ ॥ ৮২
যো হি তদ্বিধিনা কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং সংযতমানসঃ ।
ব্যপেতকল্মষো নিত্যং যাত্যসৌ বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ৮৩
তস্মাৎ সর্ব্বং প্রযত্নেন শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্দ্বিজোত্তমঃ ।
আরাধিতো ভবেদীশস্তেন সম্যক্ সনাতনঃ ॥ ৮৪
অপি মূলফলৈর্ব্বাপি প্রকুর্য্যান্নির্দ্ধনো দ্বিজঃ ।
তিলোদকৈস্তর্পয়িত্বা পিতৄন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৮৫

কথিত শ্রাদ্ধবিশেষ তাহাতে) "সুশ্রুত" এই কথা—অভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে "সম্পন্ন" এই কথা,—এবং দৈবপক্ষে "রুচিত" এই কথাই কর্ত্তব্য। ৬১—৭০। দৈবপক্ষীয় ব্রাহ্মণক্রমে সেই সকল ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক, দক্ষিণদিক্ অবলোকন করত পিতৃগণ-সন্নিধানে এই (নিম্নলিখিত) বর সকল প্রার্থনা করিবে। (যেন) আমাদিগের বংশে দানশীল পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, আমাদিগের যেন বেদ (অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি দ্বারা) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের বংশে যেন বেদার্থশ্রদ্ধা অন্তর্হিত না হয় এবং আমাদিগের বংশে যেন বহু দেয় (ধনাদি) হয়। পিণ্ড সকলকে, গাভীকে, ছাগকে, বিপ্রকে অগ্নিতে বা জলে, অর্পণ করিবে এবং ব্রাহ্মণেরা আসনে উপবিষ্ট থাকিতে তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনা করা নিষিদ্ধ। সুতার্থী ব্যক্তি সেই সকল পিণ্ড হইতে মধ্যম পিণ্ডটী পত্নীকে দিবে (পত্নীও "আধত্ত পিতরো গর্ভ" ইত্যাদি মন্ত্রানুসারে তাহা ভোজন করিবে) অনন্তর হস্তপ্রক্ষালনও আচমন করিয়া শেষে জ্ঞাতিগণকে ভোজন করাইবে। জ্ঞাতিগণ পরিতুষ্ট হইলে পর স্বীয় ভ্রাতৃগণকে ভোজন করাইবে। সর্ব্বশেষে পত্নীগণের সহিত স্বয়ং শেষ অন্ন ভোজন করিবে। যতক্ষণ সূর্য্য অস্তমিত না হন, ততক্ষণ সেই উচ্ছিষ্ট অলোকন করিবে না। পতি-পত্নী সেই রজনীতে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকিবে। যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধদান, বা শ্রাদ্ধভোজন করিয়া মৈথুনসেবা করে, সে মহারৌরব ভোগ করিয়া পরে আবার কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয়।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা সেই দিন শুচি, অক্রোধ, শান্ত, সত্যবাদী এবং সমাহিত হইবে আর স্বাধ্যায় ও সন্ধ্যোপাসনা বা দান পরিত্যাগ করিবে। যে সকল দ্বিজাতি শ্রাদ্ধ করিয়া অপরের শ্রাদ্ধ ভোজন করে, তাহারা মহাপাতকীর তুল্য, সুতরাং বহু নরকে গমন করে। এই চিরপ্রচলিত শ্রাদ্ধকল্প সম্পূর্ণরূপে তোমাদিগকে বলিলাম *। উদাসীন ব্যক্তিই নিত্য আমশ্রাদ্ধ করিবে, এইজন্য (গৃহস্থ) তাহা করিবে না। ৭১—৮০। নিরগ্নি অধ্বগ ও ব্যসনান্বিত দ্বিজ, আমান্ন দ্বারা (পার্ব্বণ) শ্রাদ্ধ করিবে, শূদ্র আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ সর্ব্বদাই করিবে। বিধিজ্ঞ দ্বিজ, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া (আমশ্রাদ্ধ, করিবে, (তখন) তদ্দ্বারাই "অগ্নৌকরণ" করিবে এবং তদ্দ্বারাই পিণ্ডদান করিবে। যে ব্যক্তি সংযতচিত্ত হইয়া বিধি অনুসারে আবশ্যকমত এই শ্রাদ্ধ করে, সে পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়; অতএব দ্বিজোত্তম, বিধিযত্নসহকারে সকল শ্রাদ্ধ করিবে। তদ্দ্বারা অনাদি অনন্ত ঈশ্বর সম্যক্ প্রকারে আরাধিত হন। হে দ্বিজগণ! নির্দ্ধন দ্বিজোত্তম স্নানান্তে তিলোদক দ্বারা পিতৃতর্পণ করিয়া ফল মূল দ্বারাও শ্রাদ্ধ করিবে। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে শ্রাদ্ধ করিবে না (সুতরাং তাহাদিগের

* এই শ্রাদ্ধপদ্ধতি, শাখান্তরীয়, অথবা ইহাতে যথাযথ অনুক্রমে ও সম্পূর্ণভাবে বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ নাই, ব্যুৎক্রমেও আছে; স্ব-স্ব-গৃহ্য সূত্রানুসারে ক্রমনির্ণয় ও পুরাণাদি করিয়া লইবে।

ন জীবৎপিতৃকো দন্তাদ্ধোমান্তং বা বিধীয়তে।
যেষাঞ্চাপি সমাদদ্যাত্তেষাঞ্চৈকে প্রচক্ষতে ॥ ৮৬
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
যো যস্য ম্রিয়তে তস্মৈ দেয়ং নান্যস্য তেন তু ॥ ৮৭
ভোজয়েদ্বাপি জীবন্তং যথাকামন্তু ভক্তিতঃ।
ন জীবন্তমতিক্রম্য দদাতি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ ॥ ৮৮
দ্ব্যামুষ্যায়ণকো দদ্যাদ্বীজক্ষেত্রিকয়োস্তথাহি সঃ।
রিক্থয়া ভার্য্যয়া দদ্যান্নিয়োগোৎপাদিতো যদি ॥ ৮৯
অনিযুক্তঃ সুতো যস্য শুক্রতো জায়তে ত্বিহ।
প্রদদ্যাদ্বীজিনে পিণ্ডং ক্ষেত্রিণে তু ততন্যথা ॥ ৯০
দ্বৌ পিণ্ডৌ নির্ব্বপেত্তাভ্যাং ক্ষেত্রিণে বীজিনে তথা।
কীর্ত্তয়েদথবৈকস্মিন্ বীজিনং ক্ষেত্রিণে ততঃ ॥ ৯১
মৃতেহহনি তু কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টবিধানতঃ।
অশৌচস্বনিরীক্ষ্যাণঃ কাম্যং কাময়তে পুনঃ ॥ ৯২
পূর্ব্বাহ্নে চৈব কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ার্থিনা।
দৈবং তৎ সর্ব্বমেবং স্যান্নবৈ কার্য্যা বহিঃ ক্রিয়া ॥ ৯৩
দর্ভাশ্চ পরিতঃ স্থাপ্যাস্তদা স ভোজয়েদ্দ্বিজান্।
নান্দীমুখাশ্চ পিতরঃ প্রীয়ন্তামিতি বাচয়েৎ ॥ ৯৪
মাতৃশ্রাদ্ধন্তু পূর্ব্বং স্যাৎ পিতৄণাং তদনন্তরম্।
ততো মাতামহানাঞ্চ বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ং স্মৃতম্ ॥ ৯৫
দৈবপূর্ব্বং প্রদদ্যাদ্বৈ ন কুর্য্যাদপ্রদক্ষিণম্ ॥ ৯৬
প্রাঙ্মুখো নির্ব্বপেৎ পিণ্ডানুপবীতী সমাহিতঃ।
স্থণ্ডিলেষু বিচিত্রেষু প্রতিমাসু দ্বিজাতিষু ॥ ৯৭
পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ভূষণৈরপি পূজ্য চ
পূজয়িত্বা মাতৃগণং কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধত্রয়ং বুধঃ ॥ ৯৮

হোমান্ত কার্য্যই বিহিত অর্থাৎ নিত্য শ্রাদ্ধ তর্পণাদি না থাকায় স্নান সন্ধ্যা ও হোমাদি করিবে) অথবা পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ করেন, তাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে, ইহা প্রধান পণ্ডিতদিগের মত (প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে এবং আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে জীব-পিতৃকের অধিকার জ্ঞাপনার্থ শেষ পক্ষ কথিত হইয়াছে)। যাহার, পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ, ইহাদিগের মধ্যে যে মরিবে তাহাকে সে পিণ্ড দিবে, অপরের দিবে না এবং উহাদিগের মধ্যে জীবন্তকে ভক্তিসহকারে যথেচ্ছ ভোজন করাইবে। জীবন্তকে ত্যাগ করিয়া অপরকে দান করা অনুচিত, এইরূপ শ্রুতি জানা আছে। দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্র উভয় পিতাকে পিণ্ড দিবে, কারণ সে (দ্ব্যামুষ্যায়ণ) বীজ হইতে উৎপন্ন (এই জন্য জনক পিতাকে পিণ্ড দিবে) এবং যদি (ক্ষেত্রী) অপত্যশূন্য ভার্য্যা দ্বারা নিয়োগধর্ম্মে পুত্রোৎপাদিত করে, (তবেই সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ) —এই জন্য ক্ষেত্রী পিতাকেও দিবে। পুত্র না থাকায় স্বামীর, স্বামীর অবিদ্যমানে অন্য কোন গুরুজনের নিয়োগে (নিয়োগ-ধর্ম্ম যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায়ের। ৬৮। ৬৯। শ্লোকে কথিত হইয়াছে) বাগ্দত্তা পত্নী অপুত্র দেবরাদি দ্বারা, 'ইহাতে যে পুত্র হইবে, তাহা আমাদিগের উভয়েরই অঙ্গীকারপূর্ব্বক যে পুত্র উৎপাদিত করিবে, সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ—নিজ জননীর স্বামী, (ক্ষেত্রী এবং জনক উভয়েরই' এই পিণ্ডদানে অধিকারী। বিনা নিয়োগে যাহার বীর্য্য হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র, সেই বীজ পিতাকেই পিণ্ড দিবে। ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ নিয়োগধর্ম্মানুসারে এবং 'যে পুত্র হইবে তাহা আমাদিগের উভয়েরই' এরূপ স্বীকার না করিয়া উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রী পিতাকে পিণ্ডদান করিবে।৮১—৯০। (পার্ব্বণশ্রাদ্ধে দ্ব্যামুষ্যায়ণ ব্যক্তি) ক্ষেত্রী পিতা ও বীজী পিতার (প্রত্যেককে এক একটী করিয়া) দুইটী পিণ্ড দিবে, অথবা এক শ্রাদ্ধে বীজীর নাম কীর্ত্তন (পিণ্ডদানাদি) করিয়া তদনন্তর (সেই দিনেই) অন্যশ্রাদ্ধে ক্ষেত্রীকে পিণ্ড দিবে। মৃততিথিতে একোদ্দিষ্টবিধানে শ্রাদ্ধ করিবে। (মৃততিথি শুদ্ধকালেই হউক আর নাই হউক, যখনই হইবে, সেই সময়েই শ্রাদ্ধ।) কিন্তু যে অভীষ্ট-সিদ্ধি উদ্দেশে কাম্যশ্রাদ্ধ করে, সে (কালের) শৌচ অশৌচও পর্য্যালোচনা করিবে। অভ্যুদয়ার্থী ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে শ্রাদ্ধ করিতে অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পূর্ব্বাহ্নকর্ত্তব্য, সে শ্রাদ্ধের সকল কার্য্যই দৈব (দেবপক্ষীয়বৎ) হইবে।' চারিদিকে (আবশ্যক মত) দর্ভ স্থাপন করিবে, সে শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাহাতে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে, "নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং" অর্থাৎ নান্দীমুখ পিতৃগণ প্রীত হউন, ইহা বলিবে। প্রথমে মাতৃপক্ষীয় শ্রাদ্ধ, অনন্তর পিতৃ-পক্ষীয়, তৎপরে মাতামহপক্ষীয়—বৃদ্ধিকালে এই শ্রাদ্ধত্রয় স্মৃত হইয়াছে, দৈবপূর্ব্বক এই শ্রাদ্ধ দিবে অর্থাৎ এই শ্রাদ্ধত্রয়ের পূর্ব্বে (দেবপক্ষীয় শ্রাদ্ধ) কোন কার্য্যই অপ্রদক্ষিণ (বামাবর্ত্তে) করিবে না। বিচিত্র স্থণ্ডিলে, দেবমূর্ত্তির উপর বা ব্রাহ্মণের উপর পুষ্প ধূপ, নৈবেদ্য ও ভূষণ দ্বারা পূজা করিয়া উপ-বীতী ও পূর্ব্বমুখ থাকিয়াই একাগ্রচিত্তে পিণ্ডদান করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি মাতৃগণের পূজা করিয়া

অকৃত্বা মাতৃযাগন্তু যঃ শ্রাদ্ধং পরিবেষয়েৎ।
তস্য ক্রোধসমাবিষ্টা হিংসামিচ্ছন্তি মাতরঃ॥ ৯৯

ইত্যৌশনসস্মৃতৌ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

দশাহং প্রাহুরাশৌচং সপিণ্ডেষু বিপশ্চিতঃ।
মৃতেঽথবাথ জাতেষু ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১
নিত্যানি চৈব কর্ম্মাণি কাম্যানি চ বিশেষতঃ।
ন কুর্য্যাদ্বিহিতং কিঞ্চিৎ স্বাধ্যায়ং মনসাপি চ॥ ২
শুচিরক্রোধনস্তস্মান্ কালেঽগ্নৌ ভোজয়েদ্দ্বিজান্।
শুষ্কান্নেন ফলৈর্ব্বাপি পিতরং জুহুয়াত্তথা॥ ৩
ন স্পৃশেয়ুরিমানন্যে ন ভূতেভ্যঃ সমাচরেৎ।
সূতকে তু সপিণ্ডানাং সংস্পর্শে নৈব দুষ্যতি।
সূতকে সূতকাঞ্চৈব বর্জ্জয়িত্বা মৃতৌ পুনঃ॥ ৪
অধীয়ানস্তথা যজ্বা বেদবিচ্চাপি যো ভবেৎ।
চতুর্থে পঞ্চমে বাহ্নি সংস্পর্শঃ কথিতো বুধৈঃ॥ ৫
স্পৃশ্যাস্ত সর্ব্ব এবৈতে স্নানাত্তু দশমেঽহনি।
দশাহং নির্গুণঃ প্রোক্তমাশৌচং দাসনির্গুণে॥ ৬
এবং দ্বিত্রিগুণৈর্যুক্তং চতুস্ত্র্যেকদিনে শুচিঃ॥ ৭
চতুর্থে তস্য সংস্পর্শে মনুরাহ প্রজাপতিঃ!
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ॥ ৮
দশাহাত্তু পরং সম্যগধীয়ীত জুহোতি চ।
যে এষাং মরণস্থাহুর্ম্মরণান্তমশৌচকম্॥ ৯
ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা ব্রাহ্মণানামশৌচকম্।
প্রাক্‌সংস্কারাত্ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রমতঃ পরম্॥ ১০

শ্রাদ্ধত্রয় (দৈবপূর্ব্বক) করিবে। যে ব্যক্তি মাতৃযাগ না করিয়া শ্রাদ্ধ করে, মাতৃগণ ক্রোধযুক্ত হইয়া তাঁহার হিংসা করিয়া থাকেন। (গৌরী পদ্মা প্রভৃতি মাতৃগণ ভবিষ্যতে উল্লিখিত হইবে)। ৯১—৯৯

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সপিণ্ডের মধ্যে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণদিগের দশাহ-অশৌচে অহিত হইতে হইবে ভাবিয়া অশৌচে নিত্যকর্ম্ম, বিশেষতঃ কাম্য কর্ম্ম করিবে না, স্বাধ্যায়ের কথা মনেও করিবে না। সাগ্নিক ব্যক্তি শুচি ও অক্রোধ হইয়া অশৌচরহিত দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে, পিতৃগণ-উদ্দেশেও শুষ্কান্ন ও ফল দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। ইহাদিগকে (অশৌচযুক্ত ব্যক্তিগণকে) অপরে স্পর্শ করিবে না, (অশৌচী) ভূতবলি প্রদান করিবে না। জননাশৌচে একমাত্র প্রসূতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য সপিণ্ড স্পর্শ—দোষাবহ নহে; যে অধ্যয়ন-তৎপর, যে যাগশীল বা যে বেদজ্ঞ হইবে; মরণাশৌচে, চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায়, ইহা পণ্ডিতগণের উক্তি *। দশম দিনে স্নানান্তে ইহারা সকলেই অর্থাৎ অত্যন্ত নির্গুণ জাতি এবং পুত্র স্পৃশ্য হইবে। দাস এবং নির্গুণ সপিণ্ডের দশাহ নির্গুণ অশৌচ, ইহা উক্ত হইয়াছে, শ্রৌত বা স্মার্ত্ত অগ্নি যাহার নাই—সে নির্গুণ আর একগুণ (কেবল স্মার্ত্তাগ্নি, পরিচর্য্যা) সম্পন্ন হইলে, চারিদিনে শুচি হইবে। দুইগুণ (শ্রৌতাগ্নি বা স্মার্ত্তাগ্নি পরিচর্য্যা ও সম্পূর্ণ স্বশাখাধ্যয়ন) সম্পন্ন হইলে তিন দিনে শুচি হইবে ও তিনগুণ (শ্রৌত ও স্মার্ত্ত উভয় অগ্নি পরিচর্য্যা এবং সম্পূর্ণরূপে স্বশাখাধ্যয়ন) সম্পন্ন হইলে এক দিনে শুচি হইবে অর্থাৎ দশ দিন, তিন দিন ও একদিন মাত্র অশৌচ হইবে (মূলে "এবং দ্বিত্রিগুণৈর্যুক্তং চতুস্ত্র্যেকদিনে শুচি" না হইয়া "একদ্বিত্রি-গুণৈর্যুক্তশ্চতুস্ত্র্যেকদিনে শুচিঃ" হইবে)। (চতুর্থ দিনাদির পর হোম, অধ্যাপন ও শ্রাদ্ধবিশেষে, তাঁহাদিগের অধিকার হয়, কিন্তু পঞ্চযজ্ঞাদিতে অধিকার দশাহাদির পরেই হইয়া থাকে, অতএব পরবচনে কোন গোলযোগ নাই) দশাহের পর, অধ্যয়ন এবং হোমাদি কার্য্য—সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিবে। (যাহার দশাহ অশৌচ হইয়া থাকে) ইহার, চতুর্থ দিনে অঙ্গস্পৃশ্যতা হয়, ইহা প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন। সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়াহীনের, বেদগ্রহণে অসমর্থ মূর্খের, অথবা যাহারা (অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত) মহারোগী তাহাদিগের মরণান্ত অশৌচ অর্থাৎ তাহাদিগের যাবজ্জীবন অশৌচ। নির্গুণ ব্রাহ্মণের (সপিণ্ড-মৃত্যুতেও) ত্রিরাত্র ও দশরাত্র অশৌচ হয়, (তাহার মধ্যেও সংস্কারের উপনয়নকাল ৬ বৎসর

---

* ব্রাহ্মণের পক্ষে চতুর্থ দিনে স্পর্শ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পঞ্চম দিনে স্পর্শ,—এইরূপ ব্যবস্থিত বিকল্প জানিবে।

জন্মদ্বিবর্ষগে প্রেতে মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে।
ত্রিরাত্রেণ শুচিস্ত্বন্যো যদিহ্যত্যন্তনির্গুণঃ ॥ ১১
অদন্তজাতমরণে মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে।
জাতদন্তে ত্রিরাত্রং স্যাদ্দন্তঃ স্যাদ্যত্র নির্ণয়ঃ ॥ ১২
আ দন্তজন্মনঃ সদ্য আ চৌলাদেকরাত্রকম্।
ত্রিরাত্রমোপনয়নাদ্দশরাত্রমুদাহৃতম্ ॥ ১৩
জাতমাত্রস্য বা তস্য যদি স্যান্মরণং পিতুঃ।
মাতুশ্চ সূতকং তৎ স্যাৎ পিতাস্য স্পৃশ্য এব হি ॥ ১৪
সদ্যঃশৌচং সপিণ্ডানাং কর্ত্তব্যং সোদরস্য তু।
ঊর্দ্ধং দশাহাদেকাহং সোদরো যদি নির্গুণঃ ॥ ১৫
অথোর্দ্ধং দন্তজন্ম স্যাৎ সপিণ্ডানামশৌচকম্।
একরাত্রং নির্গুণানাঞ্চৌলাদূর্দ্ধং ত্রিরাত্রকম্ ॥ ১৬
আদন্তজাতমরণং সম্ভবেদ্যদি সত্তমাঃ।
একরাত্রং সপিণ্ডানাং যদি চাত্যন্তনির্গুণঃ ॥ ১৭
ব্রতাদেশাৎ সপিণ্ডানাং গর্ভস্রাবাচ্চ পাততঃ।
গর্ভচ্যুতাবহোরাত্রং সপিণ্ডেঽত্যন্তনির্গুণে ॥ ১৮
যথেষ্টাচরণাজ্জ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রাদিতি নির্ণয়ঃ।
সূতকে যদি সূতিশ্চ মরণে বা গতির্ভবেৎ ॥ ১৯
শেষেণৈব ভবেচ্ছুদ্ধিরহঃশেষে দ্বিরাত্রকম্!
মরণোৎপত্তিযোগে তু মরণেন সমাপ্যতে ॥ ২০
অঘবৃদ্ধিমদাশৌচমূর্দ্ধং চেৎ তেন শুধ্যতি।

৬ মাসের) পূর্ব্বে, (সপিণ্ড মরণে) ত্রিরাত্র, অতঃ-পর দশরাত্র অশৌচ হইবে। অর্থাৎ সপিণ্ড জ্ঞাতি ৬ বৎসর ২ মাসের মধ্যে মরিলে তিন দিন অশৌচ, পরে মরিলে দশ দিন। ১—১০। জন্ম হইতে দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্তির মধ্যে মৃত্যু হইলে মাতাপিতার তাহাই (দশরাত্র অশৌচই), শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত *। যদি সপিণ্ড অত্যন্ত নির্গুণ হয়, তবে তাহারও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। দন্ত জন্মিবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে মাতাপিতার তাহা (ত্রিরাত্র অশৌচ) ঋষিদিগের অভিপ্রেত। দন্ত জন্মিবার পর মৃত্যু হইলে, সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ। যে সময় দন্তের নির্ণয় হয়, (দন্ত উদ্গত না হইলেও ষষ্ঠমাস বয়ঃক্রম অতীত হইলেই দন্তের নির্ণয় হয় এবং ষষ্ঠ মাসের পূর্ব্বে দন্ত উদ্গত হইলেও দন্তের নির্ণয় হয়) সেই সময় হইতেই জাতদন্ত বলা যায়। চূড়াকরণ এবং উপনয়নে এইরূপ প্রতীতি ও কাল উভয়েরই গ্রহণ; অতএব প্রথম বর্ষে চূড়া বা পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলেও তাহার মরণে যথাক্রমে ত্রিরাত্র বা দশরাত্র অশৌচ হইবে। দন্ত জন্মাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সদ্যঃশৌচ, চূড়াকরণ, (দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্তি) পর্য্যন্ত এক রাত্র, উপনয়ন (৬ বৎসর ২ মাস) পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র (তৎপরে) দশরাত্র অশৌচ কথিত হইয়াছে। সে, (বালক) জন্মমাত্রেই অর্থাৎ সপিণ্ডদিগের অশৌচ কালের মধ্যে মৃত হইলে, পিতা ও মাতার জননাশৌচই থাকিবে, কিন্তু ইহার (মৃতবালকের) পিতা (মাতা ত আছেনই) অস্পৃশ্য হইবে। দশাহের পর মৃত্যু হইলে, সপিণ্ডগণের সদ্যঃশৌচ হইবে, সোদর ভ্রাতার একাহ অশৌচ হইবে, যদি সোদর অত্যন্ত নির্গুণ হয়। দন্তজন্মের ঊর্দ্ধে মৃত্যু হইলে, নির্গুণ সপিণ্ডদিগের একমাত্র এবং চূড়াকরণের পর মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। (১৩ শ্লোকে সদ্যঃ-শৌচ প্রভৃতির সমাপ্তিকাল কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহাদিগের আরম্ভকাল কীর্ত্তিত হইল, এই ভঙ্গীভেদ থাকায় পৌনরুক্ত্য পরিহার হইল।) হে সত্তমগণ! যদি দন্তজন্মের মধ্যে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে নির্গুণ সপিণ্ডদিগের একরাত্র অশৌচ হইবে। পাতস্বরূপ গর্ভস্রাবে * সপিণ্ডদিগের ব্রতাদেশ অর্থাৎ সদ্যঃশৌচ, কিন্তু সপিণ্ড অত্যন্ত নির্গুণ হইলে গর্ভচ্যুতিতে অহোরাত্র অশৌচ, আর ঐ জ্ঞাতি যথেষ্টাচারী হইলে, ত্রিরাত্র অশৌচ, ইহা নিশ্চয়। যদি জননাশৌচের মধ্যে অন্য অন্য জননাশৌচ হয়, অথবা মরণাশৌচের মধ্যে অন্য অন্য গুরুমরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বার্দ্ধপাতী দ্বিতীয়াশৌচ প্রথমাশৌচের অবশিষ্ট দিন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। আর পূর্ব্বাশৌচ শেষদিনে সজাতির পূর্ণ অশৌচ হইলে দুইদিন বৃদ্ধি হইবে। মরণাশৌচ এবং জননাশৌচের পরস্পর সাঙ্কর্য্য হইলে মরণা-শৌচ দ্বারা সেই অশৌচের সমাপ্তি হইবে। ১১—২০। পাপবৃদ্ধিজনক অর্থাৎ গুরু অশৌচ যদি

* অত্যন্ত নির্গুণ মাতাপিতা ও সপিণ্ডের পক্ষে এই ব্যবস্থা, প্রচলিত ব্যবস্থা ১৩ শ্লোকাদি দ্বারা নিরূপিত হইবে।

* তরল পদার্থের স্বস্থানচ্যুতি চরাচর স্রাব নামে অভিহিত; এ স্থলে যাহাতে সে ভ্রম না হয়, তজ্জন্য "পাতস্বরূপ" বলা হইল; মিতাক্ষরামতে চতুর্থ হইতে ষষ্ঠমাস মধ্যে আর রঘুনন্দনমতে সপ্তম অষ্টম মাসে গর্ভস্রাবে এই অশৌচ.

দেশান্তরগতঃ শ্রুত্বা সূতকং শাবমেব বা॥ ২১
তাবদপ্রয়তোঽস্তৈব যাবচ্ছেষঃ সমাপ্যতে।
অতীতে সূতকে প্রোক্তং সপিণ্ডানাং ত্রিরাত্রকম্॥ ২২
তথৈব মরণে স্নানমূর্দ্ধং সংবৎসরাদ্‌ব্রতী।
বেদাংশ্চ যস্ত্বধীয়ানো ন ভবেদ্‌বৃত্তিকর্শিতঃ॥ ২৩
সদ্যঃশৌচং ভবেত্তস্য সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
স্ত্রীণামসংস্কৃতানান্তু প্রদানাৎপরতঃ পিতুঃ॥ ২৪
সপিণ্ডানাং ত্রিরাত্রং স্যাৎ সংস্কারো ভর্তুরেব চ।
অহস্ত্বদত্তকন্যানামশৌচং মরণে স্মৃতম্॥ ২৫

সজাতীয় লঘু অশৌচের পরার্দ্ধপাতী হয়, তাহা হইলে, তদ্দ্বারা (শেষ অশৌচ দ্বারা) শুদ্ধি। (মূলে "অঘবৃদ্ধিমদাশৌচমূর্দ্ধঞ্চেৎ তেন শুধ্যতি" এই স্থলে "অর্দ্ধবৃত্তিমদাশৌচমূর্দ্ধমন্তেন শুধ্যতি" এই পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ,—অর্দ্ধবৃত্তিমৎ অর্থাৎ যাহার অর্দ্ধভাগ অতীত হইয়াছে অশৌচের সেই তৎকালজাত দ্বিতীয় গুরু অশৌচ দ্বারা শুদ্ধি হইবে অর্থাৎ দ্বিতীয় অশৌচের সহিত মিলিত হইয়া তাহার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। সপিণ্ডজননাশৌচ অপেক্ষা পুত্রজননাশৌচ গুরু, সপিণ্ডমরণাশৌচ অপেক্ষা মহাগুরুমরণাশৌচ গুরু।) মূলস্থ এই বচন কিংবা স্মৃত্যন্তরের এইরূপ বচন ও ব্যবস্থা দেখিয়াই "যদি জননাশৌচের মধ্যে অন্য গুরুজননাশৌচ হয়" ইত্যাদি স্থলে গুরুপদ ব্যবহার করিলাম।) দেশান্তরস্থিত ব্যক্তি, জননাশৌচ বা মরণাশৌচ শ্রবণ করিলে যে পর্য্যন্ত সেই অশৌচের অবশিষ্ট দিন সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তাহার অশৌচ থাকিবে। আর মরণাশৌচ শেষ হইয়া যাইবার পর শুনিলে সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। সংবৎসরের পর শ্রবণ করিলে স্নানমাত্রে ঐরূপ শুদ্ধি (ইহা আচার ব্যবস্থাসঙ্গত অনুবাদ) যে বেদাধ্যায়ী অর্থাৎ সগুণ নহে, সেও ব্রতী বা কোন জীবিকানির্ব্বাহ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলে, তাহার সকল কালে সকল অবস্থায়, তত্তৎবিষয়ে সদ্যঃশৌচ হইবে (ব্রতীর—ব্রতে, কারুর কারুকার্য্যে সদ্যঃশৌচ ইত্যাদি); বাগ্দত্তা অসংস্কৃতা (অপরিণীতা) কন্যার মৃত্যুতে পিতার ও সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ এবং বিবাহসংস্কার হইলে ভর্তারই পূর্ণ অশৌচ হইবে। অদত্তা (যাহার বাগ্দান পর্য্যন্ত হয় নাই অথচ দুই বর্ষের অধিক বয়ঃক্রম) কন্যার মৃত্যুতে সপিণ্ডদিগের একাহ অশৌচ হইবে, ইহা স্মৃত হইয়াছে। (তিন

দ্বিবর্ষজন্মমরণে সদ্যঃশৌচমুদাহৃতম্।
আদন্তাৎ সোদরঃ সদ্য আ চৌলাদেকরাত্রকম্॥ ২৬
আপ্রদানাৎ ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশমন্তু ততঃ পরম্।
মাতামহানাং মরণে ত্রিরাত্রং স্যাদশৌচকম্॥ ২৭
একোদরাণাং বিজ্ঞেয়ং সূতকে চৈতদেব হি।
পক্ষিণী যোনিসম্বন্ধে বান্ধবেষু তথৈব চ॥ ২৮
একরাত্রং সমুদ্দিষ্টং গুরৌ সব্রহ্মচারিণি।
প্রেতে রাজনি সদ্যস্তু যস্য স্যাদ্বিষয়ে স্থিতঃ॥ ২৯
গৃহে মৃতাসু দত্তাসু কন্যকাসু ত্র্যহং পিতুঃ।
পরপূর্ব্বাসু ভার্য্যাসু পুত্রেষু কুলজেষু চ॥ ৩০
ত্রিরাত্রং স্যাত্তথাচার্য্যে ভার্য্যাসু প্রত্যগাসু চ।
আচার্য্যপুত্রপত্ন্যোশ্চ অহোরাত্রমুদাহৃতম্॥ ৩১
একরাত্রমুপাধ্যায়ে তথৈব শ্রোত্রিয়েষু চ।
একরাত্রং সপিণ্ডেষু স্বগৃহে সংস্থিতেষু চ॥ ৩২

পুরুষ—প্রপিতামহ পর্য্যন্ত কন্যা সপিণ্ড।) জন্ম হইতে দ্বিতীয় বর্ষ পর্য্যন্তের মধ্যে মরিলে সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ কথিত হইয়াছে। আর সোদর ভ্রাতা ভগিনী দন্ত জন্মের (৬ মাসের) মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ করিবে। চূড়াকরণ সময়ের (২ বৎসরের মধ্যে মরিলে একরাত্র, আর বিবাহ হইবার পূর্ব্বে মরিলে ত্রিরাত্র, তৎপরে অর্থাৎ বিবাহের পর মরিলে ভর্তৃকুলে দশাহ অশৌচ হইবে। মাতামহ-মরণেও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। প্রদত্তা সহোদরা ভগিনীর মরণাশৌচও এইরূপ; (দহনবহনাদি করিলে এইরূপ অশৌচ নচেৎ পক্ষিণী) যোনিসম্বন্ধে অর্থাৎ একগ্রামস্থ শ্বশুরাদি মরণে এবং বান্ধব অর্থাৎ মাতুল, মাতুলপুত্র পিতৃষস্রীয় প্রভৃতি মরণে, পক্ষিণী-অশৌচ, বেদাঙ্গ-শিক্ষক গুরু ও সব্রহ্মচারীর মরণে এক অহোরাত্র অশৌচ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে রাজার অধিকারে বাস করা যায়, তাহার মরণে সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ একাহ অশৌচ। বিবাহিতা কন্যা, পিতৃগৃহে থাকিয়া মরিলে, পিতার ত্রিরাত্র অশৌচ। পরপূর্ব্বা (পুনর্ভূ) ভার্য্যার পুত্র উৎপন্ন হইলে বা ঐ ভার্য্যার মরণে এবং ঔরস ব্যতীত পুত্রের জন্মমরণে (ত্রিরাত্র অশৌচ)। ২১—৩০। আচার্য্যমরণে ত্রিরাত্র অশৌচ। (প্রত্যগা স্বজাতি বা উৎকৃষ্টজাতীয় পুরুষান্তরকে যে আশ্রয় করে) ভার্য্যা, আচার্য্য-পুত্র এবং আচার্য্যপত্নীর মরণে অহোরাত্র অশৌচ, ইহা কথিত হইয়াছে। উপাধ্যায়ের (বেদৈকদেশশিক্ষক এবং জীবিকানির্ব্বাহার্থ—বেদাদি শাস্ত্রাধ্যাপকের) মরণে,

ত্রিরাত্রং শ্বশ্রূমরণে শ্বশুরে চ তথৈব চ।
সদ্যঃশৌচং সমুদ্দিষ্টং সগোত্রে সংস্থিতে সতি ॥ ৩৩
শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূপতিঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৩৪
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রদায়াদা যে স্যুর্বিপ্রস্য সেবকাঃ।
তেষামশেষং বিপ্রস্য দশাহাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৩৫
রাজন্যবৈশ্যাবপ্যেবং হীনবর্ণাসু যোনিষু।
ষড়্‌রাত্রং বা ত্রিরাত্রং বাপ্যেকরাত্রক্রমেণ হি ॥ ৩৬
বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রাণাং শূদ্রেষ্বাশৌচমেব তু।
অর্দ্ধমাসেঽথ ষড়্‌রাত্রং ত্রিরাত্রং দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৩৭
শূদ্রক্ষত্রিয়বিপ্রাণাং বৈশ্যেষ্বাশৌচমিষ্যতে।
ষড়্‌রাত্রং দ্বাদশাহশ্চ বিপ্রাণাং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।
অশৌচং ক্ষত্রিয়ে প্রোক্তং ক্রমেণ দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৩৮

শূদ্রাবিট্‌ক্ষত্রিয়াণান্তু ব্রাহ্মণে সংস্থিতে যদি।
একরাত্রেণ শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৩৯
অসপিণ্ডং দ্বিজপ্রেতং বিপ্রো নিঃসৃত্য বন্ধুবৎ।
অশিত্বা চ সহোষিত্বা দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ৪০
যদি নির্দ্দহতি ক্ষিপ্রং প্রলোভাক্রান্তমানসঃ।
দশাহেন দ্বিজঃ শুধ্যেদ্দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ ॥ ৪১
অর্দ্ধমাসেন বৈশ্যস্তু শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি।
ষড়্‌রাত্রেণাথবা সপ্তত্রিরাত্রেণাথবা পুনঃ ॥ ৪২
অনাথঞ্চৈব নির্বন্ধুং ব্রাহ্মণং ধনবর্জ্জিতম্।
স্নাত্বা সম্প্রাশ্য তু ঘৃতং শুধ্যন্তি ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৪৩
অপরশ্চেৎ পরং বর্ণমপরঞ্চাপরো যদি।
অশৌচে সংস্পৃশেৎ স্নেহাৎ তদাশৌচেন শুধ্যতি।
একাহাৎ ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধির্বৈশ্যে তু স্যাদ্ দ্ব্যহে সতি ॥ ৪৪

(একগ্রামবাসী) শ্রোত্রিয়মরণে একরাত্র অশৌচ। আর নিজগৃহে সপিণ্ডমরণে (অত্যন্ত সগুণের) একরাত্র অশৌচ হইবে। (নিজসমীপে) শ্বশ্রূ শ্বশুরের মৃত্যু হইলে, তাহার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। চতুর্দ্দশ-পুরুষের পরবর্ত্তী সগোত্রের মরণে সদ্যঃ-শৌচ কথিত হইয়াছে। (যেমন) ব্রাহ্মণ, দশাহে শুদ্ধ হয়, (সেইরূপ) ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রবংশীয় যে সকল ব্যক্তি, ব্রাহ্মণের অশেষ অর্থাৎ একমাত্র সেবক, তাহাদিগের (ব্রাহ্মণ-সেবাতে) ব্রাহ্মণবৎ, দশাহে শুদ্ধি—শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত হীনবর্ণ (শূদ্র) জাতির মধ্যে (যে ব্যক্তি) ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে (সেবা করে তাহারও ঐ সেবাকার্য্যে) এইরূপ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যবৎ অশৌচ,—ক্ষত্রিয়সেবক হইলে দ্বাদশদিন গত হওয়ার পর তৎসেবাকার্য্যে শুচি; বৈশ্যসেবক হইলে পঞ্চদশ দিনের পর তৎসেবাকার্য্যে শুচি হইবে। সপিণ্ড-শূদ্রের জন্ম মরণে, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ষড়্‌রাত্র, ত্রিরাত্র ও একরাত্র অশৌচ। অর্থাৎ বৈশ্যের ছয় দিন ক্ষত্রিয়ের তিনদিন, ব্রাহ্মণের একরাত্র অশৌচ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড বৈশ্যের জন্ম-মরণে, শূদ্র ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে অর্দ্ধমাস, ষড়্‌রাত্র ও ত্রিরাত্র অশৌচ অর্থাৎ শূদ্রের ১৫ দিন ক্ষত্রিয়ের ৬ দিন, ও ব্রাহ্মণের ৩ দিন অশৌচ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড ক্ষত্রিয়ের জন্ম-মরণে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য শূদ্রের যথাক্রমে ষড়্‌রাত্র ও দ্বাদশাহ অশৌচ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছয় দিন, বৈশ্য ও শূদ্রের বার দিন অশৌচ। সপিণ্ড

ব্রাহ্মণের জন্মমরণে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের প্রোক্ত (ব্রাহ্মণের যে কয়দিন অশৌচ উক্ত হইয়াছে তাহা—দশ দিন) অশৌচ হইবে *। ব্রাহ্মণ অসপিণ্ড অর্থাৎ অসম্বন্ধী, মৃত ব্রাহ্মণের সৎকার করিলে তাহার একাহ অশৌচ, ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ৩১—৪০। তৎসপিণ্ডের সহিত অন্নভোজন বা সহবাস করিলে দশাহ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে আর লোভাভিভূতচিত্তে (কিছু পাইবার প্রত্যাশায়) যদি শীঘ্র (মৃত ব্রাহ্মণকে) দগ্ধ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, দশরাত্রে শুদ্ধ হইবে; ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য অর্দ্ধমাসে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইবে (এক কথায় বলিতে গেলে যে জাতীয় ব্যক্তি দাহ করিবে, তাহার স্বজাতিনির্দ্দিষ্ট অশৌচ হইবে ইহাই বলা যায়)। অথবা, ষড় সপ্তরাত্র, কিংবা ত্রিরাত্রে শুদ্ধি লাভ করিবে †। অনাথ বন্ধুবান্ধবশূন্য নির্দ্ধন মৃত ব্রাহ্মণের কোনরূপে সৎকার হয় না বুঝিয়া ধর্ম্মার্থ সৎকার করিলে, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি, স্নানান্তে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। যদি নীচবর্ণে, অশৌচকালে স্নেহপ্রযুক্ত উৎকৃষ্ট বর্ণকে, কিম্বা উৎকৃষ্টবর্ণ অপকৃষ্টবর্ণকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে, তদীয় অশৌচ নিবৃত্তিতে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়শবানুগমনে একাহ

* যৎকালে অসবর্ণাবিবাহ প্রচলিত ছিল, তখনকার জন্যই এ ব্যবস্থা।

† লাভতারতম্য সগুণ নির্গুণ এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভেদে অশৌচের কালভেদ।

শূদ্রেষু চ ত্র্যহং প্রোক্তং প্রাণায়ামশতং পুনঃ।
অনস্থিসঞ্চিতে শূদ্রে রৌতি চেদ্ ব্রাহ্মণঃ স্বকৈঃ॥ ৪৫
ত্রিরাত্রং স্যাত্তথাশৌচমেকাহং ক্ষত্রবৈশ্যয়োঃ।
অন্যথা চৈব সজ্যোতির্ব্রাহ্মণো স্নানমেব চ॥ ৪৬
অনস্থিসঞ্চিতে বিপ্রে ব্রাহ্মণো রৌতি চেত্তদা।
স্নানেনৈব ভবেচ্ছুদ্ধিঃ সচৈলেন ন সংশয়ঃ॥ ৪৭
যস্তৈঃ সহান্নং কুর্য্যাচ্চ যানাদীনি তু চৈব হি।
ব্রাহ্মণে বাপরে বাপি দশাহেন বিশুধ্যতি॥ ৪৮
যস্তেষামন্নমশ্নাতি স তু দেবোহপি কামতঃ।
তদাশৌচনিবৃত্তেষু স্নানং কৃত্বা বিশুধ্যতি॥ ৪৯
যাবত্তদন্নমশ্নাতি দুর্ভিক্ষাভিহতো নরঃ।
তাবন্ত্যহান্যশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং ততশ্চরেৎ॥ ৫০
দাহাদ্যশৌচং কর্ত্তব্যং দ্বিজানামগ্নিহোত্রিণাম্।
সপিণ্ডানান্তু মরণে মরণাদিতরেষু চ॥ ৫১

(অশৌচ থাকিবে) তদন্তে শুদ্ধি; বৈশ্যশবানুগমনে দুইদিন পরে শুদ্ধি, শূদ্রশবানুগমনে তিন দিন অশৌচ ভোগ ও শত প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি হইবে। শূদ্রশবের, অস্থিসঞ্চয় না হইতে, ব্রাহ্মণ যদি ঐ শূদ্রের বন্ধুবান্ধবের সহিত উঁহার জন্য রোদন করে, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের তিন দিন অশৌচ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য উহা করিলে তাহাদিগের একাহ অশৌচ। অন্যথা অর্থাৎ অস্থিসঞ্চয় হওয়ার পর রোদন করিলে ব্রাহ্মণের সজ্যোতি সময় অর্থাৎ এক দিন বা এক রাত্রির পরও স্নান করিয়া শুদ্ধি হইবে। আর ব্রাহ্মণের অস্থিসঞ্চয় হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ যদি রোদন করে, তাহা হইলে, সচৈল অর্থাৎ তৎকাল-পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ না করিয়া স্নানমাত্রে শুদ্ধ হইবে; ইহাতে সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে যে ব্যক্তি অশৌচীদিগের সহিত পুনঃপুনঃ অন্ন ভোজন বা একত্র যানাদি ব্যবহার করে, সে দশাহ (অশৌচী ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট অশৌচ কাল) গতে শুদ্ধি লাভ করিবে। যে ব্যক্তি জ্ঞানতঃ তাহাদিগের অন্ন ভোজন করে, দেবতা হইলেও (তাহাকে অশৌচীর অবশিষ্ট অশৌচ কাল) অশৌচ ভাগ করিয়া সেই অশৌচান্তে স্নান করিয়া (নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গায়ত্রী-জপাদির পর) শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। তবে, মনুষ্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া (অশৌচী ব্যক্তির) অন্ন যত দিন ভোজন করিবে, ততদিন অশৌচ ভোগ করিবে। অনন্তর (স্নানাদি) প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৪১—৫০। সাগ্নিক দ্বিজগণ সপিণ্ডমরণে দাহ হইতে এবং অপর ব্যক্তিরা মরণ হইতে অশৌচ ব্যবহার

সপিণ্ডতা চ পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।
সমানোদকভাবস্তু জন্মনাম্নোরবেদনে॥ ৫২
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
লেপভাজস্তু যশ্চাত্মা সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্॥ ৫৩
ঊর্দ্ধানাঞ্চৈব সাপিণ্ড্যমাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ।
যে চৈকজাতা বহবো ভিন্নযোনয় এব চ॥ ৫৪
ভিন্নবর্ণাস্তু সাপিণ্ড্যং ভবেত্তেষাং ত্রিপুরুষম্।
কারবঃ শিল্পিনো বৈদ্যদাসীদাসাস্তথৈব চ॥ ৫৫
রাজানো রাজভৃত্যাশ্চ সদ্যঃশৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
দাতারো নিয়মী চৈব ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মচারিণৌ।
সত্রিণো ব্রতিনস্তাবৎ সদ্যঃশৌচমুদাহৃতম্।

করিবে। সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতানিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি হইতে গণনা করা যায়, তাহার ঊর্দ্ধতন ছয়পুরুষ ও অধস্তন ছয়পুরুষ সপিণ্ড, সপ্তমপুরুষ অসপিণ্ড এবং জন্ম ও নামের অজ্ঞানে (আমাদিগের বংশে অমুক নামে একজন হইয়াছিল এইজ্ঞান না থাকিলে) সমানোদক ভাবের নিবৃত্তি হয়। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ (ইহারা শ্রাদ্ধভাগী) এবং (প্রপিতামহের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন জন) লেপভাগী (এই ছয়) আর আপনি (যাহা হইতে গণনা করা যায় সে ব্যক্তি) এই সাপ্তপৌরুষ সাপিণ্ড। পিতামহ ঊর্দ্ধ তিন ব্যক্তিদিগের ও অধস্তন ব্যক্তিগণের অর্থাৎ প্রপিতামহের প্রপিতামহ এবং প্রপৌত্রের প্রপৌত্র পর্য্যন্ত সকল পুরুষের সহিত সাপিণ্ড আছে, ইহা প্রজাপতি দেব বলিয়াছেন। যাহারা একব্যক্তির ঔরসজাত, অথচ ভিন্নযোনি ও ভিন্নবর্ণ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়াস্ত্রীর গর্ভোৎপন্ন (যথা ব্রাহ্মণ মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ ও পারশব যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমধ্যায় ৯১। ৯২ শ্লোকে) তাহাদিগের পরস্পর সাপিণ্ড তিনপুরুষপর্য্যন্ত (এই অসবর্ণ সপিণ্ডের অশৌচব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে)। কারু, শিল্পী, বৈদ্য, দাসী (গর্ভদাসী), দাস (গর্ভদাস), রাজা, রাজাজ্ঞাকারী ইহাদিগের নিজ নিজ অসাধারণ কার্য্যে (যথা কারুর কারুকার্য্যে, শিল্পীর শিল্পকার্য্যে ইত্যাদি) সদ্যঃশৌচ কীর্ত্তিত হইয়াছে। দাতা (নিয়মিত প্রত্যহ দান করে যে) নিয়মী (অর্থাৎ এই ব্রতসমাপ্তির পর আমি অবশ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইব এইরূপ নিয়ম গ্রহণ করিয়াছে যে) যতি এবং ব্রহ্মচারী, ইহাদিগের সদ্যঃশৌচ। নিয়মীর সদ্যঃশৌচ বিধান থাকায়, শুচি ব্রাহ্মণ তাহার অন্ন ভোজন করিলেও অশৌচ হইবে না।

রাজা চৈবাভিষিক্তশ্চ প্রাণসত্রিণ এব চ ॥ ৫৭ ॥
যজ্ঞে বিবাহকালে চ দেবযাগে তথৈব চ।
সদ্যঃশৌচং সমাখ্যাতং দুর্ভিক্ষে বাপ্যুপদ্রবে ॥ ৫৮
বিষাদ্যুপহতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবৈর্দ্বিজৈঃ।
সদ্যঃশৌচং সমাখ্যাতং সর্পাদিমরণেঽপি চ ॥ ৫৯
অগ্নিমেরুপ্রপতনে বিষোদ্বন্ধনপরাশনে।
গোব্রাহ্মণান্তে সন্ন্যস্তে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ৬০
নৈষ্ঠিকানাং বনস্থানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
নাশৌচং বিদ্যতে সদ্ভিঃ পতিতে চ তথামৃতে ॥ ৬১

ইত্যৌশনসস্মৃতৌ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

সত্রী [দীক্ষিত] ব্রতী [আরব্ধব্রতী) অভিষিক্ত রাজা * ও প্রাণসত্রী [প্রাণশব্দে অন্ন, নিরন্তর অন্নদানে রত] ইঁহাদিগের সদ্যঃশৌচ কথিত হইয়াছে। যজ্ঞে [আরব্ধ বৃষোৎসর্গাদি কার্য্যে] বিবাহকালে, আরব্ধ সংস্কারকার্য্যে, আরব্ধ দেবপ্রতিষ্ঠাদিকার্য্যে, দুর্ভিক্ষকালে এবং রাজাদির উপদ্রবে অর্থাৎ তৎকাল কর্ত্তব্য শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি কার্য্যে সদ্যঃশৌচ উক্ত হইয়াছে। বৃকাদিহত অর্থাৎ ক্রোধাদিবশতঃ ব্যাঘ্রাদিমুখে যে আত্মহত্যা করিয়াছে, বিদ্যুৎপাতনিহত (ইহাও পূর্ব্ববৎ রাজদণ্ডহত ব্রহ্মশাপাদিনিহত এবং নিজদোষ রোষিত সর্পাদিদংশনে মৃত) ব্যক্তির সদ্যঃশৌচ কথিত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মহত্যামরণ, রাজদণ্ডমরণ, ব্রহ্মশাপাদি জনিত-মরণ বা ঐরূপ সর্পদংশনজনিত-মরণে সদ্যঃশৌচ। অগ্নিপ্রবেশ, উচ্চস্থান হইতে পতন, বিষপান, জলপ্রবেশ ও অন্নপরাশন [প্রায়োপবেশন]—আত্মহত্যাসম্পাদানার্থ ব্যবহৃত এই সকল কার্য্যে মরণ, গোব্রাহ্মণ-রক্ষার্থ মরণ ও সন্ন্যাসিমরণে সদ্যঃশৌচ বিহিত। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং যতিদিগের মরণে অশৌচ হয় না; এবং পতিত ব্যক্তির মরণে অশৌচ হয় না, ইহা পণ্ডিতদিগের বিদিত। ৫৭—৬১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

* পূর্ব্বে কেবল রাজশব্দের উল্লেখ আছে, এক্ষণে আবার অভিষিক্ত রাজার উল্লেখ হইতেছে, এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, "প্রকৃত রাজার অসান্নিধ্য প্রভৃতি কারণে রাজপুত্রাদি, কর্ত্তব্যবোধে, স্বতঃ রাজোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার সদ্যঃশৌচ; কিন্তু অভিষিক্ত রাজসান্নিধ্যে সদ্যঃশৌচ নহে। অভিষিক্ত রাজার রাজকার্য্যে সর্ব্বদা সদ্যঃশৌচ, অথবা সাধারণ রাজার সদ্যঃশৌচ নিবৃত্তির জন্য বিশেষরূপে উক্ত হইল, অভিষিক্ত রাজারাই সদ্যঃশৌচ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

পতিতানাং ন দাহঃ স্যান্নান্ত্যেষ্টির্নাস্থিসঞ্চয়ঃ।
ন চাশ্রুপাতপিণ্ডে চ কার্য্যং শ্রাদ্ধাদিকং ক্বচিৎ ॥ ১
ব্যাপাদয়েত্তথাত্মানং স্বয়ং যোঽগ্নিবিষাদিভিঃ।
দহিতং তস্য নাশৌচং ন চ স্যাদুদকাদিকম্ ॥ ২
অথ কশ্চিৎ প্রমাদেন ম্রিয়তেঽগ্নিবিষাদিভিঃ।
তস্যাশৌচং বিধাতব্যং কার্য্যঞ্চৈবোদকাদিকম্ ॥ ৩
জাতে কুমারে তদহ আমং কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহম্।
সুবর্ণধান্যগোবাসস্তিলান্নগুড়সর্পিষঃ ॥ ৪
ফলানীক্ষুঞ্চ শাকঞ্চ লবণং কাষ্ঠমেব চ।
তোয়ং দধি ঘৃতং তৈলমৌষধং ক্ষীরমেব চ ॥ ৫
আশৌচিনো গৃহাদ্ গ্রাহ্যং শুষ্কান্নঞ্চৈব নিত্যশঃ।
আহিতাগ্নির্যথান্যায়ং দাতব্যং ত্রিভিরগ্নিভিঃ ॥ ৬
অনাহিতাগ্নির্গৃহ্যেণ লৌকিকেনেতরৈর্দ্বিজৈঃ।

সপ্তম অধ্যায়

পতিত ব্যক্তিদিগের দাহ নাই, অস্থিসঞ্চয় নাই, (তাহার জন্য) অশ্রুপাত বা পিণ্ডদানও অকর্ত্তব্য এবং তাহাদিগের শ্রাদ্ধ কদাচ করিবে না। যে ব্যক্তি অগ্নিবিষাদিসাহায্যে স্বয়ং আত্মহত্যা করে, তাহার অশৌচ হইবে না। (কথিত হইয়াছে) এবং তাহার উদকাদিদানও হইবে না। যদি কেহ অনবধানতাবশতঃ অগ্নি বা বিষাদি দ্বারা মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহার অশৌচ গ্রহণ কর্ত্তব্য, উদকাদি দানও কর্ত্তব্য। (পুত্র জন্মাইলে দানকরা বিধি—কিরূপ দত্তবস্তু গ্রাহ্য তাহা উক্ত হইতেছে) কাহারও পুত্র, জন্মিলে সেইদিন উহার নিকট সুবর্ণ, ধান্য, গো, বস্ত্র, তিল, অন্ন (তণ্ডুল), তৈল, গুড়, ঘৃত এই সকল অপক্ব বস্তু প্রতিগ্রহ করিবে। অশৌচী ব্যক্তির গৃহ হইতে প্রত্যহ ফল, ইক্ষু, শাক, লবণ, কাষ্ঠ, তোয়, দধি, ঘৃত, তৈল, ঔষধ, দুগ্ধ এবং শুষ্কান্ন গ্রহণ করা যায়। দ্বিজগণ আহিতাগ্নি ব্যক্তিকে যথাবিধি তিন অগ্নি (দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নি) দ্বারা দাহ করিবে। মূলে "দাতব্য" না হইয়া "দগ্ধব্য" হইবে।) অনাহিতাগ্নি (শ্রৌতাগ্নি শূন্য) ব্যক্তিকে গৃহ্যাগ্নিদ্বারা তদিতর(উভয়াগ্নিরহিত)ব্যক্তিকে

দেহাভাবাৎ পলাশেন কৃত্বা প্রতিকৃতিং পুনঃ ॥ ৭
দাহঃ কার্য্যো যথান্যায়ং সপিণ্ডৈঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ
সকৃৎ প্রসিঞ্চেদুদকং নামগোত্রেণ বাগ্যতঃ ॥ ৮
দশাহং বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বে চৈবার্দ্রবাসসঃ।
পিণ্ডং প্রতিদিনং দদ্যুঃ সায়ং প্রাতর্যথাবিধি ॥ ৯
প্রেতায় চ গৃহদ্বারি চতুরো ভোজয়েদ্দ্বিজান্।
দ্বিতীয়েহহনি কর্ত্তব্যং ক্ষুরকর্ম্ম সবান্ধবৈঃ ॥ ১০
সর্ব্বৈরস্থ্যাং সঞ্চয়নং জ্ঞাতিরেব ভবেত্তথা।
ত্রিপূর্ব্বং ভোজয়েদ্বিপ্রানযুগ্মান্ শ্রদ্ধয়া শুচীন্ ॥ ১১
পঞ্চমে নবমে চৈব তথৈবৈকাদশেহহনি।
অযুগ্মান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ নবশ্রাদ্ধন্তু তদ্বিদুঃ ॥ ১২
একাদশেহহ্নি কুর্ব্বীত প্রেতমুদ্দিশ্য ভাবতঃ।
দ্বাদশে বাথ কর্ত্তব্যমগ্নিদৈস্ত্বথবাহনি ॥ ১৩
একং পবিত্রমেকং বা পিণ্ডমাত্রং তথৈব চ।
এবং মৃতেহহ্নি কর্ত্তব্যং প্রতিমাসন্তু বৎসরম্ ॥ ১৪
সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তং পূর্ণে সংবৎসরে পুনঃ।
কুর্য্যাচ্চত্বারি পাত্রাণি প্রেতাদীনাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৫
প্রেতার্থং পিতৃপাত্রেষু পাত্রমাসেচয়েৎ ততঃ।
যে সমানা ইতি দ্বাভ্যাং পিণ্ডানপ্যেবমেব হি ॥ ১৬
সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধং দৈবপূর্ব্বং বিধীয়তে।
পিতৄনাবাহয়েৎ তত্র পুনঃ প্রেতঞ্চ নির্দ্দিশেৎ ॥ ১৭
যে সপিণ্ডীকৃতাঃ প্রেতা ন তেষাংস্যাৎ পৃথক্ ক্রিয়া
যস্তু কুর্য্যাৎ পৃথক্ পিণ্ডং পিতৃহা স্বভিজায়তে ॥ ১৮

লৌকিক অগ্নি দ্বারা দাহ করিবে। মৃতদেহ না পাওয়া যাইলে, পলাশপত্র দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা শ্রদ্ধাযুক্ত সপিণ্ডগণ যথাশাস্ত্র দাহ করিবে *। বাক্যসংযম করিয়া নাম গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এক বার মাত্র জলদান করিবে (সামবেদি-বিষয়ে তিন বার) বান্ধবগণের সহিত সকলেই আর্দ্রবস্ত্র থাক। (মরণ-দিন হইতে দশমদিন পর্য্যন্ত) প্রতিদিন রাত্রিতে বা দিবসে (যথাসম্ভব) যথাবিধি মৃতব্যক্তি-উদ্দেশে গৃহদ্বারদেশে পিণ্ডদান করিবে। (পিণ্ডদান একজনের কর্ত্তব্য, তবে পুত্রাদির অসামর্থ্যে যে কোন সবর্ণদ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, ইহা জ্ঞাপনের জন্য "সকলে" কথাটি প্রযুক্ত হইয়াছে।) চারি জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, জ্ঞাতিগণ সকলে দ্বিতীয়দিনে ক্ষুরকার্য্য করিবে (অশৌচের মধ্যে যে দিন হয় সেইদিন ক্ষৌরী হইবে। ইহা বুঝাইবার জন্য স্মৃত্যন্তরোক্ত অশৌচান্ত দিন না বলিয়া দ্বিতীয় উক্ত হইল। এই জন্যই স্মৃত্যন্তরেও তৃতীয় পঞ্চমাদি দিনে ক্ষৌরী হওয়ার বিধি আছে। আমাদিগের দেশে অশৌচান্তদিনেই, ক্ষৌরী হওয়া ব্যবস্থা)। সকল বান্ধবের সহিত জ্ঞাতি অস্থিসঞ্চয় করিবার পাত্র হইবে, (জ্ঞাতি শব্দের ভাবার্থ দাহকর্ত্তা) অস্থিসঞ্চয়ন-দিনে শ্রদ্ধাসহকারে তিনজনের অন্যূন অযুগ্ম পবিত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পঞ্চম এবং একাদশদিনে অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, তাহার (এই দিনকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধবিশেষ) নবশ্রাদ্ধ বলিয়া বিদিত। ১—১২। অগ্নিদ (অর্থাৎ মুখাগ্নি করিবার মুখ্যপাত্র—পুত্রাদি) একাদশদিনে অথবা দ্বাদশদিন গত হইলে, (অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিনে একাদশ দিনে ব্রাহ্মণের এবং ত্রয়োদশ দিনে ক্ষত্রিয়ের) শ্রদ্ধাসহকারে, প্রেতোদ্দেশে একটি পবিত্র ও একটি মাত্র পিণ্ড (অর্থাৎ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ) কর্ত্তব্য। প্রাদেশপরিমিত সাগ্রকুশের নাম পবিত্র। একবৎসরকাল প্রতিমাসে মৃততিথিতে এইরূপ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। সংবৎসর পূর্ণ হইলে, সপিণ্ডীকরণ উক্ত হইয়াছে। হে দ্বিজসত্তমগণ! তাহাতে প্রেত প্রভৃতি (যাহার সপিণ্ডীকরণ হইতেছে তৎপ্রভৃতি) চারিজনের পিতার সপিণ্ডীকরণে তাঁহার ও তাঁহার ঊর্দ্ধতন আর তিনপুরুষের এক একটী করিয়া চারিটি পাত্র অর্থাৎ অর্ঘ্যপাত্র করিবে। অনন্তর প্রেতোদ্দেশে প্রদত্ত অর্ঘ্যপাত্র, "যে সমানা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত পিতৃলোকের অর্ঘ্যপাত্রে (পিতামহ প্রভৃতির তিনটি পাত্রে) সিঞ্চন করিবে অর্থাৎ প্রেতোদ্দেশে উৎসৃষ্ট অর্ঘ্যজলের চারিভাগের এক ভাগ পিতামহাদির উদ্দেশে উৎসৃষ্ট অর্ঘ্যজলের সহিত মিলিত করিবে। পিণ্ড সম্বন্ধেও এইরূপ, অর্থাৎ প্রেত প্রভৃতি চারিজনের উদ্দেশে চারিটি পিণ্ড উৎসর্গ করিয়া প্রেতপিণ্ডের চারিভাগের এক ভাগ ঐ সকল পিণ্ডসহ মিশ্রিত করিবে। সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধে প্রথম দৈবপক্ষ শ্রাদ্ধ বিহিত আছে, তাহাতে পিতৃলোকের আবাহন করিবে এবং প্রেতেরও আবাহন করিবে (যতদিন সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন মৃতব্যক্তির "প্রেত" সংজ্ঞা তৎপরে "পিতৃ" সংজ্ঞা)। যে সকল মৃতের সপিণ্ডীকরণ হইয়াছে, তাহাদিগের শ্রাদ্ধকার্য্য পৃথক্ ভাবে করিতে হইবে না। যে ব্যক্তি পৃথক্ পিণ্ড

* ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইল, প্রতিমূর্ত্তির উপকরণ পলাশপত্রাদির সংখ্যা বিশেষ শাস্ত্রান্তরে নির্দ্দেশ আছে।

মৃতে পিতরি বৈ পুত্রঃ পিণ্ডশব্দং সমাবিশেৎ।
দদ্যাচ্চান্নং সোদকুম্ভং প্রত্যহং প্রেতধর্ম্মতঃ ॥ ১৯
পার্ব্বণেন বিধানেন সাংবৎসরিকমিষ্যতে।
প্রতিসংবৎসরং কার্য্যং বিধিরেষ সনাতনঃ ॥ ২০
মাতাপিত্রোঃ সুতৈঃ কার্য্যং পিণ্ডদানাদি কিঞ্চন।
পত্নী কুর্য্যাৎ সুতাভাবে পত্ন্যভাবে তু সোদরঃ ॥ ২১
এষ বঃ কথিতঃ সম্যগ্‌গৃহস্থানাং যথাবিধি।
স্ত্রীণাঞ্চ ভর্তৃশুশ্রূষা ধর্ম্মো নান্য ইহেষ্যতে ॥ ২২
যঃ স্বধর্ম্মপরো নিত্যমীশ্বরার্পিতমানসঃ।
প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং যদুক্তং বেদসম্মিতম্ ॥ ২৩

ইত্যৌশনসস্মৃতৌ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

করিবে, সে পিতৃঘাতী হইবে। (সপিণ্ডীকরণ একটি একোদ্দিষ্ট ও একটি পার্ব্বণ লইয়া গঠিত ; একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধটী প্রেতোদ্দেশে, পার্ব্বণটী পিতৃউদ্দেশে হইয়া থাকে, সপিণ্ডীকরণের পর পার্ব্বণশ্রাদ্ধে আর তাহার জন্য ঐরূপ স্বতন্ত্র একোদ্দিষ্ট করিবে না। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র "পিণ্ড" শব্দের সহিত সম্পৃক্ত হইবে এবং একবৎসর প্রত্যহ প্রেতোচিত বিধিঅনুসারে, ও অন্ন (প্রেতোদ্দেশে) দান করিবে। (পিতা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া পরলোক গত হইলে অথবা পিতা মাতা অমাবস্যাতে বা পিতৃপক্ষে মৃত হইলে তাহাদিগের) প্রতি সংবৎর-কর্ত্তব্য সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পার্ব্বণবিধি অনুসারেই ইষ্ট। ইহাই সনাতন নিয়ম। ১৩—২০। পিণ্ডদান প্রভৃতি পিতামাতার যে কিছু কার্য্য, তাহা পুত্রগণই করিবে। পুত্রাভাবে ঐ সকল কার্য্য পত্নী করিবে, তদভাবে, সহোদর করিবে, (পুত্র-শব্দে পুত্র, পৌত্র; প্রপৌত্র, এবং পত্নী শব্দে পত্নী, কন্যা, দৌহিত্র ; অতএব পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাভাবে পত্নী এবং পত্নী-কন্যা দৌহিত্রাভাবে সহোদর, পিণ্ডদানে অধিকারী ইহা এই বচনের মর্ম্ম)। গৃহস্থগণের এই ধর্ম্ম, তোমাদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে বলিলাম। স্ত্রীলোকদিগের যথাবিধি ভর্তৃশুশ্রূষাই ধর্ম্ম, তাহাদিগের পক্ষে অন্য ধর্ম্ম ইষ্ট নহে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা স্বধর্ম্মপরায়ণ এবং ঈশ্বরার্পিতচিত্ত, সে—যাহা বেদতুল্য (নিত্য ও পবিত্র) বলিয়া কথিত, সেই পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ২১—২৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়

ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ।
মহাপাতকিনস্ত্বেতে যঃ স তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥ ১
সংবৎসরেণ পততি সংসর্গং কুরুতে তু যঃ।
যো হি শয্যাসনে নিত্যং বসন্ বৈ পতিতো ভবেৎ ॥২
যাজনং যোনিসম্বন্ধং তথৈবাধ্যয়নং দ্বিজঃ।
কৃত্বা সদ্যঃ পতেজ্জ্ঞানাৎ সহভোজনমেব চ ॥ ৩
অবিজ্ঞায়াপি যো মোহাৎ কুর্য্যাদধ্যয়নং দ্বিজঃ
সংবৎসরেণ পততি সহাধ্যয়নমেব চ ॥ ৪
ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চোর অর্থাৎ ব্রাহ্মণস্বামিক অশীতি রক্তিকার অন্যূন সুবর্ণাপহারী, বিমাতৃগামী এবং যে ব্যক্তি ইহাদিগের (অন্যতমের সহিত) সংসর্গ করে, সে—ইহারা অর্থাৎ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিগণ মহাপাতকী। যে ব্যক্তি (প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ মহাপাতকীর সহিত) এক বৎসর সংসর্গ করে, সে পতিত মহাপাতকী হয়। যে শয্যাসনে সর্ব্বদা উপবেশন করে অর্থাৎ লঘু সংসর্গ করে, সেই ব্যক্তিই (এক বৎসরে) পতিত হয়। আর দ্বিজ, যাজন, যজন, যোনিসম্বন্ধ ও অধ্যয়ন, (অধ্যাপন) জ্ঞানপূর্ব্বক ইহার অন্যতম কার্য্য করিলে বা সহভোজন অর্থাৎ মহাপাতকীর সহিত একপাত্রে একসময়ে তদীয় অন্ন ভোজন করিলে সদ্যঃ পতিত হয়, অর্থাৎ মহাপাতকীর সহিত জ্ঞানতঃ ঈদৃশ গুরুতর সংসর্গে সদ্যঃপাতিত্য হয়; যে (প্রকৃত তত্ত্ব) না জানিয়া ও অনবধানতা বশতঃ (মহাপাতকীর নিকট) অধ্যয়ন করে, (বা মহাপাতকীকে অধ্যাপিত করে) সে এবং যে সহাধ্যয়ন করে, সে এক বৎসরে পতিত হয়।* ব্রহ্মহত্যা-

* যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যোনিসম্বন্ধ এবং সহভোজন লঘু ও গুরুভেদে দ্বিবিধ। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞাদির যজন, যাজন, উপনয়ন সমেত বেদাধ্যয়ন, তাদৃশ বেদাধ্যাপন এবং বিবাহপূর্ব্বক যোনিসম্বন্ধ, পতিতের সহ একপাত্রে পতিত পক্কান্নভোজন, এই সকল গুরুতর সংসর্গ অষ্টকাদিযজ্ঞের যজন, যাজন, কেবল বেদাধ্যয়ন বা বেদাধ্যাপন এবং বিবাহানন্তর পাপচারিণী নিজ পত্নীর সহ যোনিসম্বন্ধ, পতিতের সহ একপাত্রে অপতিতের

ভৈক্ষকাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্ ॥ ৫
ব্রাহ্মণাবসথান্ সর্ব্বান্ দেবাগারাণি বর্জ্জয়েৎ।
বিনিন্দ্যা চ স্বমাত্মানং ব্রাহ্মণঞ্চ স্বয়ং স্মরেৎ ॥ ৬
অসঙ্করাণি যোগ্যানি সপ্তাগারাণি সংবিশেৎ।
বিধূমে শনকৈর্নিত্যং ব্যাহারে ভুক্তবর্জ্জিতে ॥ ৭
কুর্য্যাদনশনং বাদ্যং ভৃগোঃ পতনমেব চ।
জ্বলন্তং বা বিশেদগ্নিং জলং বা প্রবিশেৎ স্বয়ম্ ॥ ৮
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা সম্যক্ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
দীর্ঘমাময়িনং বিপ্রং কৃত্বানাময়িনং তথা ॥ ৯

কারীরা বনে কুটীর করিয়া আত্মশুদ্ধ্যর্থ শবশিরোধ্বজ অর্থাৎ স্বকরস্থিত ঊর্দ্ধমুখদণ্ডাগ্রে হত ব্রাহ্মণের, তদভাবে অন্য কোন মৃত ব্রাহ্মণের কপাল স্থাপন এবং ভিক্ষা করত তাহাতে দ্বাদশবর্ষ বাস করিবে। ব্রাহ্মণের গৃহ বা দেবালয়ে প্রবেশ করিবে না, আপনিই আপনার নিন্দা করিয়া, (ভিক্ষা চাহিবে) এবং বিনাশিত ব্রাহ্মণকে (অনুতাপের সহিত) স্মরণ করিবে। প্রত্যহ যে সময়ে অগ্নি নির্ধূম হইয়া যায়, ভোজনঘটিত কথাবার্ত্তা তিরোহিত হয়, সেই সময়ে অর্থাৎ বিশেষ অপরাহ্ণে অসঙ্কীর্ণ জাতির ভিক্ষোপযুক্ত সাতটি মাত্র বাটীতে প্রত্যহ ধীরে ধীরে উপস্থিত হইবে (একটী বাটীতে ভিক্ষা না মিলিলে বা প্রাণধারণের অনুপযোগী স্বল্প ভিক্ষা মিলিলে আর এক বাটীতে যাইবে। এইরূপ ক্রমে সাতবাটী পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিতে পারিবে, তাহাতেও যদ্যপি ভিক্ষা না মিলে, তথাপি অন্যত্র গমন করিবে না, সে দিন উপবাসী থাকিবে)। অথবা পাপক্ষয়ার্থ মরণের জন্য অনশন করিবে, ভৃগুপতন করিবে অর্থাৎ উচ্চস্থান হইতে পতিত হইবে কিংবা জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিবে, অথবা জলে প্রবেশ করিবে, (ইহাই) আদ্য অর্থাৎ প্রথম কল্প (২) ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ কি গাভীরক্ষার্থ সম্যক্ অর্থাৎ লৌকিক স্বার্থশূন্য চিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। তাহাতে পাপশূন্য হইবে (৩)

দত্ত্বা চান্নং স বিদুষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।
অশ্বমেধাবভৃথকে স্নাত্বা যঃ শুধ্যতি দ্বিজঃ ॥ ১০
সর্ব্বস্বং বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্দৃষ্ট্বা বা সেতুদর্শনম্ ॥ ১১
সুরাপস্তু সুরাং তপ্তামগ্নিবর্ণাং পিবেৎ তদা।
নির্দ্দগ্ধকায়ঃ স তদা মুচ্যতে চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১২
গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা গোশকৃদ্দ্রবমেব বা।
পয়ো ঘৃতং জলং বাথ মুচ্যতে পাতকাৎ ততঃ ॥ ১৩
জলার্দ্রবাসাঃ প্রয়তো ধ্যাত্বা নারায়ণং হরিম্।
ব্রহ্মহত্যাব্রতঞ্চাথ চরেৎ তৎপাপশান্তয়ে ॥ ১৪
স্বর্ণস্তেয়ী সকৃদ্বিপ্রো রাজানমধিগম্য তু।
স্বকর্ম্ম খ্যাপয়ন্ ব্রুয়ান্মাং ভবাননুশাস্তিতি ॥ ১৫

অথবা ঐ অবস্থায় দীর্ঘ দুশ্চিকিৎস্য রোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণকে নীরোগ করিলে নিষ্পাপ হইবে (৪)। যে দ্বিজ অশ্বমেধযজ্ঞে অবভৃথস্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে শুদ্ধ হয় (৫) সে, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলেও অর্থাৎ ক্ষুধাবসন্ন অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে অন্নদান দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়, (৬) অর্থাৎ অশ্বমেধাবভৃথ-স্নান বা ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ব্রহ্মঘাতী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করিবে, (তাহাতেই পাপমুক্ত হইবে) (৭) কিংবা সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে (৮)। ১—১১।

অথ সুরাপানপ্রায়শ্চিত্ত।

সুরপায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, উত্তপ্ত অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিবে, যখন তদ্দ্বারা দগ্ধদেহ হইবে, তখন সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। (মূলে "স তদা; না হইয়া "স তয়া" হইবে।) কিংবা অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত গোমূত্র অগ্নিবর্ণ দ্রবীভূত গোময়, অগ্নিবর্ণ দুগ্ধ, অগ্নিবর্ণ ঘৃত, অগ্নিবর্ণ জল পান করিয়া গতপ্রাণ হইলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে (১)। অথবা আর্দ্রবস্ত্র ও পবিত্র হইয়া নারায়ণরূপী শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া, সেই অর্থাৎ সুরাপানজনিত-পাপশান্তির জন্য ব্রহ্মহত্যাব্রত (দ্বাদশবার্ষিক ব্রত) আচরণ করিবে (২)।

অথ সুবর্ণস্তেয়প্রায়শ্চিত্ত।

স্বর্ণস্তেয়ী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি উক্তরূপ সুবর্ণ অপহরণ করিলে, রাজার নিকট গমন করিয়া নিজ দোষ কীর্ত্তন করতঃ "আপনি আমাকে শাসন করুন" এই কথা একবার

পক্বান্নভোজন, এই সকল সংসর্গ। এক্ষণে দেখ, জ্ঞানকৃত গুরুতর সংসর্গ যজন যাজনাদিতেই সদ্যঃপাতিত্য। অজ্ঞানকৃত হইলে, দুই দিনে; অজ্ঞানকৃত পাপ জ্ঞানকৃত পাপের অর্দ্ধ। অতএব "অজ্ঞানবশতঃ অধ্যয়ন করিলে এক বৎসরে পতিত হয়" উক্ত হইয়াছে, এ স্থলের অধ্যয়ন পূর্ব্বোক্ত লঘু অধ্যয়ন, ইহা জ্ঞাতব্য।

গৃহীত্বা মুষলং রাজা সকৃদ্ধন্যাত্তু তং স্বয়ম্।
স বৈ পাপাত্ততঃ স্তেনো ব্রাহ্মণস্তপসাথবা॥ ১৬
করেণাদায় মুষলং লগুড়ং বাথ ঘাতিনম্।
সন্ধিত্যোভয়তস্তীক্ষ্ণমায়সং দণ্ডমেব চ॥ ১৭
রাজা ন স্তেনমন্দীত মুক্তকেশেন ধাবতা।
আচক্ষাণশ্চ তৎ পাপমেবং কর্ম্মাণি শাধি মাম্॥ ১৮
শাসনাদ্বাপি মোক্ষাদ্বা ততঃ স্তেয়াদ্বিমুচ্যতে।
অশাসিত্বা চ তং রাজা স্তেয়স্যাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ১৯
তপসা ক্রতমস্তস্য সুবর্ণস্তেয়জং ফলম্
চীরবাসা দ্বিজোঽহরণ্যে সঞ্চরেদ্‌ব্রহ্মণো ব্রতম্॥ ২০

বলিবে। (মূলে "স্বর্ণস্তেয়ী সকৃৎ" স্থলে, পুস্তক বিশেষে "সুবর্ণস্তেয়কৃৎ" পাঠ আছে তাহা সুসঙ্গত, ইহার অনুবাদ পূর্ব্ববৎ, কেবল "এক-বার" কথাটা উঠিয়া যাইবে)। রাজা স্বয়ং মুষল গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সুবর্ণচৌরকে আঘাত করিবেন, তাহাতেই সে পাপমুক্ত হইবে। অথবা ব্রাহ্মণের বধদণ্ড না থাকায় তপস্যাই শুদ্ধিজনক, অথবা শব্দ থাকায় ক্ষত্রিয়াদিও যথাশাস্ত্র তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইবে বুঝা যাইতেছে।) (মুষলাঘাতের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশার্থ কথিত হইতেছে) বহু অন্বেষণের পর বধোপযোগী মুষল কিংবা লগুড় অথবা উভয়তঃ তীক্ষ্ণ (অর্থাৎ তীক্ষ্ণাগ্র ও তীক্ষ্ণমূল লৌহময় দণ্ড গ্রহণ ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়া ধাবমান উন্মুক্তকেশপাশ চৌর, নিজকর্ম্ম কীর্ত্তন করত আমাকে শাসন কর; এইরূপ বলিলে, তৎপরে রাজা চৌর এবং সেই পাপকে আঘাত করিবে অর্থাৎ চোরকে আঘাত করায়, পাপও আহত হইয়া থাকে; কেননা সেই আঘাতই পাপনাশক। এই বচনটির সংস্কৃত টীকা প্রদত্ত হইতেছে;—ধাবতা স্বাশ্রয়পুরুষধাবনেন অত্যর্থং সঞ্চলতা শিথিলকুন্তল-কলাপেনোপলক্ষিতঃ স্তেন ইতুক্তং কর্ম্মাণি সুবর্ণ হরণতদুপায়াদ্যাত্মকান আচক্ষাণঃ কীর্ত্তয়ন্ মাং শাধি এবমাচক্ষাণঃ ভবতি, কাকাক্ষিগোলকন্যায়েন সকৃদুচ্চরিতস্য দ্বাভ্যামন্বয়ঃ অস্য পশ্চাৎ রাজা স্তেনং তৎ পাপঞ্চ অন্দীত হন্যাৎ। অনন্তর তাহাতে মৃত্যু হউক আর মুক্তিই হউক, সেই স্তেয়জনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে (ইহা জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত)। রাজা তাহাকে শাসন না করিলে, রাজাই চৌর্য্য-পাপভাগী হইবেন, অন্য ব্যক্তির (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের স্বর্ণচৌর্য্যজনিত পাপ তপস্যা দ্বারা গলিয়া যায়, সুতরাং তপস্যার্থী দ্বিজ

স্নাতাশ্বমেধাবভৃথে পূতঃ স্যাদথবা দ্বিজঃ।
প্রদদ্যাচ্চাথ বিপ্রেভ্যঃ স্বাত্মতুল্যং হিরণ্যকম্॥ ২১
চরেদ্বা বৎসরং কৃৎস্নং ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ।
ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণহারী চ তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে॥ ২২
গুরুভার্য্যাং সমারুহ্য ব্রাহ্মণঃ কামমোহিতঃ।
উপগূহেৎ স্ত্রিয়ং তপ্তাং কাম্যাং কালায়সীকৃতাম্॥ ২৩
স্বয়ং বা শিশ্নবৃষণে উৎকৃত্যাদথবাঞ্জলৌ।
আতিষ্ঠেদ্দাক্ষিণামাশামানিপাতমাজিহ্মতঃ॥ ২৪
গুর্ব্বর্থে বহবঃ শুদ্ধ্যে চরেদ্বা ব্রহ্মণো ব্রতম্।
শাখাং কর্কটকোপেতাং পরিষ্বজ্যাথ বৎসরে॥ ২৫
অধঃশয়ীত নিরতো মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ।
কৃচ্ছ্রঞ্চাব্দং চরেদ্বিপ্রশ্চীরবাসাঃ সমাহিতঃ॥ ২৬

চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া বনমধ্যে ব্রহ্মঘাতীর ব্রত অর্থাৎ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত করিবে ২। অথবা দ্বিজ, অশ্বমেধযজ্ঞে অবভৃত স্নান করিয়া পূত হইতে পারিবে (৩)। অথবা ব্রাহ্মণদিগকে আত্ম-শরীরের সমপরিমাণ সুবর্ণ প্রদান করিবে (৪)। অথবা স্বর্ণহারী ব্রাহ্মণ, তৎপাপক্ষয়ার্থ ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ হইয়া একবৎসর ব্রতচর্য্যা করিবে (৫)। ১২—২২।

অথ বিমাতৃগমনপ্রায়শ্চিত্ত।

কামমোহিত ব্রাহ্মণ, অভিলষিত গুরুপত্নী-গমন করিলে অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিমাতৃসংসর্গ করিলে, কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত উত্তপ্ত (অগ্নিবৎ দেদীপ্যমান) স্ত্রীমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিবে। ঐ মূর্ত্তি আলিঙ্গনে দগ্ধদেহ হইয়া মরণ হইলে, পাপমুক্ত হইবে (১)। অথবা আপনিই শিশ্ন এবং অণ্ডকোষ কর্ত্তনপূর্ব্বক তাহা অঞ্জলিতে করিয়া, যতক্ষণ দেহ-পাত না হয়, ততক্ষণ অবক্রগতিতে দক্ষিণপশ্চিম-দিকে গমন করিবে (২) (মূলে "উৎকৃত্যাদথবা" না হইয়া "উৎকৃত্যাধায় বা" হইবে।) অথবা পিতার জন্য (গুরুর প্রাণরক্ষার্থ বা সর্ব্বস্বরক্ষার্থ) হত হইলে শুদ্ধ হইবে (মূলে "গুর্ব্বর্থে বহবঃ" না হইয়া "গুর্ব্বর্থে বা হতঃ" হইবে)। অথবা ব্রহ্ম-হত্যার ব্রত (দ্বাদশবার্ষিক ব্রত) করিবে (৩) অথবা কর্কটযুক্ত বৃক্ষশাখা আলিঙ্গন করিয়া থাকিলে এক বর্ষে (শুদ্ধ হইবে) (৪)। বিপ্র নিয়ত অর্থাৎ সংযত হইয়া অধঃশয়ন করিবে এবং এক বৎসর চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া একাগ্রচিত্তে প্রাজা-পত্য করিবে; তাহাতেই বিমাতৃগামী পাপমুক্ত

অশ্বমেধাবভৃথকে স্নাত্বা মুচ্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
কালেঽষ্টমে বা ভুঞ্জানো ব্রহ্মচারী সদাব্রতঃ॥ ২৭
স্থানাসনাদ্যং বিচরেদধনোঽপ্যপযত্নতঃ।
অধঃশায়ী ত্রিভির্ব্বর্ষৈস্ততঃ শুধ্যেত পাতকাৎ॥ ২৮
চান্দ্রায়ণানি বা কুর্য্যাৎ পঞ্চ চত্বারি বা পুনঃ॥ ২৯
পতিতৈঃ সম্প্রযুক্তানাময়ং গচ্ছতি নিষ্কৃতিম্।
পতিতেন তু সংস্পর্শং লোভেন কুরুতে দ্বিজঃ॥ ৩০
সকৃৎ পাপাপনোদার্থং তস্যৈব ব্রতমাচরেৎ।
তপ্তকৃচ্ছ্রং চরেদ্বাথ সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ॥ ৩১
ষাণ্মাসিকেঽথ সংসর্গে প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমাচরেৎ।
এভিঃ পূতৈরথো হন্তি মহাপাতকিনো মলম্॥ ৩২
পুণ্যতীর্থাভিগমনাৎ পৃথিব্যামথ নিষ্কৃতিঃ।
ব্রহ্মহত্যাং সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমম্॥ ৩৩
কৃত্বা চৈবং মহাপাপং ব্রাহ্মণঃ কামমোহিতঃ।
কুর্য্যাদনশনং বিপ্রঃ পুণ্যতীর্থে সমাহিতঃ॥ ৩৪
জলে বা প্রবিশেদগ্নৌ ধ্যাত্বা দেবং কপর্দ্দিনম্।
ন হ্যন্যা নিষ্কৃতির্দৃষ্টা মুনিভিঃ কর্ম্মবেদিভিঃ॥ ৩৫

ইত্যৌশনসস্মৃতাবষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

হইবে (৫)। দ্বিজশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধযজ্ঞে অবভৃথ স্নান করিয়া বিশুদ্ধ হইবে (৬)। নির্ধন ব্যক্তি (উপযুক্ত দান করিলে ধনীর পাপক্ষয় হয়, ইহা জানাইবার জন্য "নির্ধন" কথাটীর উল্লেখ হইল।) যত্নসহকারে সদাব্রত ব্রহ্মচারী ও অষ্টমকালে ভোজননিরত (তিনদিন উপবাস করিয়া চতুর্থদিন রাত্রিকালে ভোজন করে, যে) হইয়া, (সকল সময়েই) দণ্ডায়মান, কিংবা উপবিষ্ট হইয়া থাকিবে, এবং অধঃশায়ী হইবে (এইরূপ) তিনবৎসর পরে সেই পাপ হইতে শুদ্ধিলাভ করিবে (৭)। অথবা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিবে (৮) কিংবা চারিটী চান্দ্রায়ণ করিবে তাহাতেই বিশুদ্ধ হইবে (৯)।

অথ সংসর্গজমহাপাতকপ্রায়শ্চিত্ত।

দ্বিজ, লোভপূর্ব্বক যে পতিত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করিবে, পাপক্ষয়ার্থ একবারমাত্র তদীয় ব্রত অর্থাৎ তদীয়ব্রতের পাদন্যূন ব্রত করিবে (১) অথবা নিরালস্য হইয়া একবৎসর "তপ্তকৃচ্ছ্র" করিবে (২)। পতিতসংসর্গী ব্যক্তিগণের মধ্যে ঈদৃশ লোকই নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। ষাণ্মাসিক লঘু-সংসর্গ হইলে অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত করিবে। এই সকল পবিত্রতাজনক কার্য্য মহাপাতকীর পাপ বিনষ্ট করে। পৃথিবীস্থিত পুণ্যতীর্থ পর্য্যটনেও নিষ্কৃতি হয়। হে বিপ্রগণ! কামমোহিত ব্রাহ্মণ,—ব্রহ্ম-হত্যা, সুবর্ণহরণ এবং বিমাতৃগমন, এইসকল মহা-পাতক করিলে পুণ্যতীর্থে একাগ্রচিত্তে অনশন করিবে। অথবা দেবাদিদেব মহাদেবকে ধ্যান করত, জলে অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। কর্ম্মাভিজ্ঞ মুনিগণ (ইহাদিগের) অপর কোনরূপ নিষ্কৃতির উপায় জানিতে পারেন নাই *।২৩—৩৫।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

---

*ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত;—(১) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার। (২) চিহ্নিত অনশনাদি চতুর্ব্বিধ উপায়ের অন্যতম অবলম্বনে মৃত্যু—জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্ত। দ্বাদশবার্ষিক ব্রত আরম্ভ করিয়া তাহা সমাপ্ত না হইতে (৩) (৪) (৫) (৬) চিহ্নিত কার্য্যসকলের মধ্যে যে কোন একটী কার্য্য করিলেই তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানকৃত ব্রহ্ম-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইবে, দ্বাদশবর্ষ সমাপ্তি-কাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। শূলপাণি বলেন (৬) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে। ধনবান্ নির্গুণ ব্যক্তি অজ্ঞানতঃ নির্গুণ ব্রাহ্মণ বধ করিলে (৭) চিহ্নিত কার্য্য করিবে, তাহাতেই পাপক্ষয় হইবে। আর ধনবান না হইলে (৮) চিহ্নিত কার্য্য করিবে, ঐ কার্য্য যৎকালে রেলওয়ে ষ্টীমার প্রভৃতি হয় নাই তখন যেরূপ কষ্টে করিতে হইত এখনও তদ্রূপ কষ্টভোগ করিয়া পদব্রজে গমনপূর্ব্বক করিতে পারিলেই উক্ত পাপক্ষয় হইবে।

সুরাপানপ্রয়শ্চিত্ত;—

(১) চিহ্নিত অগ্নিবৎ অত্যুষ্ণ সুরাপানাদি ষড়্‌-বিধ উপায়ের যে কোন একটী অবলম্বন করায় মৃত্যু হইলে জ্ঞানকৃতসুরাপান-পাপ বিদূরিত হইবে। (২) চিহ্নিত কার্য্য অজ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত।

সুবর্ণস্তেয়প্রায়শ্চিত্ত;—

(১) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত পাপে ক্ষত্রিয়া-দির পক্ষে। (২) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত পাপে ব্রাহ্মণের পক্ষে এবং অজ্ঞানকৃত পাপে ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে (২) চিহ্নিত কার্য্য-আরম্ভের পর সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বে (৩) চিহ্নিত কার্য্য করিলে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ জ্ঞানকৃতপাপ হইতে এবং ক্ষত্রি-য়াদি অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। শূলপাণি বলেন,—(৩) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে।

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

গত্বা দুহিতরং বিপ্রঃ স্বসারং বা স্নুষামপি ।
প্রবিশেজ্জ্বলনং দীপ্তং মতিপূর্ব্বমিতি স্থিতিঃ ॥ ১

মাতৃষ্বসাং মাতুলানীং তথৈব চ পিতৃষ্বসাম্ ।
ভাগিনেয়ীং সমারুহ্য কুর্য্যাৎ কৃচ্ছ্রাদিপূর্ব্বকম্ ॥ ২
চান্দ্রায়ণানি চত্বারি পঞ্চ বা সুসমাহিতঃ ।
পৈতৃঃষস্রেয়ীং গত্বা তু স্বস্রিয়াং মাতুরেব চ ॥ ৩
মাতুলস্য সুতাং বাপি গত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ।
ভার্য্যাসখীং সমারুহ্য গত্বা শ্যালীং তথৈব চ ॥ ৪
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ।
উদক্যাগমনে বিপ্রস্ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি ॥ ৫

নবম অধ্যায় ।

বিপ্র *জ্ঞানপূর্ব্বক কন্যা, ভগিনী বা পুত্রবধূ-গমন করিলে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিবে ইহাই নিয়ম ; মাতৃষ্বসা, মাতুলানী, পিতৃষ্বসা ও ভাগিনেয়ী গমন করিলে, পৈতৃষ্বস্রেয়ী, মাতুঃস্বস্রেয়ী গমন করিলে কিংবা মাতুলকন্যা গমন করিলে, সুসমাহিত-চিত্তে, প্রাজাপত্যাদি আচরণপূর্ব্বক চারি বা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিবে (এই সকল পাপ অনুপাতকের মধ্যে গণিত, সুতরাং ইহা জ্ঞানকৃত হইলে ইহারও বিমাতৃ-গমনবৎ প্রায়শ্চিত্ত, "প্রাজাপত্যাদি" এস্থলে আদি-থশব্দ থাকায় প্রয়োজনমত জ্ঞানকৃত স্থলে প্রায়শ্চিত্তের গুরুলাঘব করা যাইতে পারে। জ্ঞানকৃত, অজ্ঞান-কৃত, বলাৎকারকৃত, সগুণ-পুরুষকৃত ইত্যাদি-ভেদে বিবিধ ব্যবস্থা হইতে পারে। "আদি" শব্দ থাকায় কোনদিকেই ন্যূনতা নাই) ভার্য্যার সখী-গমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে এবং শ্যালী গমন করিলে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া "তপ্ত-কৃচ্ছ্র" করিবে (এই সকল শ্লোকে ব্যাখ্যান্তর প্রদত্ত হইতেছে) যথা,—মাতৃষ্বসা, মাতুলানী, পিতৃষ্বসা এবং ভাগিনেয়ী গমন করিলে প্রাজাপত্যাদি-পূর্ব্বক চারি বা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিবে। পিতৃষ্বস্রেয়ী মাতৃষ্বস্রেয়ী-গমন করিলে কিংবা মাতুল-কন্যা গমন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ভার্য্যাসখী-গমন বা শ্যালী-গমন করিলে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া "তপ্ত-কৃচ্ছ্র" করিবে। * রজস্বলা-গমনে ত্রিরাত্রি উপবাস

যে ব্যক্তি রজতাদিভ্রমে স্বর্ণাপহরণ করিয়াছে (৪) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত তাহার পক্ষে। সপ্তরত্তিকা পরিমিত ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণহরণে (৫) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত।

গুরুদারগমনপ্রায়শ্চিত্ত ;—

জ্ঞানকৃত বিমাতৃগমনে (১) (২) চিহ্নিত (মরণান্ত) প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানকৃতপাপে (৩) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ বিমাতার সহিত অসম্পূর্ণ সঙ্গম হইলে (৪) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ ব্যভিচারিণী বিমাতৃগমনে (৫) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। (৩) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বে (৬) চিহ্নিত কার্য্য করিলেই শুদ্ধ হইবে। ব্যভিচারিণী বিমাতৃগমনেও (৬) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। শূলপাণি বলেন, ইহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে। অজ্ঞানকৃত-বিমাতৃ-গমনে (৭) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত, অজ্ঞানতঃ ব্যভিচারিণী বিমাতৃ-গমনে (৮) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। সগুণের পক্ষে এস্থলে (৯) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশবার্ষিকব্রতের দ্বিগুণ ব্রত, মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের বৈকল্পিক ; সুতরাং যে পাপে মরণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে, সেই পাপে পাপী হইলে চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রতও করিতে পারে।

সংসর্গজমহাপাতকপ্রায়শ্চিত্ত ;—

জ্ঞানকৃত পাপে (১) চিহ্নিত ও অজ্ঞানকৃত পাপে (২) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। মরণ কিছু আর পাদ-ন্যূন হয় না, সুতরাং মরণের বৈকল্পিক চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক, প্রায়শ্চিত্তের পাদন্যূন অষ্টাদশ বার্ষিক ব্রত জ্ঞানকৃত সংসর্গজপাপের উচ্চ প্রায়শ্চিত্ত।

*বিপ্র,—সকল বর্ণের প্রধান বলিয়া স্থানে স্থানে বিপ্র ব্রাহ্মণ ইত্যাদিরূপে কর্ত্তৃনির্দ্দেশ থাকে, বস্তুতঃ তাহা কিছুই নহে, সকল জাতিই তাহার লক্ষ্য এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয়। বিভাগ করিয়া লইবার ভার পাঠকের উপর থাকিল।

* এই ব্যাখ্যাতে আর পূর্ব্ব ব্যাখ্যাতে যে কিছু প্রায়শ্চিত্তলাঘব দৃষ্ট হয়, তাহা অজ্ঞান, অসম্পূর্ণ-সম্ভোগ এবং ঐ সকল স্ত্রীদিগের ব্যভিচার ইত্যাদিরূপ লাঘবজনক হেতু উদ্ভাবন করিয়া মীমাংসিত করিবে। মূলে "আরুহ্য" ও "গত্বা" কথার উল্লেখ থাকায় জ্ঞানতঃ এবং অজ্ঞানতঃ আরোহণমাত্রেরই প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে। "গত্বা" ইহাও আরোহণের সমানার্থক। প্রকৃত-সম্ভোগপ্রায়শ্চিত্ত জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ, ইহা অনুকৃষ্ট করিয়া লইবে, ইহা পক্ষান্তর। ভবিষ্যতেও

ক্ষত্রীমৈথুনমাসাদ্য চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ।
পরাকেণাথবা শুদ্ধিরিত্যাহ ভগবানজঃ ॥ ৬
মণ্ডূকং নকুলং কাকং বিড়্বরাহঞ্চ মূষিকম্ ।
শ্বানং হত্বা দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ষোড়শাখ্যমহাব্রতম্ ।
পয়ঃ পিবেৎ ত্রিরাত্রন্তু শ্বানং হত্বা হ্বতন্দ্রিতঃ ॥ ৭
মার্জ্জারঞ্চাথ নকুলং যোজনং বাধ্বনো ব্রজেৎ ।
কৃচ্ছুং দ্বাদশমাত্রন্তু কুর্য্যাদশ্ববধে দ্বিজঃ ॥ ৮
অথ কৃষ্ণায়সীং দদ্যাৎ সর্পং হত্বা দ্বিজোত্তমঃ ।
বলাকং রঙ্কবঞ্চৈব মূষিকং কৃতলম্ভকম্ ॥ ৯
বরাহন্তু তিলদ্রোণং তিলাটঞ্চৈব তিত্তিরিম্ ।
শুকং দ্বিহায়নং বৎসং ক্রৌঞ্চং হত্বা ত্রিহায়ণম্ ॥ ১০
হত্বা হংসং বলাকঞ্চ বকটিট্টিভমেব চ ।

করিয়া শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয়াণীর সহিত সংসর্গ করিলে "চান্দ্রায়ণ" ব্রত করিবে, অথবা "পরাক" ব্রত দ্বারা তাহার শুদ্ধি হইবে। ভগবান্ এই কথা বলেন (সকৃদ্ব্যভিচরিত ক্ষত্রিয়পত্নীগমনে—ক্ষত্রিয়ের চান্দ্রায়ণ, তথাবিধ ক্ষত্রিয়-পত্নীগমনে ব্রাহ্মণের "পরাক" ব্রত। ক্ষত্রিয়—জ্ঞানতঃ ক্ষত্রিয়-পত্নী গমন করিলে দ্বিবার্ষিক ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ, সৈঙ্কেকবার্ষিক ব্রত করিবে)। দ্বিজ, মণ্ডূক, নকুল, কাক, বিড়্বরাহ, মূষিক, কুক্কুর এবং মাজ্জার হনন করিলে "ষোড়শাখ্য" (অর্থাৎ ষোড়শদিন-সাধ্য ব্রতবিশেষ) মহাব্রত করিবে। জ্ঞানকৃত বধে এই প্রায়শ্চিত্ত। (মূলে ষোড়শাখ্য" এই স্থলে "শিশুকৃচ্ছ্র" পাঠ পুস্তকবিশেষসম্মত, শিশুপাদকৃচ্ছ্রের সমান) অথবা মার্জ্জার, নকুল, এবং কুক্কুর, (পূর্ব্বোক্ত মণ্ডূকাদি) বধ করিলে আলস্যশূন্য হইয়া ত্রিরাত্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে, কিংবা এক যোজন পথ গমন করিবে, অজ্ঞানতঃ বধে এই দুইটি প্রায়শ্চিত্ত। দ্বিজ অশ্ববধ করিলে দ্বাদশদিনসাধ্য প্রাজাপত্য করিবে। দ্বিজোত্তম সর্প বধ করিলে, লৌহময়ী অভ্রি (খনিত্রবিশেষ) প্রদান করিবে। বলাকা, রঙ্কব, মূষিকবিশেষ কৃতলম্ভক, বরাহ, তিলদ্রোণ, তিলাট, তিত্তিরি, অথবা শুক হত্যা করিলে, দ্বিবর্ষবয়স্ক গো দান করিবে, ক্রৌঞ্চ হনন করিলে ত্রিহায়ণ বৎস দান করিবে। ১—১০। হংস, বলাকা, বক, টিট্টিভ,

প্রায়শ্চিত্ত গুরুলাঘব মীমাংসা—অভ্যাস, অনভ্যাস, জ্ঞান, অজ্ঞানাদিভেদে করিয়া লইবে।

বানরঞ্চৈব ভাসঞ্চ স্বয়ং বা ব্রাহ্মণায় গাম্ ॥ ১১
ক্রব্যাদাংস্তু মৃগান্ হত্বা ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্ ।
অক্রব্যাদং বৎসতরমুষ্ট্রং হত্বা তু কৃষ্ণলম্ ॥ ১২
জীবিতে চৈব তৃপ্তায় দদ্যাদস্থিমতাং বধে ।
অনস্থ্যঞ্চৈব হিংসায়াং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥ ১৩
ফলদানান্তু বৃক্ষাণাং ছেদনাদাহিকং শতম্ ।
গুল্মবল্লীলতানাঞ্চ বীরুধাং ফলমেব চ ॥ ১৪
পুষ্পাগমানাঞ্চ তথা ঘৃতপ্রাশো বিশোধনম্ ।
চান্দ্রায়ণং পরাকঞ্চ কুর্য্যাদ্ হত্বা প্রমাদতঃ ॥ ১৫
মতিপূর্ব্বং বধে চাস্যাঃ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ।
মনুষ্যাণাঞ্চ হরণং স্ত্রীণাং কৃত্বা গ্রহস্য চ ॥ ১৬
বাপীকূপজলানাঞ্চ শুধ্যেচ্চান্দ্রায়ণেন তু ।
দ্রব্যাণামল্পসারাণাং স্তেয়ং কৃত্বান্যবেশ্মনঃ ॥ ১৭
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চরিত্বাত্মবিশুদ্ধয়ে ।
ধান্যাদিধনচৌর্য্যঞ্চ পঞ্চগব্যবিশোধনম্ ॥ ১৮
তৃণকাষ্ঠদ্রুমাণাঞ্চ পুষ্পাণাঞ্চ বলস্য চ ।
চেলচর্ম্মামিষাণাঞ্চ ত্রিরাত্রং স্যাদভোজনম্ ॥ ২১

বানর এবং ভাসপক্ষী বধ করিলে স্বয়ং ব্রাহ্মণকে গো দান করিবে। শিশু বলাকাবধে বৎসতরী দান এবং অপর বলাকাবধে গো দান করিবে। মাংসাশী পশু বধ করিবে পয়স্বিনী ধেনু, অমাংসাশী পশু বধ করিলে বৎসতরী ও উষ্ট্র বধ করিলে ৫ রতি স্বর্ণ দান করিবে। (সকৃৎ অজ্ঞান বিষয়ক এই বচন)। অস্থিযুক্ত নিকৃষ্ট প্রাণিবধে ব্রাহ্মণকে (প্রাণীর ক্ষুদ্রত্বাদি অনুসারে) যৎকিঞ্চিৎ দান করিবে (মূলে "জীবিতে চৈব তৃপ্তায়" স্থলে "কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায়" হইবে।) অস্থিশূন্য প্রাণিবধে প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধ হইবে। ফলদ বৃক্ষচ্ছেদনে, ফলোপেত গুল্ম, বল্লী, লতা ছেদনে এবং ফলোপেত বীরুধ ছেদনে ঋক্শত (সাবিত্র্যাদি শতমন্ত্র) জপ করিবে। পুষ্পযুক্ত এই সকল বৃক্ষাদি ছেদনে ঘৃত ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রমাদতঃ গো হত্যা করিলে চান্দ্রায়ণ বা পরাকব্রত করিবে। জ্ঞানপূর্ব্বক ইহার বধ করিলে, মনুষ্য-হরণ, স্ত্রীহরণ, গৃহহরণ, বাপীকূপাদির জলহরণ, করিলে, চান্দ্রায়ণদ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। অপরের গৃহ হইতে অল্পমূল্য দ্রব্য অপহরণ করিলে আত্মশুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য করিয়া সান্তপনব্রত করিবে। ধান্যাদি ধন অপহরণ করিলে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। তৃণ, কাষ্ঠ, বৃক্ষ, পুষ্প, ফল, চেল, চর্ম্ম ও আমিষ হরণ করিলে, তিন দিন

মণিপ্রবালরত্নানাং সুবর্ণরজতস্য চ।
অয়ঃকাংস্যোপলানাঞ্চ দ্বাদশাহমভোজনম্ ॥ ২০
এতদেব ব্রতং কুর্য্যাদ্ দ্বিশফৈকশফস্য চ।
পক্ষিণামোষধীনাঞ্চ হরেচ্চাপি ত্র্যহং পয়ঃ ॥ ২১
ন মাংসানাং হৃতানান্তু দৈবে চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
উপোষ্য দ্বাদশাহস্তু কুষ্মাণ্ডৈর্জুহুয়াদ্‌ঘৃতম্ ॥ ২২
নকুলোলূকমার্জ্জারং জগ্ধ্বা সান্তপনং চরেৎ।
শ্বানং জগ্ধ্বাথ কৃচ্ছ্রেণ শুভর্ক্ষে'ণ চ শুধ্যতি ॥ ২৩
প্রকুর্য্যাচ্চৈব সংস্কারং পূর্ব্বেণৈব বিধানতঃ।
শললঞ্চ বলাকঞ্চ হংসকারণ্ডবং তথা।
চক্রবাকঞ্চ জগ্ধ্বা চ দ্বাদশাহমভোজনম্।
কপোতং টিট্টিভং ভাসং শুকং সারসমেব চ ॥ ২৫
জলৌকং জালপাদঞ্চ জগ্ধা হ্যেতদ্‌ব্রতং চরেৎ।
শিশুমারং তথা মাষং মৎস্যং মাসং তথৈব চ ॥ ২৬
জগ্ধা চৈব বরাহঞ্চ এতদেব ব্রতং চরেৎ।
কোকিলঞ্চৈব মৎস্যাদং মণ্ডূকং ভুজগং তথা ॥ ২৭
গোমূত্রযাবকাহারৈর্ম্মাসেনৈকেন শুধ্যতি।
জলেচরাংশ্চ জলজান্ যাতুধানবিপাটিতান্ ॥ ২৮
রক্তপাদাংস্তথা জগ্ধা সপ্তাহঞ্চৈতদাচরেৎ।
মৃতমাংসং বৃথা চৈবমাত্মার্থং বা যথাকৃতম্ ॥ ২৯
ভুক্ত্বা মাসঞ্চরেদেতত্তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে।
কপোতং কুঞ্জরং শিগ্রুং কুক্কুটং রজকাং তথা ॥ ৩০
প্রাজাপত্যং চরেজ্জগ্ধা তথা কুম্ভীরমেব চ।
পলাণ্ডুং লশুনঞ্চৈব ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩১
বার্ত্তাকুং তণ্ডুলীয়ঞ্চ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি।
অশ্মাতকং তথোপেতং তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥ ৩২
প্রাজাপত্যেন শুদ্ধিঃ স্যাৎ শচকুভ্যাং (?) শশভক্ষণে।
অলাবূং গৃঞ্জনঞ্চৈব ভুক্ত্বাপ্যেতদ্‌ব্রতং চরেৎ ॥ ৩৩
উদুম্বরঞ্চ কামেন তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি।
বৃথা কৃসরসংযাবং পায়সাপূপশষ্কুলীম্ ॥ ৩৪
ভুক্ত্বা চৈবং ব্রতং তত্র ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি।
পীত্বা ক্ষীরাণ্যপেয়ানি ব্রহ্মচারী বিশেষতঃ ॥ ৩৫
গোমূত্রযাবকাহারো মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি।
অনির্দ্দশায়া গোঃ ক্ষীরং মাহিষং বার্ক্ষমেব চ ॥ ৩৬

উপবাস করা বিধি। মণি, প্রবাল, রত্ন, সুবর্ণ, রজত, লৌহ, কাংস্য এবং প্রস্তরাদি হরণ করিলে দ্বাদশ দিন উপবাস করা বিধি। ১১—২০। দ্বিশফ অর্থাৎ গবাদি, একশফ অর্থাৎ অশ্বাদি, হরণ করিলে এই ব্রতই অর্থাৎ দ্বাদশ দিন উপবাসী হইবে। পক্ষী ও ওষধি হরণে তিন দিন মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। দেবোদ্দেশে হত মাংস ভোজনে দোষ নাই। (অপর মাংস ভোজনে) চান্দ্রায়ণ করিবে, অথবা দ্বাদশাহ উপবাস করিয়া "কুষ্মাণ্ড" মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। এই বিধিদ্বয় এবং নিম্নলিখিত বিধি সকল জ্ঞানাজ্ঞান অভ্যাস অনভ্যাসাদি ভেদে মীমাংসনীয়। নকল, উলূক বা মার্জ্জার ভোজন করিলে সান্তপন করিবে, কুক্কুর ভোজন করিলে, প্রাজাপত্য ব্রত এবং শুভ নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। পূর্ব্ববিধান অর্থাৎ কার্পাস উপবীতাদি গ্রহণবিধি, অথবা পূর্ব্বাচার্য্যকৃত উপনয়নবিধি অনুসারে পুনঃসংস্কার করিবে। শলল, বলাকা, হংস, কারণ্ডব অথবা চক্রবাক ভোজন করিলে দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। কপোত, টিট্টিভ, ভাস, শুক, সারস, জলৌক বা জালপাদ ভোজন করিলে এই ব্রত অর্থাৎ দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। শিশুমার, মাষ, মৎস্য, মাংস অথবা বরাহ ভোজন করিলেও এই ব্রত করিবে। কোকিল, মৎস্যাদ, মণ্ডূক বা ভুজঙ্গ ভোজন করিলে একমাস গোমূত্রসিদ্ধ যাবকমাত্র আহার দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। জলচর, জলজ, রাক্ষস-নাশিত পশ্বাদি, অথবা রক্তপাদ ভোজন করিলে সপ্তাহকাল, ইহাই অর্থাৎ গোমূত্রসিদ্ধ যাবক আহার করিবে; রোগবশতঃ মৃত পশু প্রভৃতির মাংস বা যাহা মাত্র আত্মভক্ষণোদ্দেশে কৃত বৃথামাংস বা অন্নাদি ভোজন করিলে তৎপাপক্ষয়ার্থ এক মাস এই ব্রত অর্থাৎ গোমূত্রসিদ্ধ যাবকাহার করিবে। কপোত, কুঞ্জর, শিগ্রু কুক্কুট, রজকা অথবা কুম্ভীর ভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে। পলাণ্ডু বা লশুন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ২১—৩১। বার্ত্তাকু (শ্বেত বার্ত্তাকু) এবং তণ্ডুলীয় ভোজনে, প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে, অশ্মাতক বা উপেতভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অলাবু (বর্ত্তুলাকার) গৃঞ্জন ভোজন করিলে এই ব্রত অর্থাৎ প্রাজাপত্য করিবে। নরভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র করিলে শুদ্ধ হইবে। বৃথা অর্থাৎ দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে পক্ক কৃসর, সংযাব (মোহনভোগ), পায়স, পিষ্টক, শষ্কুলী অর্থাৎ পিষ্টকবিশেষ ভোজনে এই ব্রত অর্থাৎ তপ্তকৃচ্ছ্র এবং তদুপরি ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। অপেয় দুগ্ধ পান করিলে (সকলেই) বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী মাসার্দ্ধ অর্থাৎ একপক্ষ গোমূত্রসিদ্ধ যাবক ভোজন করিলে তবে

গর্ভিণ্যা বা বিবৎসায়াঃ পীত্বা দুগ্ধমিদং চরেৎ।
এতেষাঞ্চ বিকারাণি পীত্বা মোহেন বা পুনঃ॥ ৩৭
গোমূত্রযাবকাহারঃ সপ্তরাত্রেণ শুধ্যতি।
ভুক্ত্বা চৈব নবশ্রাদ্ধং সূতকে মৃতকেঽথবা॥ ৩৮
চান্দ্রায়ণেন শুধ্যেত ব্রাহ্মণস্তু সমাহিতঃ।
যস্য যদ্ভূয়তে নিত্যং ন যস্যাগ্রং ন হীয়তে॥ ৩৯
চান্দ্রায়ণং চরেৎ সম্যক্ তস্যান্নপ্রাশনে দ্বিজঃ।
অভোজ্যানান্তু সর্ব্বেষাং ভুক্ত্বা চান্নমুপস্কৃতম্॥ ৪০
অন্ত্যস্যাত্যয়িনোঽন্নঞ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রমুদাহৃতম্।
চাণ্ডালান্নং দ্বিজো ভুক্ত্বা সম্যক্ চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥ ৪১
অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাসংস্পর্শমেব চ।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥ ৪২
ক্রব্যাদানাং পক্ষিণাঞ্চ প্রাশ্য মূত্রপুরীষকম্।
মহাসান্তপনং কুর্য্যাত্তেষাং মোহাদ্দ্বিজাতয়ঃ॥ ৪৩
ভাসমণ্ডূককুক্কুর-বায়সে কৃচ্ছ্রমাচরেৎ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ব্রাহ্মণঃ ক্লিষ্টভোজনাৎ॥ ৪৪
ক্ষত্রিয়স্তপ্তকৃচ্ছ্রং স্যাদ্বৈশ্যশ্চৈব ত্রিকৃচ্ছ্রকম্।
সুরাভাণ্ডোদকং বাপি পীত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥ ৪৫
শুনোচ্ছিষ্টং দ্বিজো ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি।
গোমূত্রযাবকাহারঃ পীতশেষঞ্চ বা পয়ঃ॥ ৪৬
আপো মূত্রপুরীষাদ্যৈরুপেতাঃ প্রাশয়েদ্যদি।
তদা সান্তপনং কুর্য্যাৎ তঞ্চ কায়বিশোধনম্॥ ৪৭
চাণ্ডালকূপভাণ্ডেষু যদজ্ঞানং পিবেজ্জলম্।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং ব্রাহ্মণঃ পাপশোধনম্॥ ৪৮
চাণ্ডালেন চ সংস্পৃষ্টং পীত্বা বারি দ্বিজোত্তমঃ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যেত পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ৪৯
মহাপাতকসংস্পর্শে ভুক্ত্বা স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
বুদ্ধিপূর্ব্বন্তু মূঢ়াত্মা তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ॥ ৫০
অন্ত্যজাতিবিবাহে চ স মহাপাতকী ভবেৎ।
তস্য পাতকিসংসর্গাৎ পাতকিত্বমবাপ্নুয়াৎ॥ ৫১
চতুর্বিংশতিকৃচ্ছ্রং স্যাদ্বিবাহে ত্বন্যকন্যয়া।
সংসর্গস্য তদর্দ্ধং স্যাৎপ্রায়শ্চিত্তং সুতে ন হি॥৫২

শুদ্ধ হইবে। অনির্দ্দশা অর্থাৎ যাহার প্রসবদিন হইতে দশদিন অতিবাহিত হয় নাই, তাদৃশ গাভীর দুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, অজাদুগ্ধ অর্থাৎ অনির্দ্দশা মহিষদুগ্ধ, অনির্দ্দশা অজাদুগ্ধ, সন্ধিনী (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অঃ ১৬৯ দেখ) অথবা বিবৎসা গাভী প্রভৃতি গাভীর দুগ্ধ পান করিলে এই ব্রতই করিবে। এই সকল দুগ্ধবিকার অর্থাৎ দধি প্রভৃতি পান করিলে অথবা অজ্ঞানতঃ ইহা পান করিলে, সাতদিন গোমূত্রসিদ্ধ যাবক-ভোজী হইয়া থাকিলে পরে বিশুদ্ধ হইবে। নবশ্রাদ্ধ, জননাশৌচ অথবা মরণাশৌচের অন্নভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্তে চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যাহার পরিণাম অপকৃষ্ট নহে, সেই নিত্যকার্য্য—যাহার হয় না; দ্বিজাতি তাহার অন্ন ভোজন করিলে, সেই জন্যই বিশেষরূপে চান্দ্রায়ণ করিবে, এতদ্ভিন্ন সকল অভোজ্যান্ন ব্যক্তিগণের (যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায় ১৬০ শ্লোক দেখ) অন্ন, উপস্কৃত অন্ন ভোজন, অন্ত্য অর্থাৎ অশুচি জাতির অন্ন অথবা অত্যয়ীর অন্ন অর্থাৎ প্রেতের মাসিকাদিশ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত কর্ত্তব্য, ইহা কথিত হইয়াছে। দ্বিজ, সম্যক্ অর্থাৎ জ্ঞানতঃ চাণ্ডালান্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। দ্বিজাতি তিনবর্ণ—অজ্ঞানতঃ বিষ্ঠা, মূত্র বা সুরা-সংস্পৃষ্ট বস্তু ভোজন করিলে পুনঃসংস্কারভাগী হইবে। ৩২—৪১। অজ্ঞানতঃ মাংসাশী পক্ষীর মূত্র বিষ্ঠা ভোজন করিলে ঐ ভোক্তাদিগের মধ্যে দ্বিজাতিগণ মহাসান্তপন করিবে। ভাস, মণ্ডুক, কুক্কুর, কিংবা কাক ভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে। ব্রাহ্মণ ক্লিষ্টভোজনে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সুরাভাণ্ডস্থিত জলপানে ক্ষত্রিয় তপ্তকৃচ্ছ্র, বৈশ্য তিন প্রাজাপত্য (এবং ব্রাহ্মণ) চান্দ্রায়ণ করিবে। দ্বিজ কুক্কুরোচ্ছিষ্ট কিংবা পীতাবশিষ্ট পান করিলে তিন দিন গোমূত্রসিদ্ধ যাবক আহার করিলে শুদ্ধ হইবে। যদি মূত্রপুরীষাদিস্পৃষ্ট জল পান করে, তাহা হইলে শরীরশোধক সান্তপন ব্রত করিবে। যদি অজ্ঞানতঃ চণ্ডালের কূপজল বা ভাণ্ডস্থিত জল পান করে, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ পাপনাশক সান্তপন ব্রত করিবে। দ্বিজোত্তম, চাণ্ডাল-স্পৃষ্ট জল পান করিলে ত্রিরাত্র উপবাস ও পঞ্চগব্যপান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইবে। মূঢ়াত্মা দ্বিজোত্তম জ্ঞানপূর্ব্বক মহাপাতকী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া বিনাস্নানে ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অন্ত্যজাতি (শূদ্র) বিবাহ করিলে বিবাহকর্ত্তা মহাপাতকী হইবে। পাতকীর সহ সংসর্গে তাহার পাতকিত্ব প্রাপ্তি হইবে। অন্যজাতি কন্যার সহিত মাত্র বিবাহ হইলে বিবাহকর্ত্তার চতুর্বিংশতি প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত, ইহা সংসর্গপ্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ অর্থাৎ বিবাহপূর্ব্বক সম্ভোগ করিলে অর্দ্ধচত্বারিংশৎ প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, আর তাহাতে পুত্রোৎপাদন করিলে প্রায়শ্চিত্ত নাই। ৪২—৫২।

স্পৃষ্ট্বা মহাপাতকিনং চাণ্ডালং বা রজস্বলাম্।
প্রমাদাদ্ভোজনং কৃত্বা ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি॥ ৫৩
স্নানার্দ্রো যদি ভুঞ্জীত অহোরাত্রেণ শুধ্যতি।
বুদ্ধিপূর্ব্বন্তু কৃচ্ছ্রেণ ভগবানাহ পদ্মজঃ॥ ৫৪
শুষ্কং পর্য্যুষিতাদীনি গন্ধাদিপ্রতিদূষিতম্।
ভুক্তোপবাসং কুর্ব্বীত চরেদ্বিপ্রঃ পুনঃপুনঃ।
অজ্ঞানাদ্ ভুক্তিশুদ্ধ্যর্থমজ্ঞানস্য বিশেষতঃ॥ ৫৫
ভৃত্যানাং যজনং কৃত্বা পরেষামন্ত্যকর্ম্মণি।
অভিচারমনর্হঞ্চ ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যতি॥ ৫৬
ব্রাহ্মণাতিহতানাঞ্চ কৃত্বা দাহাদিকং দ্বিজঃ।
গোমূত্রযাবকাহারঃ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি॥ ৫৭
তৈলাভ্যক্তঃ প্রভাতে চ কুর্য্যান্মূত্রপুরীষকে।
অহোরাত্রেণ শুধ্যেত শ্মশ্রুকর্ম্মণি মৈথুনে॥ ৫৮
একাহেতি বিবাহাগ্নিং পরিভাব্য দ্বিজোত্তমঃ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যেত ত্রিরাত্রাৎ ষড়হং পুনঃ॥ ৫৯
দশাহে দ্বাদশাহে বা পরিহাস্যঃ প্রমাদতঃ।
কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে॥ ৬০
পতিতদ্রব্যমাদায় তদুৎসর্গেণ শুধ্যতি।
চরেচ্চ বিধিনা কৃচ্ছ্রমিত্যাহ ভগবান্ প্রভুঃ॥ ৬১
অনাশকনিবৃত্ত্যা তু প্রব্রজ্যোপাসিতা তথা।
আচরেৎ ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি ত্রীণি চান্দ্রায়ণানি চ॥ ৬২
পুনশ্চ জাতকর্ম্মাদিসংস্কারৈঃ সংস্কৃতা দ্বিজাঃ।
শুদ্ধ্যে যস্তদ্‌ব্রতং সম্যক্ চরেয়ুর্ধর্ম্মদর্শিনঃ॥ ৬৩
অনুপাসিতসিদ্ধস্তু তং ব্যাপকবশেন চ।
অজস্রং সংযতমনা রাত্রৌ চেদ্রাত্রিমেব হি॥ ৬৪
অকৃত্বা সমিদাধানং শুচিঃ স্নাত্বা সমাহিতঃ।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রস্য জপং কৃত্বা বিশুধ্যতি॥ ৬৫
উপাসীত ন চেৎ সন্ধ্যাং গৃহস্থোঽপি প্রমাদতঃ।
স্নাতকব্রতলৌল্যস্তু কৃত্বা চোপবসেদ্দিনম্॥ ৬৬
সংবৎসরং চরেৎ কৃচ্ছ্রং মনুচ্ছন্দে দ্বিজোত্তমঃ।
চান্দ্রায়ণং চরেদ্‌বৃত্ত্যা গোপ্রদানেন শুধ্যতি॥ ৬৭
নাস্তিক্যাদ্ যদি কুর্ব্বীত প্রাজাপত্যং চরেদ্দ্বিজঃ।

অজ্ঞানতঃ মহাপাতকী, চণ্ডাল বা রজস্বলা স্পর্শ করিয়া ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। স্নানজলে আর্দ্র থাকা অবস্থায় ভোজন করিলে অহোরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইবে আর জ্ঞানপূর্ব্বক তাহা করিলে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে; ভগবান্ স্বয়ম্ভূ এই কথা বলেন। শুষ্ক মাংসাদি পর্য্যুষিতাদি এবং দূষিত গন্ধযুক্ত বস্তু ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ পুনঃপুনঃ উপবাস করিবে। অভিচার অর্থাৎ মারণ উচ্চাটনাদি কার্য্য অথবা অযোগ্য কার্য্য করিলে তিন প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে; দ্বিজ ব্রাহ্মণাদি-বিনাশিত ব্যক্তিগণের অর্থাৎ দাহপ্রতিবন্ধক দোষসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দাহাদি করিলে গোমূত্রসিদ্ধ যাবকাহার করিয়া প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রভাতে, তৈলাভ্যক্ত হইয়া মূত্র বিষ্ঠা পরিত্যাগ, শ্মশ্রুকর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষৌর বা মৈথুন করিলে, অহোরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। দ্বিজোত্তম (সাগ্নিক) একদিন অগ্নিকে হোম না করিলে ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ত্রিরাত্র ঐরূপ করিলে ষড়হ উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অজ্ঞানতঃ দশাহ বা দ্বাদশাহ অগ্নিত্যাগ করিলে, তৎপাপক্ষয়ার্থ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে দ্রব্য গ্রহণ করিলে, সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া বিধিপূর্ব্বক প্রাজাপত্য করিবে, তাহা হইলে শুদ্ধ হইবে, ভগবান্ প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মা, এই কথা বলেন দ্বিজগণ মরণোদ্দেশে অনশন করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত অর্থাৎ কোনরূপে জীবন প্রাপ্ত কিংবা প্রব্রজ্যাচ্যুত হইলে তিন প্রাজাপত্য এবং তিন চান্দ্রায়ণ করিবে। অনন্তর জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধ হইবে। এই ব্রত ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সম্পূর্ণ করিবে। ৫৩—৬৩। ব্রহ্মচারী, ব্যাপক অর্থাৎ বিশেষ কারণ বশতঃ একবার দৈনিক সন্ধ্যোপাসনা করিতে না পারিলে বা ঐরূপ অগ্নিতে সমিধ আহুতি দিতে না পারিলে একভক্ত হইয়া এবং যদি রাত্রিতে হয় অর্থাৎ একবার সায়ংসন্ধ্যা বা সায়ংকালে আহুতি প্রদান না হয়, তাহা হইলে নক্তব্রতী হইয়া, স্নানান্তে পবিত্রচিত্ত সংযম এবং সমাধান অবলম্বনপূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। ("মূলে অনুপাসিতসিদ্ধস্তু তং ব্যাপকবশেন চ। অজস্রং সং" না হইয়া "অনুপাসিতসন্ধ্যস্তু তদ্ব্যাকবশেন চ। অহশ্চান্নন্" হইবে) গৃহস্থ যদি প্রমাদত সন্ধ্যা না করে, কিংবা স্নাতকব্রতের লৌল্য অর্থাৎ নড় চড় করে, (স্নাতকব্রত যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমাধ্যায় ১৫১ শ্লোক হইতে দেখ) তাহা হইলে একদিন উপবাস করিবে। দ্বিজোত্তম, ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগ করিলে, এক বৎসর প্রাজাপত্য করিবে। জীবিকা নির্ব্বাহের অনুরোধে ঐরূপ করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে, শেষে গো দান করিবে, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। আর দ্বিজ যদি নাস্তিক্যবশতঃ ঐরূপ করে, তাহা হইলে প্রাজা-

দেবদ্রোহং গুরুদ্রোহং তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥ ৬৮
উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানঞ্চ কামতঃ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যেত নগ্নো ন প্রবিশেজ্জলম্ ॥ ৬৯
ষষ্ঠান্নকালমাসং বা সংহিতাজপমেব বা।
হোমাচ্চ শাকলান্নিত্যমপত্যানাং বিশোধনম্ ॥ ৭০
নীলং রক্তং বসিত্বা তু ব্রাহ্মণো বস্ত্রমেব হি।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাতঃ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৭১
বেদধর্ম্মপুরাণাশ্চ চণ্ডালস্য চ ভাষণম্।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধিঃ স্যান্ন হ্যন্যা তস্য নিষ্কৃতিঃ ॥ ৭২
উদ্বন্ধনাদিনিহতং সংস্পৃশ্য ব্রাহ্মণঃ কচিৎ।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধঃ স্যাৎ প্রাজাপত্যেন বা পুনঃ ॥ ৭৩
উচ্ছিষ্টো যদি নাচান্তশ্চণ্ডালাদীন স্পৃশেদ্দ্বিজঃ।
উচ্ছিষ্টস্তত্র কুর্ব্বীত প্রাজাপত্যং বিশুদ্ধয়ে ॥ ৭৪
চণ্ডালসূতকশবাংস্তথা নারীং রজস্বলাম্।
স্পৃষ্ট্বা স্নায়াদ্বিশুদ্ধ্যর্থং তৎস্পৃষ্টান পতিতাংস্তথা ॥ ৭৫
চণ্ডালসূতকশবৈঃ সংস্পৃষ্টং স্পর্শয়েদ্‌যদি।
প্রমাদাৎ স্নাত আচম্য জপং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥ ৭৬

অস্পৃষ্টস্পর্শনং কৃত্বা স্নাত্বা শুধ্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
আচামেত বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥ ৭৭
ভুঞ্জানস্য তু বিপ্রস্য কদাচিৎ স্রবতে গুদম্।
কৃত্বা শৌচং ততঃ স্নাত্বা উপোষ্য জুহুয়াদ্ ঘৃতম্ ॥ ৭৮
চাণ্ডালন্তু শবং স্পৃষ্ট্বা কৃচ্ছ্রং কুর্য্যাদ্দ্বিজোত্তমঃ।
দৃষ্ট্বা নভঃস্থং নক্ষত্রমহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ৭৯
সুরাং স্পৃষ্ট্বা দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ প্রাণায়ামত্রয়ং শুচিঃ।
পলাণ্ডুং লশুনঞ্চৈব ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥ ৮০
ব্রাহ্মণস্তু শুনা দষ্টস্ত্র্যহং সায়ং পয়ঃ পিবেৎ।
নাভেরূর্দ্ধন্তু দষ্টস্য তদেব ত্রিগুণং ভবেৎ ॥ ৮১
স্যাদেতত্রিগুণং বাহ্বোর্মূর্দ্ধি স্যাত্তু চতুর্গুণম্।
স্নাত্বা জপেত্তু গায়ত্রীং শ্বভির্দষ্টো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৮২
পঞ্চযজ্ঞানকৃত্বা তু যো ভুঙ্‌ক্তে প্রত্যহং গৃহী।
অনাতুরস্য নিধনং কৃচ্ছ্রার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥ ৮৩
আহিতাগ্নেরুপস্থানং যঃ কুর্য্যান্ন তু পর্ব্বণি।
ঋতৌ গচ্ছেন্ন ভার্য্যায়াং সোঽপি কৃচ্ছ্রার্দ্ধমাচরেৎ ॥ ৮৪

পত্য করিবে। দেবদ্রোহ বা গুরুদ্রোহ করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হইবে। জ্ঞানতঃ উষ্ট্র-যান, কিংবা গর্দ্দভ-যানে আরোহণ করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে এবং নগ্ন হইয়া স্নান করিবে না। ৬৪—৬৯। একমাসকাল প্রত্যহ ষষ্ঠকালে (অর্থাৎ তৃতীয় দিবসের রাত্রিকালে) আহার, সংহিতাজপ কিংবা শাকল হোম দ্বারা পাপিগণের অর্থাৎ পাপবিশেষের অভ্যাস ও পাপবিশেষের সকৃৎ-করণে অনূন দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাধিকারী পাপিগণের পুত্র কন্যারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ নীল এবং রক্ত বস্ত্র পরিধান করিলে, অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে পঞ্চগব্য পান করিলে, শুদ্ধ হইবে। চণ্ডাল-সমীপে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণঘটিত কথা বলিলে, তাহার শুদ্ধি চান্দ্রায়ণ দ্বারা হইতে পারে, তাহার আর অন্য কোনরূপে নিষ্কৃতি নাই। ব্রাহ্মণ কদাচিৎ উদ্বন্ধনাদিনিহত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে, চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে অথবা প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট দ্বিজ যদি আচান্ত না হইয়া চাণ্ডালাদি অধম জাতি স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি শুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য করিবে। চাণ্ডাল, সূতিকা, শব, রজস্বলা, নারী, রজস্বলাস্পৃষ্ট ব্যক্তি এবং পতিতদিগকে স্পর্শ করিলে শুদ্ধির জন্য স্নান করিবে। চণ্ডাল, সূতিকা এবং শব, ইহাদিগের সংস্পৃষ্ট বস্তু প্রমাদতঃ স্পর্শ করিলে স্নান আচমনের পর, গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। দ্বিজোত্তম, বিশেষ অস্পৃষ্ট স্পর্শ করিলে, স্নান করিয়াও শুদ্ধ হইবে। (সামান্য) অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে, বিশুদ্ধির জন্য আচমন করিবে, ইহা ভগবান্ পিতামহ বলেন। ভোজন করিতে করিতে যদি কখন ব্রাহ্মণের বিষ্ঠা নির্গত হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ শৌচ করিয়া স্নান, তৎপরে উপবাস ও অনন্তর হোম করিবে। দ্বিজোত্তম, চণ্ডাল-শব স্পর্শ করিলে প্রাজাপত্য করিবে, অনন্তর অহোরাত্র উপবাস আকাশস্থ নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৭০—৭৯। দ্বিজ সুরা, স্পর্শ করিলে তিনবার প্রাণায়াম করিবে। তাহাতে শুদ্ধ হইবে। পলাণ্ডু লশুনস্পর্শে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ নাভির অধোদেশে কুক্কুর-কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, তিন দিন কেবল রাত্রিকালে দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে আর নাভির ঊর্দ্ধদেশে দংশন করিলে, উক্ত ব্রতের দ্বিগুণ ব্রত হইবে, বাহুতে দংশন করিলে, তিনগুণ ব্রত এবং মস্তকে দংশন করিলে চতুর্গুণ ব্রত হইবে,—ইহা সরক্ত দংশন-বিষয় জানিবে। দ্বিজোত্তম কুক্কুর-দষ্ট হইলে স্নান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন (ইহা সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত)। যে নির্ধন গৃহস্থ বিনাপীড়ায় পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া প্রত্যহ ভোজন করে, সে অর্দ্ধ প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে, (মূলে অনাতুরস্য নিধনং” স্থলে অনাতুরশ্চ নিধনঃ” এই পাঠ হইবে।) যে ব্যক্তি পর্ব্বকালে আহিত-অগ্নির উপাসনা (হোমাদি) না

বিনাদ্ভিরপ্সু বা কুর্য্যাচ্ছারীরং সন্নিবেশ্য তু।
সচেলো জলমাপ্লুত্য গামালভ্য বিশুধ্যতি ॥ ৮৫
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু ত্র্যহঞ্চোপবসেদ্‌গৃহী।
অনুগচ্ছেচ্চ যঃ শূদ্রং প্রেতভূতং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৮৬
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু জপং কুর্য্যান্নদীষু চ।
অকৃত্বা শপথং বিপ্রো বিপ্রস্য বিধিসংযুতে ॥ ৮৭
মৃষৈব যাবকান্নেন কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্।
পঙ্‌ক্তৌ বিষমদানঞ্চ কৃত্বা কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥ ৮৮
ছায়াং শ্বপাকস্যারুহ্য স্নাত্বা সম্প্রাশয়েদ্ ঘৃতম্।
ঈক্ষেদাদিত্যমশুচিদৃষ্ট্বাগ্নীন্দ্রজমেব চ ॥ ৮৯
মানুষাস্থি চ সংস্পৃষ্ট্বা স্নানমেব বিশুধ্যতি।
কৃত্বাপ্যধ্যয়নং বিপ্রশ্চরেদ্ভিক্ষান্নবৎসরম্ ॥ ৯০
কৃতঘ্নো ব্রাহ্মণগৃহে পঞ্চসংবৎসরং ব্রতী।
হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বঙ্কারন্তু গরীয়সঃ ॥ ৯১

স্নাত্বাচম্য ততঃ শেষং প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ।
তাড়য়িত্বা তৃণেনৈব কণ্ঠে বদ্ধা চ বাসসা ॥ ৯২
বিবাদে পরিনির্জ্জিত্য প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ।
অবগূর্য্য চরেৎ কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে ॥ ৯৩
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং কুর্ব্বীত বিপ্রস্যোৎপাদ্য শোণিতম্।
গুরোরাক্রোশনে চৈব কৃচ্ছ্রং কুর্য্যাদ্বিশোধনম্ ॥ ৯৪
একরাত্রং দ্বিরাত্রং বা তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে।
দেবর্ষীণামভিমুখং ষ্ঠীবনাক্রোশনাকৃতে ॥ ৯৫
উলূকাদিজন্তূর্জিত্বা দাতব্যঞ্চ হিরণ্যকম্।
দেবোদ্যানেন যঃ কুর্য্যান্মূত্রোচ্চারং শকৃদ্দ্বিজঃ ॥ ৯৬
ছিন্দ্যাচ্ছিশ্নন্তু শুদ্ধ্যর্থং চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্।
দেবতায়তনে মূত্রং কৃত্বা মোহাদ্দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৯৭
শিশ্নস্যোৎকৃন্তনং কৃত্বা চান্দ্রায়ণমথাচরেৎ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ দেবানাঞ্চৈব কুৎসনম্ ॥ ৯৮
কৃত্বা সম্যক্‌প্রকুর্ব্বীত প্রাজাপত্যং দ্বিজোত্তমঃ।
তৈস্তু সম্ভাষণং কৃত্বা স্নাত্বা দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯৯

করে সে এবং যে ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত না হয়, সেও অর্দ্ধ প্রাজাপত্য করিবে। যে গৃহী জল ব্যতীত বা জলে অবস্থিত হইয়া, কিংবা জলমধ্যে শারীর অর্থাৎ মূত্র, বিষ্ঠা ত্যাগ করে, সে সবস্ত্র স্নান করিয়া ও জলস্পর্শে শুদ্ধ হইবে। মূত্র বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া জলশৌচ না করিলে কিংবা জলে থাকিয়া অথবা জলমধ্যে মূত্র বিষ্ঠাদি পরিত্যাগ করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত, (ইহা বেগধারণে অসমর্থ হইলে তৎপক্ষে) এবং অষ্টোত্তরসহস্র গায়ত্রী জপে করিয়া তিনদিন উপবাস করিবে (ইহা অভ্যাস-বিষয়)। যে দ্বিজোত্তম শূদ্রশবের অনুগমন করে, সে নদীতে (অবগাহনপূর্ব্বক) অষ্টোত্তরসহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। ব্রাহ্মণ, যাহাতে একজন ব্রাহ্মণের বধ হইতে পারে, এমত অভিসন্ধি করিয়া মিথ্যা শপথ করিলে, যবান্ন ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। (মূলে "অকৃত্বা শপথং" ইত্যাদি দুই-চরণের পরিবর্ত্তে "কৃত্বা তু শপথং বিপ্রো বিপ্রস্য বধসংযুতে" হইবে।) একপঙ্‌ক্তিতে ন্যূনাধিক দান করিলে প্রাজাপত্যদ্বারা শুদ্ধ হইবে অর্থাৎ এক-পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণসমূহের মধ্যে কাহাকে অল্প ও কাহাকে অধিক দিলে ঐ প্রায়শ্চিত্ত। শ্বপাকের অর্থাৎ অন্ত্যাবসায়ীর ছায়া স্পর্শ করিলে স্নানান্তে ঘৃত ভোজন করিবে। অশুচি-অবস্থায় আদিত্য দর্শন করিলে, "অগ্নীন্দ্রজ" মন্ত্র রক্ষা অর্থাৎ জপ করিবে। ৮০—৮৯। মনুষ্যের অস্থি স্পর্শ করিলে, স্নান করিয়াই শুদ্ধ হইবে। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াও কৃতঘ্ন হয় অর্থাৎ গুরুর কৃত উপকার স্মরণ না করে, সে পাঁচবৎসর ব্রতী হইয়া সমস্ত বৎসরই অর্থাৎ প্রত্যহই ভিক্ষা করিবে (তবে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে)। ব্রাহ্মণের প্রতি (অবমানসূচক) "হুঁ" শব্দ প্রয়োগ করিলে, স্নান ও আচমনপূর্ব্বক অবশেষে প্রণামাদি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণকে তৃণদ্বারা তাড়না করিলে, কিংবা কণ্ঠে মৃদুভাবে বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিলে, অথবা বিবাদে পরাজয় করিলে, প্রণিপাতদ্বারা প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণের প্রতি প্রহারার্থ দণ্ড উদ্যত করিলে, "প্রাজা-পত্য" দণ্ড, আঘাত করিলে, "অতিকৃচ্ছ্র" এবং শোণিতপাত করিলে, "কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র" ব্রত করিবে। গুরুর প্রতি তিরস্কার করিলে তৎপাপের শুদ্ধিজনক "প্রাজাপত্য" ব্রত করিবে। দেবতা বা ঋষির সম্মুখে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ বা কাহারও উপর উচ্চস্বরে তিরস্কার করিলে তৎপাপক্ষয়ার্থ (জ্ঞানা-জ্ঞানভেদে) একদিন বা দুইদিন উপবাস করিবে। উলূকাদিজন্তুঃ অর্থাৎ মীমাংসাদি শাস্ত্রবিষয়কবিবাদে ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিলে স্বর্ণ দান করিবে। দ্বিজ দেবোদ্যানে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিলে, এবং অচ্ছিন্ন পত্রাদি ছেদন করিলে, শুদ্ধির জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ দ্রোহবুদ্ধিতে, দেবায়তনে, মূত্র ত্যাগ করিলে, সে শিশ্নস্থানে অস্ত্রাঘাত করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ দেবনিন্দা, ঋষিনিন্দা কিংবা বেদনিন্দা করিলে, সম্যক্‌প্রকারে প্রাজাপত্য করিবে। অকৃত-

স্ত্রী যদা বালভাবেন মহাপাপং করোতি হি।
প্রায়শ্চিত্তং ব্রতস্যাস্য পিত্রা তদ্‌ব্রতচারিণীম্‌ ॥ ১০০
উদ্বহেদ্বিভরূপাং তামন্যথা পতিতস্তু সঃ।
অপি রাজন্যকবধে বার্ষিকব্রাহ্মণব্রতম্‌।
তস্যান্তে বৃষভৈকেণ সহস্রং গোদানমাচরেৎ ॥ ১০১
সর্ব্বং হত্বা মাষমাত্রং দদ্যাৎ সুবর্ণরজততাম্রত্রপু-সীসকাংস্যায়সামস্তিরেব মৃৎস্নাযুক্তাভিস্তেজসাঙ্কোচ্ছিষ্টানাং ভস্মনা ত্রিঃ প্রক্ষালনং কনকরজতমণিশঙ্খ শুক্ত্যুপলানাং বজ্রবিদলরজ্জুচর্ম্মণাঞ্চাদ্ভিঃ শৌচমিতি
অপি চণ্ডালশ্বপচস্পৃষ্টে বিণ্মূত্রে এব চ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টঃ ষড়াচরেৎ ॥ ১০৩

প্রায়শ্চিত্ত ঐ সকল ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলে, স্নান করিয়া দেবপূজা করিবে। ৯০—৯৯। স্ত্রীলোক যদি বাল্যকালে মহাপাতক করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও পিতার দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (বালতাপ্রযুক্ত স্বয়ং অসমর্থ বলিয়া পিতার দ্বারা বলা হইয়াছে, পিতৃপদ, ভ্রাতা প্রভৃতির উপলক্ষণ। মূলে "ব্রতস্যাস্য" না হইয়া "চ তস্যাঃ স্যাৎ" হইবে)। এইরূপে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত সেই অভিরূপা কন্যাকে বিবাহ করিবে। অন্যথা অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহাকে যে বিবাহ করিবে, সে পতিত হইবে। ক্ষত্রিয়বধে একবৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে; তদন্তে একটী বৃষভের সহিত সহস্র গোদান করিবে। সকল প্রাণী (কীটাদি) হত্যা করিলে এক মাষা সুবর্ণ কিংবা রজত (জ্ঞানাজ্ঞানাদিভেদে) দিবে। তাম্র, রাঙ, সীসা, কাংস্য এবং লৌহ মৃত্তিকাযুক্ত জল দ্বারা শুচি হইবে। সকল তৈজসপাত্রই উচ্ছিষ্ট হইলে ভস্ম ও জল দ্বারা তিনবার প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। আর সুবর্ণ, রৌপ্য, মণি, শঙ্খ, শুক্তি, চন্দ্রকান্তাদি প্রস্তর, হীরক, বিদল, রজ্জু এবং চর্ম্ম, জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। বিষ্ঠা-মূত্র-পরিত্যাগকালে চণ্ডাল-শ্বপচাদি কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, তিন দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে, উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ছয়দিন উপবাস করিবে। যদি

পিতা মাতামহো যস্য অগ্রজো বাথ কস্যচিৎ।
তপোঽগ্নিহোত্রমন্ত্রেষু ন দোষঃ পরিবেদনে ॥ ১০৪
অমাবাস্যায়াং যো ব্রহ্মাণং সমুদ্দিশ্য পিতামহম্‌।
ব্রাহ্মণীং স্ত্রীং সমভ্যর্চ্চ্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১০৫
অমাবস্যাং তিথিং প্রাপ্য যমমারাধয়েদ্ভবম্‌।
ব্রাহ্মণান্‌ ভোজয়িত্বা তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০৬
কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহাদেবং তথা কৃষ্ণচতুর্দ্দশীম্‌।
সম্পূজ্য ব্রাহ্মণমুখৈঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০৭
ত্রয়োদশ্যাং তথা রাত্রৌ সোপহারং ত্রিলোচনম্‌।
দৃষ্ট্বৈব প্রথমে যামে মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১০৮
সর্ব্বত্র দানগ্রহণে মুচ্যতে সোমযাগতঃ।
শাস্ত্যা চ দক্ষিণং গৃহ্ণন্‌ হিরণ্য-প্রতিমামপি ॥ ১০৯
অযুতেনৈব গায়ত্র্যা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১১০

ইত্যৌশনসস্মৃতৌ নবমোঽধ্যায়ঃ

কাহারও পিতা, পিতামহ এবং অগ্রজ তপস্যা, অগ্নিহোত্র ও অগ্নি-হোত্রাদি মন্ত্রচর্চ্চাশূন্য হয়, তাহা হইলে পরিবেদনে দোষ নাই। যে ব্যক্তি অমাবস্যা দিনে পিতামহ ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণীরমণীকে পূজা করে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। অমাবস্যা তিথি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে যম ও শিবের (কিংবা সর্ব্বসংহারক শিবের) আরাধনা করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণের সহিত মহাদেবপূজা করিয়া সকলপাতক হইতে মুক্ত হয়। ত্রয়োদশীরাত্রিতে, প্রথম প্রহরে পূজোপকরণ লইয়া মহাদেব-মূর্তি অবলোকন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। সর্ব্বত্র দানগ্রহণ করিলে, দক্ষিণাগ্রহণ অথবা সুবর্ণ প্রতিমা গ্রহণ করিলে, স্বস্তিবাচন ও সোমযাগ দ্বারা (সেই পাপ হইতে) মুক্ত হয়। দশসহস্র গায়ত্রী জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১০০—১১০।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

উশনঃসংহিতা সমাপ্ত